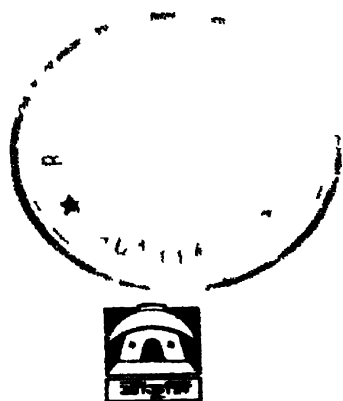


# স্বপ্ন হল সত্য

( Nickels and Dimes এর অনুবাদ )

লেখক : নিনা ব্রাউন বেকার

অনুবাদক : প্রবজ্যোতি সেন



শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা ৯

প্রকাশক :

অরুণকুমার পুরকায়স্থ

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৯

মুদ্রক :

সমীর কুমার দত্ত

হরিশ্রম প্রেস

৯৩২, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রিট

কলিকাতা-৯

মূল্য—এক টাকা

## সম্বল মাত্র পাঁচ পেনী

অন্ধকার তখনো যায়নি, কিন্তু ক্র্যাঙ্ক বুঝতে পারল যে ওঠবার সময় হয়েছে। খিড়কির দরজাটা খড়াম্ করে ওঠায় তার ঘুম ভেঙে যায়। বাবা জন্তুগুলোর খাবার দিতে বেরিয়ে গেলেন। নিচে রান্নাঘর থেকে মার স্টোভের ঢাকনা ঝট্‌ঝট্‌ করার আওয়াজ আসে। বিছানা থেকে ও লাফ দিয়ে উঠে পড়ল; বরফের মত ঠাণ্ডা খালি মেঝেয় পা পড়ায় সারা গা শিরশির করে উঠল।

ছ' বছরের ছেলে চার্লি পুরু পালকের বিছানায় গুটিয়ে গুটিয়ে তখনো ঘুমচ্ছে। বড ভাই একটানে ঢাকাটা টেনে খুলে ফেলতেই সে নড়েচড়ে গুম্বরে উঠল।

“সময় হয়েছে চার্লি! চলে আয়, উঠে পড়।”

চার্লি বালিশের দিকে আরো খানিকটা সরে আসে, আর বেহাত হয়ে যাওয়া লেপটা ধরে টান মারে। “ভাগ্ ভাগ্ ! আর একটু ঘুমোতে দে।”

“বেশ, তুই তাহলে ঘুমো” বিরক্ত হয়ে ক্র্যাঙ্ক বললে। “তোকে আমার কোন দরকার নেই। তোকে ফেলেই আমি বাবার সঙ্গে

শহরে চললাম। মার জন্মদিনের উপহাৰ আমি একাই কিনতে পারব। দুই সারাদিনই ঘুমো।”

“আরে ক্র্যাঙ্ক, তুলেই গিষেছিলাম।” লাক দিয়ে চার্লি বিছানা থেকে উঠে চেয়ারের ওপর ছেড়ে রাখা তাব পোষাক হাতডাতে থাকে।

ক্র্যাঙ্কের পোষাক ততক্ষণে আন্ধেক পৰা হযে গিষেছে। ছেলে দুটো লম্বাহাতা আব লম্বা পাওয়ালা গবম আঙাবওয়াব পবে ঘুমিয়েছিল। এখন কালো মোজা জোড়া আব বাদামী জোনের প্যাণ্টটা পরে নিলেই হয। জুতোগুলো গরম বাখার জন্তে নিচে রান্না ঘরে স্টোভেব পাশে বসান আছে। আব শহবে যখন য়াচ্ছে মা ত তখন পবিকার শাট ইচ্ছিব কবে বাখবেনই।

ভাজা বেকন, ডিম আব আপুভাজাব গন্ধে বান্নাঘন ভক্তি। মিসেস ডলওয়াথ তন্দুব থেকে বড় একপাঞ্জ বিস্কট বাব কবে আনলেন। জলন্ত উননের আভাষ হাঁব স্তন্দব মুখটি লাল হযে উঠল।

“চট পট মুখ হাত ধুযে নাও।” দুই ভাই ঘবে ঢুকতেই তিনি বলে উঠলেন। “আব বাইরে যাবার সময় বাবাকে ডেকে দিযে য়েও। খাবাব তৈবী।”

ছেলেরা গরুর চামড়ার ভারী বুট পাষে দিযে পাম্পেব দিকে চলল। এক বালতি ঠাণ্ডাজল তুলে নিযে কাঠের বাক্সের ওপব বাপা একটা টিনেব পাত্রে হাত মুখ ধুতে লাগল। ফাটা হাতে কড়া হলদে সাবান লাগায় জ্বালা করতে থাকে, কিন্তু তা সজ্বেও ওরা সজোরে হাতে সাবান ঘসতে থাকে। হাত পরিকাব বাখার ওপব মার নজর অত্যন্ত কড়া। সরু চিক্রনী ভিজিয়ে ওরা চুলের ওপর চালাতে থাকে, কারণ উক্কোখুক্কো চুলও মা মোটেই পছন্দ করেন না।

তাদের সারা হবার আগেই বাবা এসে জোটেন।

শক্ত গাটওয়াল হাতে সাবান দিতে দিতে গজ্গজ্ করে উঠলেন, তোমরা দুই অপোগণ্ড আজ কেন যে সজ্জ নিয়েছ জানি না। স্কোয়ারের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভীষণ ঠাণ্ডা লাগবে। গর চেয়ে মাব সজ্জ বাড়ীতে থাকাই ত ভাল।”

“ও সে আমরা বেশ ভাল করে মুড়ি ভুড়ি দিয়ে যাবখন” আশ্রয়েব সজ্জ ক্র্যাফ বলে ওঠে। “আর তুমিই ত বলেছিলে আজ স্নানবা যেতে পারি।”

মিঃ টলওয়ার্থ গজ্গজ্ করতে করতেই বাগ্নাঘবেব দিকে এ’গরে চললেন। সুস্বাদু ব্রেকফাস্ট অল্পক্ষণেব মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। পশুঘাটা নিঃশব্দে হল কারণ নিউ ইয়র্ক স্টেডেং চাষীদের খাওয়াব টেবিলে কথা বলার বিশেষ চল নেই। খামাবেব অজ্ঞাত কাজের মতন খাওয়াটাও একটা কাজ, আর কথা বললে তাতে দেবী ঘষ। ভেলেরা আব তাদের বাবাও আগার শাট পরেই খেবে নিলে, মার সময় পবিস্কাব কবা শাটে ডিমের দাগ লাগাব সম্ভাবনা যাবে না থাকে।

এখন ওবা সেগুলো পরে নিল। বাবারটা নীলবংয়ের ডেনিম্। ফিকে হয়ে গেলেও বেশ পরিষ্কার, আর কোন ভাজ পড়ে নি। ছেলেদেরগুলো অবশ্য মোটেই শাট নয়, অন্ততঃ শাট সেগুলোকে বলা হয় না। তাদের আসল নাম হল ‘ওয়েস্টম্’। লম্বা খুলের বদলে কাপড়টা গুটিয়ে কোমরের কাছে টানা স্ততো দিয়ে জড়ানো থাকে। দুটোই শাদা ক্যালিকোর। ক্রাস্কেটার ওপর লাল তারার নকশা আর ক্ষুদে চার্লিরটার নীল ঘোড়ার নালের ছাপ দেওয়া

শাটের ওপর চড়ল বাড়ীর তৈরী ঘোটা উলের জ্যাকেট; বাবার পুরণো জামা কেটে তৈরী। হাতে বোনা স্ককিং ক্যাপ,

মোটো দস্তানা আর মস্ত বড় উলের গলাবন্ধ জড়িয়ে সাজসজ্জা শেষ হল। তৈরী হয়ে নিষে ছেলেরা বাপের পেছন পেছন খামার বাড়ীর উঠানে গিষে দাঁড়াল।

চাকার বদলে শ্রেড বাণার লাগান সাদাসিধে খামারের এক রকম গাড়ীকে বলে পাং। কাঠিগোলার সামনে বরফের ওপর পাষেব ছাপ। গাড়ীটা সেখানে দাঁড়িষে। আগের বাতে বোঝাই কবা স্টোভের মাপের কাঠগুলো তাব ওপর উঁচু হয়ে রয়েছে। ছেলেবা মলি আব ড্যানকে পাংএব যুততে বাপকে সাহায্য করে।

মিসেস উলওষার্থ একবোঝা কোচকান পুরণো লেপ আব কন্ফটাব নিষে বেবিষে এলেন। “উহু-হু কি ঠাণ্ডা! এক মিনিট দাঁড়াও, উহুনে কিছু গরম ইট আছে। দান্নি দোড়ে সেগুলো নিষে এস ক? আজ পাষেব কাছে সেগুলো দিতে হবে।”

অবশেষে ছেলেবা বাপেব পাশের সীটে বসল। লেপটেপ সব গাষে আবাম কবে জড়িষে নিষে পাগুলি ইটেব ওপর বাখলে। মিঃ উলওষার্থ জিভেব আওষাজ করনেই পাংটা খামাব বাড়ী যুবে বড় রাস্তায এসে পড়ল।

এত সকালে এদিকে আব কোন গাড়ী ঘোড়া আসে নি। নতুন ববফ জমটি কাদাব ওপর সমানভাবে শাদা হয়ে পড়ে আছে। হুদিকেব বেড়ার বেলিংএর মধ্যে দিষে মস্তর রাস্তাটা চলে গিষেছে। সূষা উঠলেও ধূসর মেঘেব আড়ালে ঢাকা। ঠাণ্ডা হাওয়া ছেলেদের নাকে যেন চিমটি কাটে; তাদের চোখ দিয়ে জল বেরিষে আসে।

শহবে যাবাব দীর্ঘপথে কথাবার্তা বিশেষ হল না। বাবা উলওষার্থ ববাবরই চুপচাপ মাছুষ। ইদানীং বিশেষ করে তাঁব মাখাস অনেক হুশিষ্কা। দিনকাল খাবাপ, গৃহযুদ্ধের জন্তে সকলেই



হুস্টিয়াগ্রস্ত। উলওসার্থ খামারের বন্ধকী দেনা শোধ করা হুস্টিয়া হযে উঠেছে। ছেলেবা ভালভাবেই বুঝলে ছেলেমানুষী কথাবার্তার বাবার চিন্তার ব্যাঘাত করা চলবে না।

দীর্ঘকাল গাড়ী চলাব পর খামারের বেড়ার বদলে ওয়াটার-টাউনেব ছিমছাম বেলিংগুলি চোখে পড়ল। এটাই জেলাব সদর। ৭০০০ কর্মবাস্ত লোকেব বাস এখানে। শহরের স্কয়ারাবের মধ্যে আদালত। আর তাব চাবপাশে বাজার। আদালতের মাঠে চারপাশেব বেলিং এ চারীবা খোলা বাজাবের জন্তে ঘোড়া বাপে। মিঃ উলওসার্থ যখন পৌছলেন তাব মধ্যেই কষেকটা কাম আর ঘাস-খড বোঝাট পা এসে পৌছে গিযেছে। ঘোড়া বাধে বাধে পাশেব চারীটিব তিক্ত দৃষ্টিব সঙ্গে তাঁব দৃষ্টি বিনিময় ঘটল।

“শহবে আজ অনেক কাঠ”, লোকটি বললে। “লেনেওসানা কেউ নেই। বোঝা পিছু এক ডলাব যদি পাই ৩ যথেষ্ট। বুঝলে উলওসার্থ।”

মিঃ উলওসার্থ গম্ভীর ভাবে মাথা নাডলেন। “কুড়ল হাতে বেবোনো আজকাল আব পোষায় না। এই হতচ্ছাড়া যুদ্ধই সব মাটি করলে। তোমার ছেলের খবর কি মিঃ মীন্স?” সে ক গ্র্যান্টের সঙ্গে আছে না?”

অজ্ঞান ঘাড় নাডে। “শেষ খবর পেযেছি যে ও ফোর্ট ডোনেলসনেব যুদ্ধের পরও আশ্র আছে। কিন্তু এবাব গ্র্যান্ট ওদের কোথায় নিয়ে যাবে ভগবানই জানেন। এই যে এব্‌এব শেষ চিঠি।”

ছেলেটটি সীটের মধ্যে উসখুস করতে লাগল। হুকুম না পেলে গাড়ী থেকে নামতে পাবে না। আর বডরা যখন কথা বলছে তখন তাদের বিবর্ত করাও চলে না।



অন্ত লোকটি যখন চিঠি হাতড়ায ক্র্যাঙ্ক তখন বাবার হাতা ধরে টান মারে।

“আমি আর চার্লি শহরটা একটু ঘুরে আসব বাবা?”

“বেশ। কিন্তু সাবধানে যেয়ো। আর বেশী দূরে যেয়ো না। মালটা খালিস করতে পারলেই আমি ফিরব।” তিনি মিঃ মীন্সের দিকে ফিরলেন। হু ভাই টুপ কবে নেমে পড়ে লাফাতে লাফাতে চলল।

“কার্টারের দোকান হু এই বাস্তায়” মোডের মাথায় এসে চার্লি বলল। ক্র্যাঙ্ক সোজা চলতে থাকে। “কার্টার এখন থাক, চল ত।” স্কোয়ার পার হয়ে সে হাঁটা দিল।

অগ্‌স্‌নারি আণ্ড মূব এর কর্ণার স্টোর হচ্ছে ওয়াটার টাউনের সব চেয়ে বড় আর সুন্দর কাপড়চোপড়ের দোকান। আর খরিদ্বার সব শহরের অপেক্ষাকৃত পয়সাওয়ালা লোক। কাজে কর্মে বেরোবার সময় যারা রোজই বিশেষ ভাবে সাজসজ্জা কবে, পাটি বা উৎসবের জন্তে যাদের কেতা দ্রবস্ত্র পোষাকের দরকার হয়। গরীব চাষীরা যাহ কার্টারের দোকানে। পাশের একটা বাস্তায় পুরনো ধরণের জেনারেল স্টোর সেটা। বুড়ো কার্টার সব কিছুই রাখে। কাজকর্মের জন্তে দরকারী পোষাক আর ক্যালিকো থেকে ভাল মজবুত লোহালকড় অবধি। উলওয়ার্থ ভাইরা বাপের সঙ্গে কার্টারের দোকানে অনেকবার গিয়েছে। কিন্তু কর্ণার স্টোরের ভেতরে তারা কখনো ঢোকেনি।

ক্র্যাঙ্ক এখন সোজা সেদিকে এগোল। দরজার কাছে গিয়ে একবার সে দাঁড়ায়; তার লাল ছিটের ক্রমালটা বার করে। এই যে এখানটায়, তার চারটে আর চার্লির একটা—পাঁচটা চকচকে তামার পেনী বড় গিঁট দিয়ে ক্রমালের কোনায়া বাঁধা।

“ঠিক আছে চলে আয়” আদেশের সুরে সে বলে।

“বলিস কি ক্র্যাঙ্ক, ওর ভেতর ঢুকব?”

“না কেন? আমরা কি খন্ডের নই? শুধু শুধু দেখবার জন্তে ত যাচ্ছি না, যাচ্ছি কিনতে। মা'র জন্মদিনে একটু বিশেষ রকম কিছু চাই, আর এখানেই তা পাওয়া যাবে। চলে আর, আর ওরকম বাছুরের মত ভয়ে ভয়ে আমাব হাত ধবে থাকিস না। মনে রাখিস আমরা খন্ডের।”

দোকানের ভেতরটা বেশ গরম আব ঝকঝকে। মাড দেওয়া কাপড়, রং, জাপথলিন আব স্লগজি সাবান মিলিষে বেশ মিষ্টি মিষ্টি একটা গন্ধ। মোটা কাপড়ের গৌষো সাজ-পোষাকে বেমানান ছেলে দুটির দিকে কেউ ফিরেও চাইলে না।

একজন মেষে কেরানী মোটা-সোটা থুঁতথুঁতে স্বভাবের এক মহিলাব গোলগাল হাতে একজোড়া ফ্রান্স থেকে আনা ছাগলেব চামড়ার দস্তানা পরাচ্ছে। আর একজন চওড়া ভেলভেটেব গোল ঘেরওয়ালা স্কাট আব উটপাখীব পালক লাগান বাহারে বনেট পরা সুন্দরী একটা মেষেকে পানিকটা লেস দেখাচ্ছে। দোকানের ওপাশে পুরুষদেব বিভাগে, প্রিন্স অ্যালবার্ট কোট পরা এক ভাবিক্কে চেহানার ভদ্রলোককে ঝালো মসৃণ উলেব কাপড় দেখাচ্ছে। আর কষেকজন খরিদদার, বেশাব ভাগই সুসজ্জিতা মহিলা, কাউন্টারেব মধোর বাস্তা দিয়ে গল্প কবতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

“এখন কি কববি?” চার্লি ফিস ফিস করে বললে।

“আগে একটু সময় নিয়ে চারদিকটা ঘুরে দেখি,” ক্র্যাঙ্ক উচ্চস্বরে জবাব দিলে। “আরো অনেকে ত তাই করছে। দেখতে দেখতে যা চাইছি ঠিক পেয়ে যাব।”

ওরা দেখতে লাগলো, অনেক কিছুই চোখে পড়ল; কিন্তু যা

দেখলে তাতে ওরা বেশ দমে গেল, জিজ্ঞাসা না করেই ক্র্যাঙ্ক বুঝতে পারলে যে এই সব পোষাক-আসাক, দস্তানা আর লেস তাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু পাঁচ সেটে কি যে কেনা যায় সে সম্বন্ধেও তার কোন ধারণা নেই।

কি করেই বা থাকবে? উলওয়াথের ছেলেরা খরচ করাব মত পরসে কোন দিন পায়নি—কেবল তাদের অবস্থাপন্ন মামা যখন তাদের কয়েক পেনী করে দিতেন তখন ছাড়া। পেনীগুলি জমিয়ে তারা গাঁয়ের দোকানে গিয়ে একটি করে খরচ করত। গোটা ছয়েক মাবেল কি চারটে লজেল এক পেনীতে কেনা যায়। ক্র্যাঙ্কের দশ বছর বয়স হয়েছে কিন্তু এক সঙ্গে কখনো তিন পেনীর বেশী খরচ করেছে বলে মনে পড়ে না। পাঁচ পেনী ত নয়ই। পাঁচ পেনীতে বেশ বড় রকম কিছু পাওয়া উচিত।

কিন্তু যে সব বড় বড় জিনিস চাবিদিকে দেখা যাচ্ছে তা কিন্তু নয়। ছোট ভাই সেটি না বুঝলেও তার নিজের সেটুকু বুঝি হয়েছে।

“গাঠলে কি কেনা হবে না?” চার্লি উস্‌গুস্‌ কবতে থাকে।  
“কিছু কেন্‌ না ক্র্যাঙ্ক।”

“থুজে পেলেই কিনব” ফ্যাক বলে। “মার জন্মদিনের জিনিস, ভাল কবে দেখেগুনে নেওয়া দরকার। যেমন তেমন পুরোনো জিনিস ত কেনা যায় না।”

কথাটা জোরের সঙ্গে বললে এটে, কিন্তু বুকটা তার দমে যাচ্ছিল। এ কাউন্টার ও কাউন্টার ঘোরাঘুরি করতে করতে বুঝতে পারছিল যে ক্রমেই তারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মোটা মোটা ভদ্র মহিলাটি দস্তানা নিষ্পে চলে গেলেন। দস্তানা যে বেচছিল সেই কেরানীটি এই জুতো খটখটিয়ে চলা অগোছাল

সাজেব ছেলে দুটিব দিকে তাকিয়ে সজে তাকিয়ে দেখতে লাগল। লেসের খরিকারটি চার্লিব দিকে একবার কটমট কবে তাকালেন, কারণ তাব পাশ দিষে যাবাব সময় সে ওনাব ভেলভেটের পোষাকটি হাত বাড়িষে ছুঁষে দেখতে গিষেছিল। ক্র্যাক তাডাতাড়ি এক ই্যাচ্কা টানে ছোট ভাইটিকে দোকানের পেছন দিকে সবিষে নিয়ে এল।

এইখানে তখন জিনিষটা সে দেখতে পেল। এদিক দিষে ওরা এর আগে গিষেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু পেছনেব কাউন্টাটা ওর নজরে পডেনি। ছোট্ট একটা লেখা রযেছে “সৌখীন জিনিষ—অর্ধেক মূল্যে”। সৌখীন আর অর্ধেক দাম। ওঃ এখানে নিশ্চয়ই তাদের মনেব মতন কিছু না কিছু পাওয়া যাবে।

সস্তা দামেব জিনিষ ভবা টেবিলে অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু ক্র্যাকের চোখ সোফা গিষে পডল তটো সেলুলেষেডেব পাশ চিকলী লাগান কার্ডের ওপব। টকটকে লাল আব ওপবে স্নম্ব ভাবে কাসেব নজ্রা খোদাই করা। কার্ডটা তুলে ও চার্লিব হাতে দিলে। “বলেছিলাম না পাবই,” অজ্ঞানদের সঙ্গে ও বলে উঠল।

ওরা খুসীতে উজ্জ্বল হগে জিনিষটা দেখছে এমন সময় পেছন থেকে কে যেন ক্র্যাক্কেব কাণ ধবে মাঝলে এক টান। প্রিন্স অ্যালবার্ট কোট পবা সেই ছোকবা।

“জিনিষ বেধে দাও শীগগিব।” গ্রীক কঠে সে বলে উঠল। “কি নিষেছ হে ছোকবা?” এখুনি দিষে দাও।

ক্র্যাক ফ্যাল ফ্যাল কনে তাকিয়ে রইল। লাল চিকলী-জোডা মার কালো চুলে কি রকম দেখাবে তাই ভাবতে ভাবতে পেছনে পারের শব্দ সে গুনতেই পায়নি।

সেই ছোকরা কার্ডটা ছিনিষে নিল। “নিষে কেটে পড়বার

মতলব এঁয়া? অগ্‌স্বারি অ্যাণ্ড মূরে এসব ছিঁচকে চোরদের কি করতে হয় তা খুব ভাল ভাবেই জানি। দাঁড়াও হাঁকাবার আগে তোমাদের পকেটগুলো একবার দেখে নিই।

ফ্র্যাঙ্কের মুখটা লাল হয়ে উঠল। কিন্তু সে শাস্ত ভাবেই জবাব দিলে “আমি আর আমার ভাই এখানে চুরি করতে আসিনি মশাই। আমরা খরিদ্ধার।”

ছোকরা হো হো করে উঠলে। হাব তীক্ষ্ণ কথার চেয়ে হাসিটা ওদের আবো নিষ্ঠুর ভাবে আগাত কবলে। “খরিদ্ধার? ও—মাপ কববেন সার্। জানতাম না। আপনাদের সেবার লাগতে পাবলে কৃতার্থ হব সার্। মশায় যা কিনবেন সেগুলো প্যাক করে দেব কি?”

“হ্যাঁ নিশ্চয়ই” ফ্র্যাঙ্ক স্থির ভাবে উত্তর দিলে। আমি এই চিকণী দুটো নিতে চাই আব কিছু না।

“সেকি আর কিছুটি না? ওঃ হা—আমি যে খরিদ্ধার মশায়কে ভদ্রলোকদের পোষাক-আসাকগুলো দেখাব ভেবেছিলাম।” কেবাণীটি নিজের রসিক ভাষা নিজেই হো হো করে কেসে উঠলো। তারপর হঠাৎ এ খেলা আব তার ভাল লাগল না।

“আচ্ছা আচ্ছা” তীব্র কণ্ঠে সে বলে উঠল। “আর দেবী করিও না খোকা, ওর দাম আশ ডলাব।”

“আশ ডলাব!” ফ্র্যাঙ্কের দম আটকে আসে। “কিন্তু—কিন্তু লেখা রয়েছে যে আদেক দাম?”

“ঠিকই ত। এক ডলাব থেকে কমান হয়েছে। এটাই চালানোর শেষ মাল।” কেবাণীটি হাত বাড়ালে। “পঞ্চাশ সেন্ট, জলদি।”

ফ্র্যাঙ্কের মুখ তখন আরো লাল হয়ে উঠল। পঞ্চাশ সেন্ট ত আমার কাছে নেই মশায়।”

কেরানীটি টান হয়ে দাঁড়াল। “নাঃ আমিও আশা করিনি যে আছে,” তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে সে বলে উঠল। “চেহারা দেখলেই সেটা বোঝা যায়। একটা পেনীও তোমাদের কারো কাছে নেই।”

“আছে বৈ কী” চার্লি বলে উঠল। “আমাদের কাছে পাঁচটা পেনী আছে, হ্যাঁ! দেখা ত ফ্র্যাঙ্ক!”

“পাঁচটা পেনী—পাঁচ পাঁচটা আস্ত পেনী?” কেরানীটির তাচ্ছিল্যের হাসি আবার শোনা যায়। “ববিন্দার, বটে?” ফ্র্যাঙ্কেব কলারটা সে পেঁচিয়ে ধবে।

“যথেষ্ট হয়েছে। এবাবকার মত ছেড়ে দিলাম। কিন্তু মনে রেখো কর্ণারষ্টোরের পাঁচপেনীর খদ্দেবেব কোন দরকার নেই। তোমাদের ওই নোংরামুখ আর কখনো এখানে যেন না দেখি। এখন গলাধাক্কা খাবার আগে সবে পড়।”

ওরা বেবিষে এল। চার্লি সরবে কাদতে লাগলে, ফ্র্যাঙ্ক কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে রইলো। বাইরে এসে ও ছোটভাইয়ের নাক ঝাড়ালে আর ধমক দিবে তাকে চুপ কবে থাকতে হুকুম করলে।

“শেষকালে কার্টারের ওখানেই যেতে হবে। বুড়ো কাঁটাব একটু খিটখিটে বটে কিন্তু এরকম চালিয়াৎ নয়।”

“আমি ত বলেই ছিলাম, এখানে না এলেই হত,” চার্লি কৌপাতে থাকে। “এখানে আসাব কোন দরকারই ছিল না আমাদের।”

“আলবাৎ ছিল” ফ্র্যাঙ্ক দৃঢ়ভাবে বলে। আমাদের জন্তে পাঁচ সেন্ট দামেব জিনিষও তো ওদের থাকতে পারত, তা যদি থাকত ত আমরা কিনতামও। পরসা থাকলে সকলেই খদ্দেব আর সব দোকানেই তাদের ঢোকবার অধিকার আছে।”

“বোধ হয় খন্দের হতে গেলে পকেটে পাঁচসেন্টের বেশী থাকা দরকার আগে তো জানতাম না।” চার্লি ভয়ে ভয়ে বলে।

“আমিও জানতাম না,” ফ্রাঙ্ক বলে। “আর ব্যাপারটা তা নয়। খন্দের হল খন্দের, বডলেকিই হ’ক আব গরীবই হক। তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেই হবে।”

“একজন মেয়ে বাবান কাঠগুলো দেখছে,” চার্লি স্টোয়ারের দিকে আঙ্গুল দেখাল। “ও কিনে ফেললে বাবা কিন্তু চলে যাবে। ঠাড়াঠাডি কাটারেব ওখানে চল।”

বুড়ো কাটাবেব পাঁচসেন্টেব মাল ছিল, আব বাচ্চা খরিক্কার সম্বন্ধে কোন আপত্তিও ছিল না। ওবা যে কালো মাথাওয়ালা এক পাতা পিন্ কিনলে গাতে হাওয়াব সময় মা ব শালটা বেশ আটকানো যাবে। ফ্রাঙ্ক চার্লিকেই পছন্দ কবতে দিলে। পাংএ কেবাব পথে সে এও চুপচাপ আব গম্ভীর হষে বইল যে ছোটতাই গাকে একটু সাম্ভনা দেবাব চেষ্টা কবলে।

“এই পিনগুলো মা ব খুব পছন্দ হবে ফ্রাঙ্ক। লাল চিক্কাণীর মত অও স্পন্দব নষ বটে। কিন্তু আমরা হাতে কবে যা দেব মার তাই ভাল লাগবে—আমবা দিচ্ছি কি না। চিক্কাণীর জন্তে মন খাবাপ কবিসনা ভাই।”

ফ্রাঙ্ক গম্ভীরভাবে সামনেব দিকে চেয়ে বইল। “ঠিক আছে চার্লি। আমি উপভাবেব জন্তে মন খাবাপ কবছিনা। অগ্‌স্‌বাবির ওই লোকটাব কথা ভাবছি। লগ কোট আব খাড়া কলার পবলেই একেবাবে সবজাস্তা হয় না। আমিও এমন কিছু জানি যা ও জানে না। খন্দেরেব সঙ্গে খন্দেরেব মতই ব্যবহার করতে হয়। পাঁচ পেনীর খন্দের হলও। আমাব নিজের যদি কোন দিন একটা দোকান হয়—!”

## পথ দেখালেন এক সম্রাট

“যদি কোনদিন একটা দোকান হয়।” দশ বছরের ফ্রাঙ্ক উলওয়ার্থ কথাটা যখন বলে তখন ওর ছোটভাই হেসে উঠেছিল। বললেও পারত যদি কোন দিন লাখোপতি হই বা যদি কোনদিন রাজ প্রাসাদে বাস করি।”

কিন্তু দোকান তার একদিন হবে; আর অনেক দোকান, টাকাও তার হবে, আর রাজপ্রাসাদটাও। আরো অনেক আশ্চর্য্য জিনিস তার বরাতে আছে, যার কোন সম্ভাবনাই সেদিন জানা যায়নি। ছুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু বাড়ীটা দেখবার জন্তে সারা দেশ থেকে লোকেরা আসবে—ফ্রাঙ্ক উলওয়ার্থের বাড়ী।

কিন্তু গৃহযুদ্ধের সময় সেই বিষন্ন শীতের দিনে কেই বা সে কথা জানত? চার্লি নয়। আর ফ্রাঙ্ক ত নয়ই। ”

উলওয়ার্থ পরিবারের কেউ কোনদিন দোকানদার ছিল না। উলওয়ার্থের আদিপুরুষ বিপ্লবের আগেই ইংলণ্ড থেকে চলে আসেন। তিনি আর তাঁর বংশধরেরা সবাই ক্ষেত খামারের কাজই করেছেন। নিউ ইয়র্কের রডম্যানের কাছে ফ্রাঙ্কের ঠাকুরদা



ক্যাস্‌গার উলওয়ার্থের খামার ছিল। এখানেই ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল ক্রাঙ্ক উইনফিল্ড উলওয়ার্থের জন্ম হয়। তার ভাই চার্লস সামার উলওয়ার্থ জন্মায় চার বছর পরে। আর কোন ভাই বোন তাদের হয়নি।

চা্লির যে বছর জন্ম হয় সেই বছরই জন উলওয়ার্থ কিছু টাকা ধার করে নিজের জন্তে একটি খামার খরিদ করেন। খামারটা ছিল গ্রেট বেণ্ড গ্রামের ব্র্যাক রিভারের পাশে। লেক অক্টারিও আর সেন্ট লরেন্স নদীর পাশে নিউ ইয়র্ক স্টেটের এই অংশটির নৈসর্গিক দৃশ্য তারি চমৎকার। উলওয়ার্থের নতুন খামারটি দেখতে অতি সুন্দর। এখানকার নদী আর বনে ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়ের, দৃশ্য চমৎকার। মিসেস উলওয়ার্থের ভাই অ্যালবন কিন্তু তখনই বলেন যে চাষ বাসের পক্ষে জমিটি মোটেই সুবিধের নয়। তার স্বত্তর বাড়ীর লোকদের মতে জন উলওয়ার্থ চাষী হিসেবে ভাল হলেও ব্যবসা বুঝি তার যথেষ্ট নেই।

মিসেস উলওয়ার্থের পিতৃকুল ম্যাকব্রায়ার পরিবার বেশ বড়িছু। তাঁদের আদরের ক্যানীর ছরবস্থায় এঁরা, বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভায়েদের সকলেরই বেশ ভাল ভাল ক্ষেত খামার আর ব্যাঙ্কে জমান টাকা রয়েছে। তাদের ক্ষেতের জমি বেশ উর্বর আর তাতে কসলও হয় প্রচুর। বোদের সকলের সংসারেই কাজের সাহায্যের জন্তু বি রয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে ক্যানী বেচারী উদয়াস্ত খেটেও এই রকম ছরবস্থার মধ্যে থাকে। কি লজ্জার কথা।

অবশ্য তার স্বামী যে খুব পরিশ্রমী লোক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিলনা। কিন্তু সেই পাথুরে জমিতে কিছুটা আলু ছাড়া আর কোন জিনিষই ফলে না। আর ধানিকটা জমিতে গরু চরানো

যায় মাত্র। আলুর চাষ আর জালানী কাঠ কাটতেই তার সময় চলে যায়। তাতে লাভও হয় সামান্যই। তাই ওয়াটারটাউনে বিক্রি করবার জন্তে মিসেস উলওয়ার্থকে মাখন তৈরী করতে হয়, বাচ্চা দুটোকেও আলুর খেতে কাজ করতে হয় কারণ জন মজুর ভাড়া করবার পরসার অভাব। এদিকে যা রোজগার হয় তার প্রতিটি পাই পরসা মটগেজের ক্ষুদ্র দিতেই চলে যায়। অ্যালবন মামার খারণা জন উলওয়ার্থকে বিয়ে করাই ফ্যানীব ভুল হয়েছে। একথা তার মুখের ওপর বলতেও ইতস্ততঃ করেন না।

অ্যালবন ম্যাকব্রাথারের বাড়ী পিলাব পয়েন্ট, উলওয়ার্থের খামার থেকে মাইল পঁচিশ দূবে। মাঝে মাঝে উলওয়ার্থরা সেপানে যায় বটে, তবে ঘন ঘন যায় না। অ্যালবন লোক অবশ্য ভালই, মিসেস উলওয়ার্থ তা জানেন, কিন্তু তাঁর মতামতগুলো একটু বেশী বকম স্পষ্ট। দুটি হাসিখুসী ছেলে, সৎ এবং পরিশ্রমী স্বামীটিকে নিয়ে মিসেস উলওয়ার্থ যে অন্তর্গত নন সে কথা তাঁকে বলে কোন লাভ নেই। তিনি বিশ্বাসই কববেন না।

অ্যালবনের মতে “দু-পরসা” না করতে পাবলে কেউই স্তবী হয় না। এবং জন উলওয়ার্থ যে কোনদিন দু-পরসা করতে পারবেন তা তাঁর মনে হয় না। কিন্তু ছেলেগুলো—অ্যালবন মামা এবার একটু চাক্ষা হয়ে ওঠেন—হ্যাঁ ছেলেদের বেলায় ফ্যানীর বরাতটা হয়ত ভালই হবে। বাচ্চা দুটো বেশ চালাক চতুর আর চটপটে আছে। বিশেষ করে ক্রাক্টিব মাথার বেশ বুদ্ধি আছে বলে মনে হয়। মামাদেব আদর্শে মানুষ্য হলে একদিন ওব চাষ বাস ভালই হবে।

ক্র্যাক মামাকে ভালই বাসত। ম্যাকব্রাথারের খামারে বেড়াতে যেতেও তার ভাল লাগত। অ্যালবন মামার দেওয়া পেনীগুলোর

জন্মে সে গভীর কৃতজ্ঞতাও বোধ করত। কিন্তু কোনদিন সে তাঁকে বলেনি যে চাষবাসের ইচ্ছে তার মোটেই নেই। ক্র্যাক যে আসলে দোকান দিচ্ছে চাষ সে কথা শুনলে অ্যালবন মামা মোটেই খুসী হবেন না।

সে কথা ও অ্যালবন মামাকে বলে নি। সে কথাও কাউকেই বলেনি, এমনকি চার্লিকেও না। বলে লাভ কি? বডরা ধমকাবে আর চার্লিটা হাসবে। মাঝে মাঝে তাব ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী মিস এমা পেনীম্যানকে বলবার ইচ্ছে হয়েছে বটে। তাব কেমন যেন মনে হত মিস এমা হয়ত বকবেনও না হাসবেনও না, কিন্তু তাঁব কাছে মনেব কথাটা খুলে বলতে তার ভারী লজ্জাই কবত।

ক্র্যাক উলওষার্থেব সাধারণ শিক্ষা খুব বেশী দূর এগোয়নি। তখন ছিল “লাল রংষেব স্কলবাড়ীব যুগ”। সেখানে সব বয়সের ছাত্রবাড়ি একই ঘরে একই মাষ্টারের কাছে পড়াশোনা কবত। আজকের দিনের সরকারী অবৈতনিক শিক্ষাব বন্দোবস্ত আমরা স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছি। কিন্তু সে যুগে তা ছিল সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার। আমেরিকানরা সে সময় তাদের ক্রী-স্কলগুলির জন্মে ভীষণ গর্ব বোধ করত। কিন্তু, সে সব স্কল আজকের দিনে আমাদের বেশ অদ্ভুত বকমের মনে হবে।

ইস্কুলেব ছোট্ট লাল বাড়ীটিতে ছেলেমেয়েদেব পাঠানো অবশ্য কারো পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল না। যাদের “বই পড়া বিত্তে”র ওপর কোন ভক্তি ছিল না তারা তাদের ছেলেমেয়েদেব পাঠাতই না। বেশীভাগ চানীই ছেলে একটু লিপতে পড়তে আর অল্প কষতে শিখলেই যথেষ্ট বিত্তে হয়েছে বলে মনে কবত। মেয়েদের বেলা আরো কম জানলেই চলত। বাড়ীতে কাজ থাকলে ছেলে মেয়েদের সেদিন স্কুলে যেতে দেওয়া হত না। আবার অনেক সময়ে নিজেদের

অনুবিধে হয় বলে মায়েরা তাঁদের বছর তিনেকের বাচ্চাগুলিকেও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিতেন। যোল বছর বয়স হলে সবাই ইস্কুল ছাড়ত—যদি অবশ্য ততদিন টিক্তে থাকত। কারণ সকলের ধারণা ছিল যে যা কিছু শেখবার তা যোল বছরের মধ্যেই শেখা হয়ে যায়, আর তা না হলে, সে ছেলে এতই আত্মন্থক যে তার আর কোন দিনও শিক্ষা হবে না। অতএব তাকে কাজে কর্মে লাগিয়ে দেওয়াই ভাল।

এসব ইস্কুলের শিক্ষক হওয়াও কিছু শক্ত ছিল না। যোল বছর বয়স হলেই যে কোন ছেলেমেয়ে, অঙ্ক, পড়া, লেখা, বানান আর ভূগোলে সরকারী পরীক্ষা দিতে পারত। পাশ করতে পারলেই শিক্ষক হবার সার্টিফিকেট পাওয়া যেত। মাইনে অল্প ছিল, কিন্তু এতে থাকা থাওয়া পাওয়া যেত। পাশ করে টিচারকে এক সপ্তাহ বা একমাস করে এক এক ছাত্রের বাড়ীতে রাখা হত। শিক্ষকের থাওয়ার খরচ চালাবার মত যথেষ্ট পরিবার গাথে থাকলে, স্কুল এক টানা ছ' সপ্তাহ থেকে চার কি পাঁচমাস পর্যন্ত চলত।

আজকের দিনে এরকম কোন ইস্কুলের কথা শুনেলে আমরা আংকে উঠব। ব্যবস্থাটা মোটেই ভাল ছিল না। তা সত্ত্বেও ফল সর্বদাই কিছু থাবাপ হত না। এই ধরনের স্কুল থেকেই এব্রাহাম লিঙ্কন প্রমুখ অনেক বড় বড় লোক বেরিয়েছিলেন। ছাত্র শিখতে ইচ্ছুক হলে আর শিক্ষক শেখাতে পারলে ফল অনেক সময়েই অদ্ভুত রকম ভাল হত।

ক্র্যাক উলওয়ার্থ অবশ্য এব্রাহাম লিঙ্কন ছিল না কিন্তু তার শেখবার ইচ্ছা ছিল প্রবল। আর তার ভাগ্যে এমন এক শিক্ষয়িত্রী সে পেয়েছিল যিনি পড়াতে ভালবাসতেন আর সত্যি জানতেন কি করে পড়াতে হয়।

গ্রেট বেগু স্কুলে আসার সময় এমা পেনীম্যানের বয়স ছিল মোটে ষোল। সাধারণ চেহারার গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে, তাঁর নিজের শিক্ষাও অষ্টম শ্রেণীব বেশী ছিল না। কিন্তু একটি বিরাট জিনিষ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন সে সব কিছু জানবার বিষয় বইয়ের মধ্যেই আছে আর যে কেউ লিখতে পড়তে পাবে তার কাছেই সেই বিত্তের চাবি কাটি থাকবে।

তিনি খালি বই পড়তেন আর কিনতেন। ইস্কুলের নীল মলাটের দানানুব বই আর ম্যাকাফির রীডারের বাইরেও অনেক জিনিষ তিনি জানতেন। আর যদিও তিনি ফ্র্যাঙ্কেলিন ছেলে মানুষী আশা-আকাঙ্ক্ষাব কথা তার নিজের মুখ থেকে শোনেন নি তবু তাকে তার পথে এগোবার দিকে সাহায্য করার তাঁর কিছুটা হাত ছিল। আর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলে অনেকদিন আগেকার এক করাসী সম্রাট।

কর্ণার স্টোরে ধমক খাবার কয়েক মাস পরে একদিন গ্রেট বেগু স্কুলে ব্যাপারটা ঘটে গেল। মিস এমার ক্লাসে ভুগোল পড়া হবে যাবার পরে কথায় কথায় ইতিহাসের কথা উঠল। মিস এমা বললেন এই উত্তর নিউ ইয়র্ক রাজ্যটিতে কেবলমাত্র বন পাহাড় আর নদী নালাই নেই, এখানে অনেক ঘটনাও ঘটে গিয়েছে। বেশ গুরুত্বপূর্ণ আর উদ্ভেজনাপূর্ণ ঘটনা। দুয়েকটি ঘটনা তাঁর মুখ থেকে ওরা রক্তস্বাসে শুনল।

কাছেই লেক অন্টারিওর জলে ইংবেজ আর করাসীরা এই মহাদেশের অধিকাংশ নিয়ে লড়াই করেছে। তারপরে এই বন জঙ্গলের মধ্যেই বিপ্লবীদের ছোটখাট লড়াই হয়ে গিয়েছে। লাল মানুষ আর শাদা মানুষদের লড়াইও এখানে হয়েছে। জেনারেল

জেবুলেন পাইকের কবর রয়েছে এই স্মার্ট বন্দরে। জায়গাটা ওয়াটার টাউন ছাড়িয়ে পুরো দশ মাইলও নয়।

“কোন যুদ্ধে জেনারেল পাইক মারা যান, কেউ জান?”

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। “অরল্যাণ্ডো তোমাদের বাড়ী ত’ স্মার্ট বন্দরের দিকে। তোমার জানা উচিত।”

“হ্যাঁ দিদিমণি। অরল্যাণ্ডো ছেলেটা একটু বড় সড়। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লাল চুল। বার দুই হোঁচট খেয়ে সে উঠে দাঁড়াল। কোন প্রশ্নের জবাব অবশ্য অরল্যাণ্ডো সচরাচর দিতে পারে না। কিন্তু এটা সে জানত।”

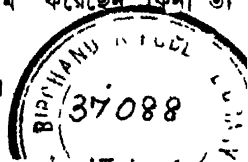
“আমার ঠাকুর্দা সে লড়ায়ে ছিলেন,” সে সগর্বে বলে উঠল। “তিনি জাহাজের খালাসী ছিলেন। এক ঝাঁক জাহাজ বন্দবে জড়ো হয়েছিল। সব সেপাই ভর্তি। তারপর—তারপর, সে জাহাজগুলো লেক পেরিয়ে টোরোনটো চলে গেল। আর সে খুব গোলাগুলি চলল। আর আমরা কেবল উড়িয়ে দিয়ে লাল কোর্তাদের হারিয়ে দিলাম। তাই জেনারেল মরে গেল, কিন্তু আমরা জিতে গেলুম।”

অরল্যাণ্ডো বসে পড়ে সগর্বে একবার চারদিকে তাকাল। মিস এমা একটু হাসলেন।

“বেশ বলেছ অরল্যাণ্ডো। তোমার ঠাকুরদার জন্তে নিশ্চয় তোমার গর্ব হয়। আচ্ছা, বলতে পার যে যুদ্ধে তিনি লড়াই করেন তার নাম কি?”

অরল্যাণ্ডো এবার মাথা নাড়ে। ঠাকুরদার মুখে সে লড়াইয়ের বর্ণনা শুনেছে কিন্তু তিনি কোনো যুদ্ধের নাম করেছেন কিনা তা সে মনে করতে পারলে না।

“তোমরা কেউ পার?” মিস এমা বলেন।



“১৮১২-র যুদ্ধ” সবাই একসঙ্গে বলে উঠল।

“বেশ। এখন বলত ১৮১২র যুদ্ধ শুরু হয় কিভাবে?”

এবার সবাই তাঁর মুখের দিকে বোকার মত হাঁ করে চেয়ে রইল। ধীরে ধীরে মিস এমা তাদের সে কাহিনী বললেন। একেবারে গোড়া থেকে বলে গেলেন। সেই যখন বোনাপার্টের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে সমস্ত ইউরোপ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিল তখন থেকে।

বোনাপার্টের নাম শুনেই ফ্র্যাঙ্ক উলগয়ার্থ হাত তুললে। কেউ কিছু বলতে চাইলেই মিস এমা সম সময়ে তাকে সে সুযোগ দিতেন। তিনি এখন একটু থামলেন।

“কি ফ্র্যাঙ্ক? বোনাপার্ট সম্বন্ধে তুমি কিছু জান?”

“অনেক কথা” সাগ্রহে ফ্র্যাঙ্ক বলে ওঠে। আমি তার লেকে গিয়েছিলাম। আমি আর বাবা গরমের সময় ক’টা গরুর বাচ্চা কিনতে ওখানে যাই। ওখানে একটা আস্ত কেল্লা ছিল। এখন সব ভেঙ্গে গিয়েছে। আর এই বোনি-পার্টের সেখানে কি একটা মস্ত বড় মজার নৌকো ছিল; সেই ওদেশ থেকে আনা। যে চাষা আমাদের কাছে সে গল্প করেছিল, সে নৌকাটার কি যেন একটা মজার নাম বললে। আর সে বোনি-পার্ট সেই জঙ্গলে একদল বকু নিয়ে শিকার করতে যেত—তারা সব ঘোড়ায় চড়ে যেত আর—”

“একটু দাঁড়াও ফ্র্যাঙ্ক” মিস এমা একটু হেসে তাকে বাধা দিলেন। বুঝেছি তুমি নেপোলিয়নের ভায়ের সম্বন্ধে অনেক অনেক কথা জান। কিন্তু ঝাঁর জন্তে যুদ্ধ বাধে ইনি সে লোক নন।

সে লোক নয়? ফ্র্যাঙ্ক চমকে ওঠে। “তার মানে আরো অনেক বোনি-পার্ট ছিল?”

“ঠিক তাই। নিউ ইয়র্ক স্টেটে শিকার করতে যাবার বাড়ী

তৈবী কবেন জোসেফ বোনাপার্ট। তিনি ছিলেন নেপোলিয়ানের ভাই। আব সেই নৌকোর নাম হল গণ্ডোলা। আমাব কাছে



একটা বই আছে সেটা আমেরিকায জোসেফের জীবন নিয়ে লেখা। যদি চাও ত নিতে পার। কিন্তু এখন আমাদের ১৮১২র যুদ্ধ নিয়ে কথা হচ্ছে। শোন সবাই, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট—”

ইস্কুল ছুটিব পব ক্র্যাঙ্ক বইটা চেয়ে নিয়ে গেল। গোটা বইটাই সে পড়ে ফেললে। বইটা নেপোলিয়নের জীবনী—আব তাঁর পারিবারিক খবরও কিছু তাতে ছিল। ভাইয়ের পতনের পব জোসেফের আমেরিকায আগমন আর তাঁর সম্বন্ধে আবো অনেক কথা পড়ে ক্র্যাঙ্কের খুব কৌতূহল হল। তবে নেপোলিয়নের জীবনী অনেক বেশী উত্তেজনাময়।

আলুব খেতে নিডনী দিতে দিতে কিশোর ক্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ



এসব কথা চিন্তা কবে। ছেলেটা ঠিক করলে সেও একদিন সন্ধ্যাট হবে, না হওয়া পর্যন্ত কোন বাধাই সে মানবে না। ফ্র্যাঙ্ক কিন্তু একটা কথা বুঝতে পাবল না, লোকে সন্ধ্যাট হতে চান কেন? খালি লড়াই কবা আব রাজ্যপুঙ্ক লোকের শত্রু হওয়া—আর সব শেষে জেলে যাওয়া। নাঃ ওসব তাব পোয়াবে না। কিন্তু একটা জিনিষ তাব মনে দাগ কেটে বসল। প্রাণপণে চেষ্টা করলে যা চাওয়া যায় ঠাই পাওয়া যায়। বডলোক হয়ে না জন্মালেও চলে। কাবো কোন সাহায্য না পেলোও চলে। কেবল মন স্থির করে লেগে থাকা দরকাব। তাব বদলে অন্য কিছু নিলে চলবে না। কি চাই তা ঠিক কবে নাও। আব সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চল।

আবাব বই খুলে সে জোসেফের কথা পড়তে থাকে। জোসেফ সেনাপতি হয়েছিল, আব স্পেনেব বাজাও হয়েছিল। কিন্তু সে তাব ভাই সাহায্য কবেছিল বলে। ভাইটি না থাকলে জোসেফের বরাতে তা আব হত না। ঠিক চালিব মত। চার্লিকে সব সময় সাহায্য কবতে হয়। কিন্তু নেপোলিয়নকে কেউ কোনদিন সাহায্য কবেনি। কি তাঁব চাই না তিনি জানতেন। আর তা আদায়ও কবেছিলেন একা একাই। এটা যে কবা সম্ভব সেটুকু বেশ বোঝা গেল। মন যদি স্থির থাকে আব যদি লেগে থাকতে পাবা যায়। কসিকার একটা নিঃসম্মল ছেলে তাই কবেছে। তাহলে নিউ ইয়র্কে আব একটা ছেলেই বা তা পাববে না কেন?

নিজেব চিন্তা নিজে কবাই সারা জীবন ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের অভ্যাস ছিল। নেপোলিয়নের কাহিনী সে বার বার পড়লে। অবশ্য তার মামাব ভাষায় “নেপোলিয়নের আদর্শ” সে নিজেকে গডতে চায়নি। সে ছিল শাস্ত, বন্ধুভাবাপন্ন ছেলে—যুদ্ধক্ষেত্রের গৌরব বা রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের দিকে তাব কোন আকাঙ্ক্ষা

ছিল না। কেবলমাত্র একটা দোকান করবার বসনা ছিল তার মনে। কিন্তু নেপোলিয়ন যেভাবে সম্রাট হতে চেয়েছিলেন, সেও ঠিক ততখানি আগ্রহের সঙ্গেই দোকান করতে চেয়েছিল। তার কমে সে কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে চায়নি। এর জন্মে সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে আর তা লাভ করবেই। কিছুতেই সে নিজেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেবে না। একদিন সে তার নিজের একটা দোকান করবেই।

## দোকানে কাজ পাওয়া ভারী শক্ত

ষোল বছর বয়স পর্যন্ত ফ্র্যাঙ্ক অনিষমিত ভাবে স্কুল করলে।  
এই ঘন ঘন অস্থিরতাটির দুটি কারণ ছিল। খামারের কাজ বাড়লে  
তার বাবা তাকে আটকে রাখতেন ; আব শরীর খারাপ হলে  
মাতা তাকে বেরোতে দিতেন না।

বড় ছেলেটির শরীরের অবস্থা নিয়ে মিসেস উলওয়ার্থ সর্বদাই  
চিন্তিত ছিলেন। ছেলেটা এগার বছর বাড়ছে বটে কিন্তু কিরকম বোকা।  
অল্পেই ওর সর্দি লাগে, তাব থেকে সবদাই জ্বর আব গলাব্যথা  
শুরু হয়। মাসের কাজে খাটুণী বেশী হলেই সন্ধ্যাবেলা তার  
আর ঝাওয়া দাওয়া কবাব মতও শক্তি থাকে না। মিসেস উলওয়ার্থ  
মনে মনে বলতেন “ফ্র্যাঙ্কটা বড় দুর্বল”। প্রায়ই তাঁর মনে হত  
ক্ষেত্রে খামারের খাটুনি সহ্য কববার মত শক্তি ওর আছে কি না।

তাঁই ফ্র্যাঙ্ক যখন তার আশা আকাঙ্ক্ষার কথা মাকে খুলে  
বললে তখন তিনি সহানুভূতির সঙ্গেই সেকথা শুনলেন। এ তার  
ষোল বছর পূর্ণ হবার ঠিক আগের কথা তখন তাব স্কুল ছাড়বার  
সময় হয়ে এসেছে। বাবা এবার তাকে পুৰোপুৰি ক্ষেতের কাজে

লাগাতে চাইবেন তাবছেন। তার থেকে অন্তরিকে যেতে চাইলে এই তার সময়।

মাকে সে গোঁঘাল ঘরে খুঁজে পেল। মাখন তোলাব যন্ত্র নিষে তখন তিনি কাজ করছেন। চার্লি বাবাব সঙ্গে মাঠে গিয়েছে। এই সে প্রথম ঘরে স্নেহে কথাটা পাড়বার সন্যোগ পেল।

আমতা আমতা করে ক্র্যাঙ্ক তার মনের কথাটা বলে ফেললে। চাষবাস কবাব ইচ্ছে তার নেই। কোনদিনই ছিল না। বাবাব সঙ্গে বাড়ীতে বসে সে কাজ করাব চাইতে মবে যাওয়াও ভাল। শহরের কোন দোকানে একটি চাকরী ছাড়া দুনিয়াব সে আর কিছু চায় না।

সান্ননবে মার মুখেব দিকে তাকিয়ে সে কথাটা শেষ কবল। তিনি চিন্তিত ভাবে ওব দিকে ফিরে চাইলেন। খুব অবাক হবার মতন কথা বটে, কিন্তু খুব অবাস্থিত কি? তাঁব ত সবদাই মনে হযেছে যে ছেলেটা তার বাপেব মত জীবন কাটানোর পক্ষে যথেষ্ট শক্ত সমর্থ নয। এখন ত দেখা যাচ্ছে ও সেভাবে থাকতেও চাষ না, তাহলে ওকে জোব কবে লাভ কি? যদি একটু অল্প পবিত্রমে ও নিজেব জীবিকা উপায় কবতে পাবে তাতে অপত্তি কিসের। দোকানদারী কিছু অসৎ কাজ নয। তবে ক্র্যাঙ্ক যদি তাই চাষ তাতে বাধাটা কিসের?

ক্র্যাঙ্ক তখন উদ্গ্রীব হযে তাঁর মুখেব দিকে তাকিয়ে। “বাধা অবশ্য এটা মোটেই পছন্দ করবেন না। কিন্তু ভুমি যদি আমার দলে থাক মা, তবে বলে কয়ে তাঁব মত কবতে পার। ভুমি যদি কেবল একদাবটি আমার হযে বল।”

তিনি একটু হাসলেন। ছেলেব পিঠ চাপড়ে বললেন, “আমি তোমার দিকেই ফ্রাঙ্কি। তা নিয়ে ভেবোনা। চাষবাস যখন ভাল

লাগছে না তখন অল্প ধবণেব কাজেব কথা ভেবে তো খুব ভালই কবেছ। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। অ্যালবন অবশি তা স্বীকার করে। কিন্তু বাবাব মত তোমাব মামাও ঠ এই কথাটা পছন্দ কববেন না।”

“এ বোধহয় তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউই পছন্দ করবে না।” বিম্বভাবে ফ্রাঙ্ক বলে উঠল। “কিন্তু আমি যে মা এই কাজই করতে চাই। এছাড়া আর কিছুই চাই না।”

“তা ত দেখেই পাচ্ছি। আমাব যতদূর সাধ্য আমি তা কবব। কিন্তু কেবল বাবাব মত পেনেই ত সব হবে না ফ্রাঙ্ক। দোকানে কাজ পাবে কি কবে? শহরের অনেক ছেলেই নিচ্চ সে কাজ খুঁজছে। তাবা গাঁয়েব একটা ছেলেকে নেবে কেন?”

“তাও আমি ভবে দেখেছি”, ও সাগ্রহে জবাব দিলে। “শহরেব ছেলেবা যেটা জানে না এমন কিছু একটা আমি শিখে নিতে চাই। যদি হিসেব লেখাব কাষদাটা শিখে নিতে পারি মা, তবে দোকানেব মালিক গোডাষ আমাকেই চাইবে।’

“কিন্তু খাতা লিখনে • তুমি জাননা।’ তিনি বলে গঠেন। “শিখে নিতে পারি মা। অঙ্কটাই আমার সবচাইতে ভাল আসে। মিস এমাকে জিগেস কবে দেখো। ও শিখতে বেশীদিন লাগবে না। ওষাটাবটাউনে একজন লোক হিসেব লেখা শেখায়। প্রাইভেটে। যেমন গান বাজনা শেখান হয় সেটেকম। যদি সেখানে কিছু দিন পড়ো পারি—।

“কিন্তু ফ্রাঙ্ক, সে যে অনেক টাকা লাগবে?’ আবাব এদিকে ক্ষেতের কাঁদেবও ক্ষতি হবে।

“বেশী দিন লাগবে না।’ ও বললে। “স্কুলের মত সময় লাগে না। সে হয়তো আমাকে বাতের খাওয়া দাওয়াব পরও

পড়াতে রাজী হতে পারে। তখন তো কাজকর্ম সারা হয়ে যাবে। সময়ের জন্তে ভাবছি না। কেবল টাকার জন্তেই আমার চিন্তা হচ্ছে।”

“কত পড়বে?”

“প্রতি দফায় পঞ্চাশ সেন্ট করে। চব্বিশ দফায় কোর্স শেষ। বারো ডলার পড়ছে।”

বারো ডলার। টাকাটা অনেকের কাছেই কিছু বেশী নয়। কিন্তু দরিদ্র উলওয়ার্থ পরিবারে টাকার অঙ্কটা ভয়ানক রকম বেশী।

ফ্যানী উলওয়ার্থ অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন। তারপর আন্তে আন্তে বললেন, “ঠিক ওই কটা টাকাই আমি জমিয়ে রেখেছি। ‘অসুখবিসুখ বা জরুরী কোন অবস্থার জন্তে। বাবা জানেও না। কিন্তু এখন সে কথা খুলে বলাই ভাল। বলব টাকাটা ভাল কাজেই লাগছে।”

মা’কে ও দুহাতে জড়িয়ে ধরে। আন্তে আন্তে তাঁব কালো চুলের ওপর হাত বোলাতে থাকে। এখানে ওখানে সবে দু’একটা শাদা চুল দেখা দিয়েছে।

“এজন্তে তোমায় কোনদিন দুঃখ করতে হবে না মা। খুশী হলে সে বলে ওঠে। “রোজগার করতে শুরু করলেই এটাকা তোমায় আমি ফেরৎ দেব। আর আমার নিজের দোকানটা হলে সবচেয়ে আগে তোমার পছন্দসই জিনিস তুমি বেছে নেবে।”

“নিজের দোকান হলে।” এবার তিনি হেসে ওঠেন। “বাগবে এরি মধ্যে এতদূর? এত তাড়াতাড়ি সব আভ্যন্তরীণ ভাবনায় মাথা খারাপ করে ফেলোনা ক্র্যাঙ্ক।”

“মাথায় আমার খালি একটা কথাই ঘুরছে মা।” গভীর স্বরে সে বলে ওঠে। “সত্যি বলছি সেটা পাগলামি নয়।”

মা তাঁর স্বামীটিকে সমস্ত খুলে বললেন। খীরভাবে বুঝিয়ে তাঁকে স্বমতে আনলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন তাঁর মত পাওয়া গেল, তাঁর মধ্যেই ক্র্যাঙ্ক ওয়াটার টাউনের অধ্যাপকটির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। সপ্তাহে চারদিন সন্ধ্যাবেলায় সে গাড়ীটা নিয়ে প্রকেসারের বাড়ী যায়। ছ সপ্তাহ বাদে তার নতুন সাটফিকিট হাতে নিয়ে সে প্রথম চাকরী খুঁজতে বেরোল।

কিন্তু চাকরী পক্ষে এমন দুঃসময় আর দেখা যায় নি। গৃহ যুদ্ধের পব দীর্ঘকাল পবে ব্যবসায়ে মন্দা চলছিল। জিনিষ পত্র উর্দ্ধূল্য, লোকের ঘবে টাকা নেই। দোকানদাররা নতুন লোক নেওয়ার বদলে পুরোনো লোক ছাটাই করতে আরম্ভ করেছে। যা কিছু চাকরী আছে তা লাড়াই ফেবত লোকদের জন্তেই বাধা। একটা গায়েব ছেলে, যার কোন অভিজ্ঞতাই নেই, তাকে কে কাজে নেবে।

ইন্সল ছাডবার পর চারটে বছর ক্র্যাঙ্কের খুব কষ্টে কাটল। এই রকম একটা অর্থহীন ব্যাপারে মার কষ্টের টাকাগুলো বাজে খরচ হওয়ায় বাবা প্রায়ই আফশোষ করতে থাকেন। এ্যালবন মামাও শোনাতে ছাড়েন না, এমনটা যে হবে তা তিনি আগেই বলেছিলেন। দুই গুরুজনই তাকে বলেন, বোকামি যা হয়ে গিয়ে তা হয়ে গিয়েছে, এখন চাষবাসেব কাজেই তার মন স্থর করে লেগে যাওয়া উচিত।

এই দুঃসময়ে ক্ষেত খামারের কাজ নিয়েই সে ব্যস্ত থাকত বাবার কাছ থেকে ছুটি পেনেই সে পাড়া প্রতিবেশীব জন্তে কাঠ কাটত বা আগাছা উপড়োত। প্রথম যে ডলারটি এইভাবে উপায় হল সেটি সে মার হাতে তুলে দিলে।

“আমার জন্তে যা তুমি খরচ করেছিলে তার দরুণ।” মাকে

সে বললে। “একটু সময় লাগবে, কিন্তু প্রতিটি পাঠি পরস। তোমায় আমি ফেরৎ দেব।”

মিসেস উলওর্থ রূপের ডলারটি আন্তে আবার ওর হাতেই ভাঁজে দিলেন। “তোমার কাছে কিছুই আমার পাওনা নেই ক্যাকি। টাকাটা তুমিই জমিয়ে রাখ। পরে কাজে লাগবে। হয়ত বা তোমার দোকানের জন্তেই লাগবে।”

হতাশভাবে ও হাসলে। দোকানের কথাটা তুমি বিশ্বাস করনা, না মা? কেউই তা বিশ্বাস করে না—এক আমি ছাড়া। আর আমিও মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়ি। তবে বেশীক্ষণ নয়। বোধ হয় নেপোলিয়নও কখনো কখনো হতাশ হতেন। কিন্তু তাতে ঋষ্মেন নি। যাক্গে, টাকাটা রাখবার জন্য একটা পুর্বোনা মোজা দেবে? এখন যা পাব তাই জমাতে শুরু কবব। কিন্তু যখনই তোমার দরকার হবে—”

“আমার দরকার হবেনা বাবা, কিন্তু তোমার লাগবে। নিজের রাস্তা নিজে দেখতে গেলে হাতে কিছু পরস। থাকা ভাল। তোমার দরকারেই ওটা খরচ কোরো।” সেলাইঘের চুপড়িটা তিনি হাতড়াতে থাকেন। “এই যে এক পাটি লাল মোজা রয়েছে। এতে হবে?”

“চমৎকার হবে। লাল রং আমার খুব ভাল লাগে, হয়ত এটাই আমার পরা রং।” টাকাটা ও মোজার শেষ পর্যন্ত চালিয়ে দিল। গভীর ভাবে বললে, “আমার দোকানের জন্তে। বেশী কিছু নয় কি বল? কিন্তু এই দিয়েই শুরু হোক। দেখে নিও মা দোকান আমার হবেই।”

কথাটা জোর দিয়ে বললেও আশা তার ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ওয়াটান্টাউন আর আশপাশের ছোট ছোট শহরে সর্বত্র সে



দোকানে একটা চাকরীর জন্তে চেষ্টা করেছে। একমাত্র গ্রেট বেণ্ডেব ছোট জেনাবেল স্টোবেব মালিক ড্যানিয়েল ম্যাকনীল এর কাছেই সে একটা কাজ পেয়েছিল। মিঃ ম্যাকনীল অবশ্য তাকে কোন মাইনে দেন নি। কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্তে তার হাতখালি থাকলে যে কোন সময়ে দোকানে বসতে দিবেছিলেন।

সব দোকানের মালিকই যখন অভিজ্ঞ লোক চায় ফ্র্যাঙ্ক মিঃ ম্যাকনীলের কাজই সানন্দে গ্রহণ করলে। দিনের বেলাটা ক্ষেত্রেব কাজে সে ব্যস্ত থাকত কিন্তু সাঁবাটা সন্ধ্যাই সে দোকানে কাটাত। বুড়ো দেখল ছলেটা মন দিয়ে কাজ কর্ম করে, খুব আগ্রহ আছে, আর চটপট শিখেও নিতে পারে। ম্যাকনীলের দোকানে তাব একটা পয়সাও বোজগাব হয় নি কিন্তু এই পরিচয়টা তার কাজে লেগেছিল।

১৮৭৩ অব মাচ মাসেব এক বৎস পড়া রাতে ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ বহা সময়ে দোকানে এল না। ন'টাব সময় দোকান বন্ধ হয়। মিঃ ম্যাকনীল দোকানে তালা লাগিয়ে, বরফের ঝড়ের মধ্যে বাড়ীর পথে বণা হলেন। বাড়ী ঢুকে সবে পোষাকটি ছেড়েছেন এমন সময়, দরজায় থাকা পডল।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ। বয়স এখন তার প্রায় একুশ। লম্বা রোগা চেহারা। নীল চোখে সর্বদা একটা উৎকর্ষাময় চাহনি। আজ রাতে তাকে উৎকর্ষাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। বৃদ্ধ তাকে নিয়ে গিয়ে জলন্ত কাঠেব স্টোভটার পাশে বসালেন। সহানুভূতির সঙ্গে চুপ কবে তিনি ফ্র্যাঙ্কেব সমস্ত কথা শুনলেন।

সন্ধ্যার সময় অ্যালবন মাক্সা উলওয়ার্থের বাড়ীতে আসেন। তিনি ফ্র্যাঙ্কে একটা পাকা চাকরী দিতে চান। তাঁব নিজের খামারে খাওয়া থাকা আঁব মাসে ১৮ ডলার মাইনেতে ভাগ্যকে

মযুক্ত কবতে চান। ক্র্যাক্সেব বাবার মতে কাজটা তার অবশ্য  
মওয়া উচিত। নিজেদেব ক্ষেত-খামারেব কাজেব সাহায্য করবার  
মতা চালির এখন হযেছে। ক্র্যাক্স এখন না থাকলেও চলবে।

বাড়ীতে এ নিষে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়। ক্র্যাক্স যখন  
আমতা আমতা কবে জানায যে এখনো সে দোকানে চাকরী  
ওয়ার ভরসা রাখে, তখন আলবন মামা ক্ষেপে যান। মামার  
জ নেওয়ার অর্থ চিবকালেব জন্তেই ক্ষেত-খামাবেব কাজে লেগে  
কা। কিন্তু তা ওর ইচ্ছে নয়।

বাবা ধমকালেন, আলবন মামা বাগারাগি কবলেন, ক্র্যাক্স  
চলু অটল হয়ে বইল। শেষকালে মা ব্যাপারটাব একবকম নিষ্পত্তি  
কলেন। অনেক বলে কষে তিনি আলবন মামাকে আরো  
হস্তার জন্তে কাজটা খালি রাখতে বাজী করান। দুইহস্তার  
মধ্যে কোন দোকানে চাকরী জোটাতে না পাবলে ক্র্যাক্সকে ম্যাক  
স্মারদের ওখানে যেতে হবে।

“অথচ চাব বছরের মধ্যে কোন চাকরী পেলাম না,” ব্যাকুল  
য়ে ক্র্যাক্স বলে উঠল। “দুই হস্তাব মধ্যে জোটায কি করে?  
গীষণ দুর্ভাবনায আছি মিঃ ম্যাকনীল। কি কবি বলুন ত?”

বৃদ্ধ মুখ থেকে পাইপটা নামালেন।

“কপাটা হচ্ছে ক্র্যাক্স এখন তাহলে কি করা যায। তোমার  
পামার প্রস্তাবটা ভালই। না নিলে বেশীভাগ লোকই তোমার  
খর্ব বলবে। না না আমাকে বলতে হবে না। ও কাজ আমিও  
নেতাম না। কেউ কেউ চায় বাসেব কাজ কবতে পাবে, কেউবা  
পারে না। যেমন তুমি পাব না। এখন একটু ভেবে দেখা  
করান। আচ্ছা তুমিত আগে কর্ণারস্টোবে চাকরীর চেষ্টা  
কবেছিলে না?”

“হ্যাঁ, কিন্তু সামনেব কেরাণীটাকে ছাড়িয়ে ভেতরে ঢুকতেই পারি নি,” জ্যাক বললে। “ভয়ানক নাক উঁচু ওরা। সে কথাও আমাকে শোনাতে ছাড়ে নি।”

“হঁ। ওদেব পাইকাবী বিভাগেব সঙ্গে আমার কিছু লেনদেন আছে। অগ্‌স্বাবীকে তোমার কথা বললে কিছু হবে কিনা বুঝতে পারছি না। তোমার সহজে ভাল করেই বলব। শীগগিরই ওষাটারটাউনে আমি কিছু মাল পত্র কিনতে যাব। দেখব একবার অগ্‌স্বাবীর সঙ্গে কথা বলে।

“আমাব মেসাদ কিন্তু মাত্র দু’হপ্তা,’ হ্যাঁ মনে কবিষে দিল।

“দু’হপ্তাব মধ্যেই হবে। যদিও ঠিক কবে না এখনি বলতে পারছি না। তোমাকে বলেছি বোধহয় আমার ভাগ্যে যতদিন এখানে রয়েছি ততদিন দোকানে তোমাব না এলেও চলবে। কিন্তু মাঝে মাঝে ভূমি এসে খবর নিয়ে যেও।’

প্রথম হপ্তাষ প্রতিবাত্রে জ্যাক এসে খবর নিসে গেল। কিন্তু মিঃ ম্যাকনীল তখনো ওষাটারটাউনে যান নি। কিন্তু সোমবার দিন সে সুখবর শুনলে। মিঃ ম্যাকনীল ওষাটার টাউনেগিয়ে ছিলেন এবং অগ্‌স্বাবী অ্যাণ্ড ম্‌ থেকে কিছু মালও খরিদ করেছেন। গ্রেট বেগুদ একটা চটপটে ভাল ছেলেকে নেবার জন্তে তিনি মিঃ অগ্‌স্বাবীকে বলেন। দোকানে কোন কাজ খালি নেই, কিন্তু মিঃ অগ্‌স্বাবী তাব সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়েছেন।

“এব সঙ্গে দেখা কবে কথাবাতা বলে দেখ,” মিঃ ম্যাকনীল বললেন। “যদি তোমাকে পছন্দ হয় ত তোমার একটা ব্যবস্থা ওরা করে দিতে পারে।”

“কালই আমি যাচ্ছি,” জ্যাক সানন্দে বলে ওঠে। বৃদ্ধেব হাতটা সে চেপে ধরলে। “মিঃ ম্যাকনীল, এ আমি কোন দিন ভুলব না।’

## সিঁড়ির প্রথম ধাপে

মিঃ ম্যাকনীলেব কাছ থেকে উচ্ছসিত এক প্রশংসা পত্র নিয়ে তরুণ উলওয়ার্থ ওয়াটারটাইনেব অগ্‌সবারী অ্যাণ্ড মূবের দোকানে উপস্থিত হল। একজন কেবাণী তাকে বললে, খুব সর্দি লাগায মিঃ অগ্‌সবারী বাডীতেই পড়ে আছেন। এক মিনিট ইতস্ততঃ কবে ক্র্যাক বাডীব ঠিকানা চাইল।

একটি ব্লি এসে তাকে বাস্তাঘবে নিয়ে গেল। তদ্রলোক সেখানে সর্বে গোলা গবম জলে পা ডুবিয়ে বসে আছেন। বাতের পোষাকের ওপর কঞ্চল জড়ানো অবস্থায় মিঃ অগ্‌সবারীকে তাঁর দোকানের কেবাণীটির মত ভয়ঙ্কর কিছু মনে হলো না। ক্র্যাক সাহস করে এগিষে গিষে মিঃ ম্যাকনীলেব চিঠিটি তাঁর সামনে ধরল।

রোগ আর তার চিকিৎসার একঘেষেমিতে মিঃ অগ্‌সবারী বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একজনকে পেয়ে খুসী হয়েই স্বাগত জানানলেন। চিঠিটি আত্মোপাস্ত পড়া হলে তিনি মুখ তুলে চাইলেন।

“মিঃ ম্যাকনীলেব মতে, তো তোমায না নিলে আমি সারা-

জীবনের মত একটা স্লোগান হারাব। হিসেব রাখতেও জান—তিনি লিখেছেন। তুমি কি ম্যাকনীলের হিসেব রাখতে?”

“না সার। হিসেব তিনি নিজেই রাখতেন। কিন্তু কি করে রাখতে হয় তা জানি। এই ওয়াটারটাউনেরই অধ্যাপকের কাছে পড়েছি।

“হুম্। তাতে আমাদের বিশেষ সুবিধে হবে না।” মিঃ অগ্‌স্‌বারী বললেন, “আমাদের একজন ভাল লোকই আছে। তোমা’র যদি নেওয়া হয় ত সাধারণ কেরানীর কাজের জন্তেই নেওয়া হবে।”

“বেশ সার”, ক্র্যাঙ্কের চোখমুখ উজ্জল হয়ে ওঠে।” যা বলবেন তাতেই আমি রাজী।”

“হুম্। তা ঠিক ত কিছু করতে পারছি না। তুমি লোক কিরকম হে? নেশা টেশা কর নাকি? সিগারেট খাও? কোন বদ অভ্যাস আছে?”

“মদ আমি খাইনে সার”, সলজ্জ ভাবে ক্র্যাঙ্ক জবাব দিলে। “সিগারেটও খাইনে। প্রতি রবিবার সবাই মিলে আমরা মেথডিস্ট গির্জায় যাই।”

“কিন্তু খারাপ কাজের মধ্যে কি কর?” তিনি ছাড়েন না।

“গ্রেট বেণ্ডে খারাপ কিছু করবার কোন স্লোগান নেই মিঃ অগ্‌স্‌বারী। থাকলেও আমাদের এত কাজ যে সেদিকে মন দেবার সময়ই নেই।” জবাবটা ঠিক হল কিনা সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হতে পারলে না, কিন্তু মনে হল মিঃ অগ্‌স্‌বারী যেন খুসী হয়েছেন।

“তোমাদের ওদিকে সবাই খুব ষাটতে পারে না? ভাল, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না—। তোমাকে বড্ড গাঁইয়া দেখাচ্ছে হে ছোকরা। আমাদের খরিন্দারের সঙ্গে তুমি খাপ খাবে কি না

তা ঠিক বুঝতে পারছি না। তবু ম্যাকনীলকে খুসী করবার চেষ্টা করব। তুমি এক কাজ কর। দোকানে গিয়ে আমার অংশীদারের সঙ্গে দেখা কর। তোমাকে যে নিতে বলেছি, এমন কথা আগে থেকে বলে বোস না যেন। শুধু বলবে যে তোমার সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানাতে। যদি বলেন তোমাঘ দ্বিয়ে চলবে না তবে ত চুকেই গেল। তবে যদি তোমাঘ একবার পরখ কবে দেখতে চান, তাহলে ভাল।”

বাড়ী থেকে বেরিয়ে ফ্র্যাঙ্ক সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটু হাসল। ব্যাপারটা তো মোটেই খারাপ হয়নি। মিঃ অগ্‌স্বারীর ব্যবহার ত খুব ভালই। নতুন করে সাইস সঞ্চয় করে সে দোকান গিয়ে মিঃ মূরের সঙ্গে দেখা করবে চাইলে।

এবারের সাক্ষাৎটি বেশ কষ্টদায়ক হল। দোকানের পেছন দিকে একটা উঁচু মাচার ওপর মিঃ মূরের অফিসে গিয়ে সে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে। বড় বড় জুল্‌ফি, ঘোড়ার নালের আকারের সোনার পিন দিয়ে আঁটা সাটনের নেকটাই লাগান, তাঁর চেহারা দেখলেই সম্বল হয়ে উঠতে হয়। মিঃ ম্যাকনীলের চিঠিটা ভুরু কুচকে দেখে নিয়ে তিনি ফ্র্যাঙ্কের ওপর প্রণবণ ছাড়তে শুরু করলেন।

একটির পর একটি প্রশ্ন আসতে থাকে। সেলস্‌ চেক কিভাবে তৈরী হয় ফ্র্যাঙ্ক কি তা জানে। মালের হিসেব কি করে রাখতে হয়। গজ মাপে কি করে। পুরোসিদ্ধ আর সিদ্ধ-সুতীর তফাৎ তার জানা আছে কি? ফ্র্যানেলোর সঙ্গে ফ্র্যানেলগেটের? কি? কাপড়ের দোকানের কেরানীদের অবশ্য জাতব্য এই সাধারণ জিনিষটুকুও সে জানে না?

“আমি খাতা লিখতে পারি,” হতাশভাবে ফ্র্যাঙ্ক জানায়।

“খাতালেপার লোক আমাদের আছে। কেরানীও আছে,

আমাদের প্রয়োজন মত। কাপড়ের ব্যবসায় গোড়ার কথাটাই যে জানে না সেবকম গেরো ছোকরাকে তবে নেব কেন?”

“আমি শিখে নিতে পারি।” ক্র্যাঙ্ক নাছোড়বান্দা। “বেশ তাড়াতাড়িই শিখতে পারি। মিঃ ম্যাকনীলও তাই বলেন। তাঁর কল মুদীখানা, তাই পোষাক খাসাক সম্বন্ধে আমি বেশ কিছু শিখতে পারিনি। কিন্তু কাজ আমি শিখে নিতে পারি মিঃ মূব। পাটতেও আমি কাতব নাই।”

ভদ্রলোক ছেলেটির একাগ্রতা লক্ষ্য করেন। “এক শহরে কিছুদিন থাকবাব ডাঙে নোমার ছুতো না সত্যি সত্যিই দোকানে কাজ চাও?”

“আমি এতরকম কাজ ছাড়া আব কিছু করতে চাই না মিঃ মূব” ক্র্যাঙ্ক একাগ্রভাবেই বলে ওঠে। ‘এই কাজই যেন আমি চিরকাল করতে পারি।’

তাব কর্তব্যবেব আন্তরিকতায় কোন খাদ ছিল না। মিঃ মূব ম্যাকনীলের চিঠিটার দিকে তাকিয়ে এক মিনিট ইতস্ততঃ করলেন। খামের ওপর লেখা ছিল, “একদম দাচা—কিন্তু উৎসাহ আছে। একবার পবখ কবে দেখা যেনে পাবে।” মিঃ অগ্‌সবার্বার হাতের লেখা। মিঃ অগ্‌সবার্বার হলেন সিনিয়র পার্টনার।

অবশেষে মিঃ মূব বললেন, “বেশ। তামায় একটা সুযোগ আমি দেব। কিন্তু একেবাবে হলো থেকে সুরু করতে হবে। সিঁড়ির একদম শেষ ধাপ থেকে। তোমায় প্যাকিং বাক্স খোলা, জানলা ধোয়া মোছা, কাঠচালা, ষ্টোভ জালিয়ে রাখা, ছাই ফেলা এই সব করতে হবে। আব কাঁটপাট ৩ দিনেই হবে। এই ধরণেব কাজ করতে রাজী আছ?”

“হ্যাঁ সাব, দোকানেব যে কোন কাজ করতে আমি রাজী”,

ক্র্যাঙ্ক সানন্দে জবাব দিল। “এ আমার মনের মতই হল। কখন কাজে লাগাব বলুন? আর মাইনেটা কত হবে?”

“মাইনে? তোমায় ব্যবসা শেখাবার জন্তে মাইনে দেব কি? তুমি ত আচ্ছা আহ্বান্যক হে? তোমারই উচিত আমাদের কিছু দেওয়া। হিসেব লেখা শেখার জন্তে তুমি পরস্যা দাওনি? তবে দোকান চালান শিখতেই বা পরস্যা দেবে না কেন? কিন্তু তা আমরা চাইছি না। তোমার কাছ থেকে একটি পরস্যাও নেওয়া হচ্ছে না। আর যদি দেখি তুমি কাজের লোক তবে ছ’মাস বাদে তোমায় মাইনে দেওয়া যাবে। কি বল? এই আমার কথা। এখন সুবিধে হয় ত দেখ।”

ক্র্যাঙ্ক কোন মতে তার হতাশা গোপন করে, ধীরে ধীরে বললে “একটু ভেবে দেখতে পারি সাব? বিকেলে আপনাকে পাকা কথা দেব।”

মিঃ মুর নিরাসক্ত ভাবে বললেন, “বেশ” তাবপব ডেকের দিকে মুখ ফেরালেন।

ক্র্যাঙ্ক তখন চোখে আর কিছু দেখতে পারছে না। টলতে টলতে দোকান থেকে সে বেরিয়ে আসে। আদালতের সিঁড়ির ওপর জমাট বরফের খানিকটা পরিষ্কার করে সেখানটায় সে বসে পড়ে। তারপর পকেট থেকে একটু কাগজ আর একটুকরো পেন্সিল বার করে, হিসেব কষে।

তার “ব্যাল্কে” ঠিক ৫০ ডলার জমা হয়েছে—সেই পুরোন লাল মোজাটায়। জমা টাকাটা যতদিন আছে ততদিন সে বিনা মাইনের কাজ কবতে পাবে। কিন্তু ৫০ ডলারে কি ছ’মাস শহরে থাকার খরচ চালান তার পক্ষে সম্ভব? পঞ্চাশকে চব্বিশ সপ্তাহ দিয়ে ভাগ করলে, তারপর ঘাড় নাড়লে। শহরে থাকার খরচ



সম্মুখে তাঁর কোন ধারণা ছিল না, কিন্তু এর চাইতে বেশী নিশ্চয়ই।  
না কি এই রকমই হবে? হতেও পারে। তবে খোঁজ করে  
জেনে নেওয়াই ভাল।

দু ঘণ্টা ধবে ফ্র্যাঙ্ক ওয়াটাটাইনেব অলিগলি সব চেষ্টা ফেললে—  
কোথায় ঘরভাড়া। আব খাওয়াব সাইনবোর্ড ঝুলছে দেখবার জন্তে।  
অনেকগুলোই দেখা গেল। গৃহযুদ্ধের ফলে অনেক বাড়ীর কর্তাই  
মাঝে গিয়েছে। নিজেদের বাড়ী আছে এমন অনেক বিধবাই কিছু  
আসেব জন্তে ভাড়াটে নিচ্ছে। ঘণ্টা নেড়ে নেড়ে ফ্র্যাঙ্ক অনেক  
বাড়ীওয়ালীর সঙ্গেই কথা বলে দেখল। ফল প্রতিবাবেই আরো  
হতাশজনক। খাওয়া দাওয়া শুদ্ধ একখানা শোবাব ঘরের সবচেয়ে  
কম ভাড়া হল সপ্তাহে ৩৫০ ডলার।

শেষ বাড়ীটা থেকে ঘুরে সে দোকানের দিকে চলল। দুক  
দুক বঙ্গে মিঃ মূবেব অফিসে উঠল। এবারে যদি বিকল হয় ত  
অ্যালবন মামাব খামাববাড়ী ছাড়া তাব ভাগ্যে আব কিছুই জুটেবে  
না। বিফল হলে চলবে না।

“কি হল?” ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন।

ফ্র্যাঙ্ক গলাটা পবিস্তার কবে নিলে। কপে না যায়।

“মিঃ মূর। আমাব মাত্র পঞ্চাশ ডলার জমান আছে। এতে  
আমাব তিন মাসেব মত শহরে থাকাব খরচ চলবে। তিন মাস আষি  
বিনা মাইনেতে কাজ কবতে পারাব। অবন্ত আমাব কাজ ভাল না  
হলে এব মধ্যে যে কোন দিনই আপনি ছাডিষে দিতে পারেন।”

“সে কথা না বললেও চলে,” মিঃ মূব বাধা দিলেন। “যদি  
একবাবও দেখা যায় যে তোমাব কাজ ঠিক হচ্ছে না তাকলেই  
ছাডিষে দেওয়া হবে।”

“আজ্ঞে ই্যা, সে ত বটেই। কিন্তু,” অনেক চেষ্টা করে সে

জোর করে বলে ফেললে—“যদি আমার রাখা হয়, তবে তিন মাস বাদে আমার ঘেন সপ্তাহে ৩৫০ ডলার করে দেওয়া হয়। এটা আমার ওয়াটারটাউনে থাকার খরচ মাত্র। আর পরে যদি আমার কাজ দেখে খুশী হন ত আমি আরো কিছু বেশী পাবার আশা করি।”

“ও, আশা কর, বটে।” মিঃ মুর গজ গজ করে উঠলেন। কিন্তু তাঁর তীব্র দৃষ্টি নরম হয়ে এলো। “চাকরীটা দেখছি তুমি সত্যিই চাও। অনেক শহরে ছেলেদের চেয়ে বেশী করেই চাও মনে হচ্ছে। ওবা খুশী মত আসে খুশী মত ছেড়ে দেয়। আর পরসী জমানর অভ্যাসও গোমার আছে দেখছি। সেটা ভালই। বেশ যা চাও তাই হবে। তিন মাস অমনি কাজ করবে, যদি না তার আগেই তোমাঘ ছড়ান হয়। তারপর সপ্তাহে ৩৫০ ডলার।”

“আর তার পরে আমাব কাজ ভাল হলে আরো কিছু”, ক্র্যাঙ্ক আর একবার তাঁকে মনে করিয়ে দিল। “দত্তবাদ মিঃ মুর, আমার যথাসাধ্য আমি করব।”

পরের সোমবার সকালে ক্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ খামার থেকে বিদায় নিলে। ওর বাবা এক গাড়ী আনু নিয়ে ওকে ওয়াটারটাউনে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। ছেলেটি তার সামান্য জামাকাপড়ের পুঁটলিটি, যে বাড়ী ভাড়া নিষেছিল, সেখানে ফেলেই কর্ণার স্টোরে ছুটল।

ওখন বেলা একটু বেড়েছে। বিক্রিপত্র বেলা। মিঃ অগ্‌স্‌বারী এক মহিলা খরিদারকে গাড়ীতে তুলে দিচ্ছেন ওখন ক্র্যাঙ্ক এসে দরজার গোড়ায় পৌঁছল। গাড়ী ছেড়ে নিলে বৃদ্ধ ভদ্রলোক নতুন কেরাণীটির দিকে ফিরলেন।

“আরে, সেই গঁেবো ছোকরা না? কাজ শুরু করছ আ? ”

“হ্যাঁ, মি: অগ্‌স্বারী, আপনার সর্দি সেয়ে গিয়েছে বোধ হয়।”

“হ্যাঁ ভাল আছি। আচ্ছা হে, তোমাদের ওদিকে কেউ কলার পরে না বুঝি?”

ক্র্যাঙ্কের মুখ চোপ লাল হয়ে উঠল। তার গাঁয়ের পোষাক পরেই সে ছিল, কারণ অল্প কোন পোষাক তার ছিল না।

“না সারি” কাঁচুমাচু হয়ে সে জবাব দিলে।

“নেকটাইও পরে না? কিন্তু টাই, কলার না বেঁধে শুধু মাত্র ফ্রান্সের সাট পরে বরিন্দার দেখাশোনা করা চলে না। আহা অত দমে যেও না। পুরুষদের পোষাক যেখানে বিক্রী হয় সেদিকে যাও। গিয়ে বল একটা সাদা সাট আর নেকটাই পরিয়ে তোমাকে একটু ফিটকাট করে দিতে। মাইনে পেলে তখন তার থেকে নাহয় কেটে নেব। দৌড়ে যাও, আর আমার পাটনার কে দেখে ঘাবড়ে যেও না। যত ঘেউ ঘেউ করে, তত কামড়ায় না।”

সেই নিদারুণ প্রথম দিনটাতে একমাত্র মি: অগ্‌স্বারির কাছেই ফ্র্যাঙ্ক যা দুটো মিস্তি কথা শুনতে পেয়েছিল। তখন শহরে “ফ্লু”র এপিডেমিক চলছে। তার ফলে বেশীর ভাগ লোকই দোকানে আসতে পারেনি। সুতরাং প্রথম থেকেই ফ্র্যাঙ্কে বিক্রির কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল। যে লোকটা তাকে সাট আর টাই বার করে দিলে, সে তার তাচ্ছিল্য গোপনের কোন চেষ্টাই করে নি। ফ্র্যাঙ্ক ঠিক বুঝতে পারলনা যে দশ বছর আগে সে আর চার্লি বার পাল্লায় পড়েছিল, এ সেই লোক কিনা। তবে এর স্বভাবে ঠিক যেন তারই মত নাক সিঁটকোন ভাব আর বকুনের অভাব।

সারাটা দিন ক্রাস্ক খালি হৌচটই খেলে। স্কুতে সকলেই যা যা ভুল করে থাকে তার কোনটাই সে আর বাকী রাখলে না। জিনিষপত্র কোথাও রাখা হয় সে সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই ছিল না। দামের টিকিট কি কবে দেখতে হয় বা বিক্রির স্লিপ তৈরী করতে হয় কিভাবে তা সে কিছুই জানত না। পোষাকেব কাপড়ের বোল খুলে মাপতে গিবে—দেখতে যেটা অতি সহজ মনে হয়—সে এমন কবে সব জড়িয়ে ফেললে যে মি. মূবকে এসে তাকে উদ্ধাব করতে হল।

দামের টিকিট নিষেই তাব সবচেয়ে বিপদ হল। মালেক ওপব সোজা সংখ্যায় কোন দাম লেখা থাকত না। খ,৫৩ কেবল দোকানের একটা গোপন সান্বেতিক সংখ্যা। সেটি মনে রাখতে হত। কখনকাব দিনে এটাই ছিল নিষম। খবিদ্যান



জিনিষের সঙ্গে আটা টিকিট দেখ তার দাম আন্দাজ করতে পারত না। কেরাগীকে জিজ্ঞাসা করে সেটি জেনে নিতে হত।

দাম খুব বেগী মনে হলে, কেবাগীৰ কাজ ছিল তাকে বুঝিয়ে  
তুঝিয়ে জিনিষটি বিক্রি করা। কখনো কখনো খরিদদার জেদ  
খরলে জিনিষের দাম কমাতে হত।

প্ৰথম দিন কাউন্টাৰে ফ্ৰ্যাঙ্কের অবস্থা খুবই খাবাপ হল।  
দ্বিতীয় দিন অধিকাংশ কর্মচারী এসে পড়ায় বিক্রিৰ কাজ থেকে  
তাকে বেহাই দেওয়া হল। দ্বিতীয় দিন তাৰ খুশী হওয়ার আশ  
একটি কাবণ ঘটল। মেয়েদেব আগুৱণ্ডাৰেৰ বিভাগেৰ কত্ৰী  
মিসেস অ্যাডেলিয়া কন্সএর সঙ্গে দেখা হল। তাৰ সঙ্গে তাৰ  
ওঁটেবেণ্ডেই আলাপ ছিল। ফ্ৰ্যাঙ্কেৰ মনে পডল, সে ছিল সাঙে  
পুলেৰ বয়স্কা ছাত্ৰীদেৱ একজন। এক মেথডিষ্ট পাদ্ৰীকে বিয়ে  
কৰে সে গ্ৰাম ছেড়ে যায়। এখন স্বামী মাৰা যাওয়ার সে  
অগস্বাবীৰ দোকানে কাজ নিয়েছে। মিসেস্ কন্স্ ফ্ৰ্যাঙ্কেৰ  
চেয়ে মাত্ৰ পাঁচ বছৰেৰ বড়। কিন্তু তাৰ কাজ থেকে যে মায়েৰ  
এত স্নেহ সে পেয়েছিল, তা ফ্ৰ্যাঙ্ক কোন দিন ভোলেনি।

স্নেহেৰ তপন তাৰ মন প্ৰযোজন ছিল। প্ৰথম দিকৈৰ দিনগুলি  
ছিল বড় কষ্টেৰ। দোকানেৰ কাজ ছিল সকাল সাতটা থেকে  
বাত্ৰ নটা অবধি—সপ্তাহে ছ দিন উলওষাৰ্থকে দোকান খোলাৰ  
এক ঘণ্টা আগে হাজিৰ হওঁ হত। বাঁটপাট আন ঝাড় পৌছেৰ  
কাজ কবতে হত। চুপীৰ ছাই ফলে আগুন ধৰিয়ে, বাতিটাতি  
পৰিষ্কাৰ কৰে নেল ভবে বাথতে হত। প্যাকিং বাস্ক টেনে টেনে  
মাল গুদামে নিষে গিষে সে সব খুলে মালপত্ৰৰ সাজিষে ঠিকমত  
বাথতে হত।

কোন কাজে তাৰ আপত্তি ছিল না। সব সে ধৈৰ্য্য ধৰে  
সুন্দৰভাবে কবত। হেড ক্লার্কটি প্ৰথমে বিকক ভাবাপন্ন ছিল,  
কিন্তু শেষে তাকেও স্বপক্ষে আসতে হল। সে মিঃ মুরকে বললে

যে নতুন ছেলেটা বিক্রির কাজ ভাল করতে পারে না, কিন্তু স্বরদোর পরিষ্কার রাখতে আর মালপত্রের সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে তার জুড়ি মেলা ভার। দোকানে এত পরিশ্রমী লোকও আর নেই।

তিন মাস পরে ফ্র্যাঙ্ক ৩'৫০ ডলার ভর্তি প্রথম মাইনের খাম পেল। এক বছরের মধ্যে মাইনে বেড়ে ৪'৫০ ডলার হল শেষে ডলার অবধি উঠল।

তার বিক্রি করবার ক্ষমতার জন্তে এই মাইনে বাড়েনি। ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ জীবনে কখনো ভাল সেল্‌সম্যান হতে পারেনি। কোন খরিদারকে কখনো সে কোন জিনিস জোর করে গছাতে পারেনি। তার ব্যবহার ছিল ভদ্র; খরিদারের দিকে মনোযোগ ছিল আর জিনিস দেখাতে সে কখনো আপত্তি করত না। কিন্তু তার ধারণা, কি কেনা উচিত তা খরিদার নিজেই স্থির করুক। কত পরামর্শ খরচ করবে তা খরিদারই চিন্তা করুক। বেশী-দামের কোন জিনিস তাকে গছানো তার অগ্রায় বলে মনে হত।

সে যুগের ব্যবসাদার মহলে এমন কথা কেউ কোনকালে শোনেনি। আর পাঁচজন ব্যবসাদারের মত কত মিঃ মুরও ভাবতেন যদি কেউ কিছু না কিনে চলে যায় ত কেরাণীরই দোষ। মাল বিক্রি করার জন্তেই তাদের রাখা হয়েছে। সুতরাং তিনি আশা করতেন তারা প্রতিবারই কিছুনা কিছু বিক্রি করবে। খরিদারের নিজের হিসেবের চাইতে বেশী টাকার আর বেশী জিনিস যদি তাকে বিক্রি করা যায় ত কেরাণীটি ভাল সেল্‌সম্যান। আর দোকানেও ঠিক তেমনি লোকই দরকার।

একাজে ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের কোন উন্নতি হবার কথা নয়। কিন্তু তার অন্ত এমন কয়েকটি গুণ ছিল যার জন্তে বাহু বুদ্ধিওয়ালা মিঃ মুর তাকে প্রয়োজনীয় মনে করতেন। তার একটি হল

দোকানৈব জানালায় সুন্দরভাবে মালগুলি সাজান। চাকবীর প্রথম বছরের শেষ দিকে আশ্চর্যজনকভাবে এই ক্ষমতাটি তার জানা গেল।

একদিন বাত্রে দোকান বন্ধ হবার পূর্বে ক্রয়াক্ষকে দক্ষিণে জানালায় সাজান জিনিষগুলি সবিয়ে কাচটা ধুয়ে মুছে রাখতে বলা হল। “ওব পব” মিঃ মূব অন্তমনস্ক ভাবে বললেন “তুমি ওগুলো আবার সাজিয়েও রাখতে পাব।” আর কিছু না বলেই তিনি চলে যান। ক্রয়াক্ষও কাজে লেগে যায়।

সমস্ত মাল-পত্র নিয়ে সে তখন দোকানে একা। জানালায় পবিষার করে সে নানাভাবে সেগুলোকে সাজাতে লেগে গেল। পোষাকের কাপড়গুলো একটার ওপর একটা থাক নিয়ে রাখার বদলে ও ককগুলো কাপড়ের পাট দুই ফলে সেগুলো সুন্দর ভাবে ভাজ করে ঝুলিয়ে দিল।

শাল বং শাব সবচেয়ে পছন্দ। তাই টকটকে লাল থেকে নিকে গোলাপ বংএব নানান নকশা শিল্প ও বেছে নিল। এগুলোর সামনে সে মেঘেদেব কালো কিড ও বাজ থেকে খুলে সাজিয়ে দিলে, আর লালকাপড়ের গাজে কিছু সাদা লেন্সের পাড দেওয়া কলার পিন নিয়ে এতে দিল।

কাল করে দেখাবার জন্য একবার ও বাজার গিয়ে দাঁড়াল। জুতো বড় বেশী হবে গিঁথেছে, আর কোন সোজা সার সার বসানো হয়েছে। দু জোড়া ছাড়া আর সব জুতো সে সরিয়ে ফেলল ওব বদলে কিছু লম্বা সাদা চামড়ার দস্তানা বসিয়ে দিলে। এবার একটু ঝকঝকে দেখাবার জন্য কিছু লেন্সের গলাবন্ধ, বড় এক বোতল এসেন্স, কয়েকটা ক্রচ আর সোঁতীন চিকনী—।

তখনই হয়ে ও সাজাতে লেগে যায়। কাজ করতে করতে মনও তার ক্রমে খুসাতে ভাবে উঠতে থাকে। এই কাজ করতেই

গর ভাল লাগে। এদিকে আশুগটা গেছে নিবে। সর্গশরীর  
তে জমে আসে। কাউন্টার থেকে মালগুলো আনতে আর  
বসতে পিঠে ব্যথা ধরে যায়। কিন্তু ঠাণ্ডা বা বেদনা কোনটাই  
সু টের পায় না।

শেষে সে দোকানে তাল দিবে বাড়ী ফেরে। শহরের বড়  
জিটার দুটো বাজল। কিন্তু শেষবার দেখবার জন্তে একবার ও  
করে দাঁড়াল। কেবলমাত্র রাস্তার মূহ আলোতেও জানলাটা তার  
গাছে নিখুঁতভাবে সাজান বলে মনে হল। কোন শিল্পীও তার  
জ্ঞ অঙ্কিত ছবিটি দেখে তার চেয়ে বেশী তৃপ্তি পেয়েছে কিনা  
সন্দেহ।

পরদিন সকালে মিঃ মূরের পৌছতে একটু বেলা হয়। তিনি  
কখনো একদল মেয়ে দক্ষিণের জানলায় ভীড় করে রয়েছে।  
যাদের উচ্ছ্বসিত কথাবার্তা কাণে আসায় চলার গতি তাঁর মন্থর  
রে এলো। উত্তরের জানলায় এক গাদা কদল আর টেবল ক্রথ  
জান। সেখানে কোন ভীড় জমেনি। মোড়ের দিকের দুটো  
জানলাতেও নয়। সেখানে পুরুষদের পোষাক সাজান।

কর্তা আফিসে গিয়ে উলওয়ার্থকে ডেকে পাঠালেন। কাউকে  
হুবা দেওয়া মিঃ মূরের স্বভাব বিরুদ্ধ। কোন কিছু না বলেই  
তিনি ওকে দোকান বন্ধ হবার পর অল্প জানালাগুলোও ধুয়ে  
ছে সাজাতে বললেন। গম্ভীরভাবে বললেন “এখন থেকে এগুলোও  
আমার কাজ হল।”



## জেনী তাকে বোঝে

মিসেস্ কুন্সের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে উলওয়ার্থ দোকানের ভেতরটাও সাজাবার ভাব পেলে। শো-কেস আর কাউন্টারগুলোর চেহারা যে আরো ভাল হয়েছে তা যদি মিঃ গুবের নজরে এসেও থাকে, তা নিয়ে তিনি কিছুই বলেননি। ভদ্রলোক একটু সেকলে স্বর্ণের ব্যবসাদার। তাঁর ধারণা বেশী মাল বিক্রি করতে পারলেই ভাল দোকান কর্মচারী হওয়া যায়।

কাজেই মালিকের মতে ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ সেরকম কিছু কাজের লোক নয়। তবে ঘরদোর সাজানর ব্যাপারে বেশ কাজের। সেই ক্ষেত্রে মিঃ মুর তিন বছর পরে তার মাইনে ৬ ডলার কবে দিয়ে ফ্র্যাঙ্ক হলেন।

ফ্র্যাঙ্কের চাকরীর তৃতীয় বছরে মিঃ অগ্‌স্‌বারি তাঁর অংশ প্রেরী আর, স্থিথকে বেচে দিয়ে অবসর গ্রহণ করলেন। দোকানের নাম পাণ্টে হল মুর অ্যাণ্ড স্থিথ। মিঃ স্থিথ ব্যবসায় কিছু টাকাও জাললেন। কেরাণীদের মাইনে বাড়বে বলে একটা গুজব উঠল। কয়েক সপ্তাহের উৎকর্ষার পর এটা মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। এই

টাকার দোকানের পাইকারী বিভাগটি বাডান হল। মাইনে সকলের আগের মতই বইল।

এই সময় হেড ক্লাকটি মিশিগানে এক চাকরি নিয়ে চলে যায়। আর একজন কেবলীকে তার জায়গায় বসান হল। ক্র্যাফ্ট উলওয়ার্থ অবশ্য হেড ব্রাঞ্চ হবার আশা রাখেনি; কিন্তু তার মনে হল যে তারও কিছু পদোন্নতি হওয়া উচিত।

তখনো সে ঘবকাঁটা দেওয়ার কাজই করছে। তাছাড়া গুদাম ঘরের কাজও তাকে করতে হত। নতুন মাল প্যাকেট খুলে টিকিট লাগিয়ে গুছিয়ে রাখতে হত যতক্ষণ না সেগুলো দরকার হয়। জানলাগুলো ফিটসাইট রাখা আর দোকানের ভেতরটাও সাজাতে হত। এছাড়া অন্য কাজ না থাকলে খদ্দের দেখতে কাজ ত ছিলই।

কাঁটা দেওয়া আর স্টোভ জ্বালানব জন্তে একটা লোক যদি রাখা হয় ত জানালা শো-কসগুলো ক্র্যাফ্ট আরো ভালভাবে দেখতে পাবে। এত বড় দোকানে এত সারাদিনের কাজ শুধু যদি একবার এসব কাজের জন্য তাকে পুরোপুরিভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় ও দোকানের যে যথেষ্ট উপকার হবেই এ বিষয়ে তার সন্দেহ নেই।

কথাটা মিঃ মুরের কাছে পাড়তেই তিনি অস্বাভাবিকভাবে সেটা নাকচ করে দিলেন। জিনিষটা বিক্রি করাটা হচ্ছে সমস্যা দরকারী কাজ—আসল কাজ। আর সে কাজে ক্র্যাফ্টের ক্ষমতা, কিছু বাহাদুরী নেবার মত নয়। জানলায় মালপত্র রাখা করে সাজাতে পান্টলেই যদি তার মাথা ঘুরে গিয়ে থাকে ও মিঃ মুরের সবকম লোকেব দরকার নেই। দোকানের উন্নতি জন্তে এন্ট যদি তার দৃষ্টিস্থ, তাহলে বরং কাউন্টারে পিছনে দাঁড়িয়ে

মালপত্রের তাকগুলো খালি করতে আরো বেশী চেষ্টা করলে পারে।

ফ্র্যাঙ্কের গর্বে আঘাত লাগল। তার সাজাবার ক্ষমতাটা তার কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয় ছিল। মিঃ মূব কাজের গুরুত্বটা বুঝতে পারেন না কেন। বুঝতে পাবে এমন যে আর একটি মাত্র মানুষ আছে, তার কাছে সে তাব চুখের কথাটা খুলে বললে।

ক্যানাডিয়ান মেয়ে জেনী ক্রাইটন ওয়াটাটাউনে তার আত্মীয়ের কাছে থাকত। সে পোসাক তৈরী করত। দোকানে জিনিষপত্র কিনতে আসার সময় ফ্র্যাঙ্কেব সঙ্গে তার আলাপ হয়। তারও নানাবকম কাপড় আর বৎ নিষে নাড়াচাড়া করার সখ ছিল। মিঃ মূব না বুঝতে পারলেও সে ঠিকই বুঝত যে শিল্পীর চোখ না থাকলে ফ্র্যাঙ্কেব মত সাজাতে কেউ পারে না। ‘জেনীব ব’ আর নজ্জার চোখ ছিল চমৎকার। সেলাইয়ের কাজও ছিল তাব ভারী সুন্দর। আন এক শিল্পীকে দেখে সে এক নজরেই চিনতে পাবলে।

ফ্র্যাঙ্কেব শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান সামান্যই ছিল কিন্তু সুন্দর জিনিষ সে চিনত আর তাকে সম্মান করত। সৌন্দর্য্য রয়েছে—বলিষ্ট, চেউ খেলানো রেখায় ভাজ করা লাল সিল্ক, আর সুন্দরের জীবন্ত উদাহরণ জেনীর শাস্ত্র মূর্থে, তা’ কোমল নীল চোখে আর নরম মাথাব চুলে।

সে বোঝে আব কারো কাছে যা বলা যায় না, একে সেকথা বলা যায়। এমন কি তার স্নেহমयी বুদ্ধিমতী মাকেও না। “যদি কোন দিন আমার নিজের একটা দোকান হয়” সে তাব সেই পুরনো স্বপ্নের কথা শুকে বলে। সকলেই সে কথা শুনে হেসেছে। বিদ্বেষের বা করুণার, যে রকমই হোক, হেসেছে ঠিকই। জেনী ক্রাইটন কিন্তু হাসেনি। “তোমার যখন নিজের দোকান হবে” বলে

গম্ভীর ভাবে সে তাকে শুধবে দিবেছে। ওকে বুঝতে পাবে 'আব ওর স্বপ্নে বিশ্বাস করে, অবশেষে এমন একজনকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হবে পড়ে ফ্র্যাঙ্ক।

মিঃ মুরের বিজ্ঞপাত্মক কথাগুলো ও বললে। জেনী সব সহানুভূতির সঙ্গে শুনল।

“তোমার আব এখানে থাকা উচিত নষ।” উত্তেজিতভাবে ও বলে উঠল। “ও যদি তোমার কদব না বোঝে ত অন্য কেউ নিশ্চয় বুঝবে। তুমি ওয়া কোন যাযগায ষ্টো কবছ না কেন ফ্র্যাঙ্ক?”

“তাই ভাবছি। বুশনেলের দোকানে একটা কাজ খালি আছে। ভাবছি ওখানেই একবার চু মেবে দখব।”

“বুশনেল? ওঃ ফ্র্যাঙ্ক ও একটা দিকট দোকান। সমস্ত মালপত্রব ওখানে এক সঙ্গে জড়ো কবে বেখে দেষ। দবকাবের সময় কোনটাই খুঁজে পাওয়া যাব না। কোন দিন আমি ওব দবজা মাডাই না। আব জানলাগুলো একেবারে যা তা হয়ে থাকে। কোন দিন ধোয়াও হব না। ধুলো ভবা আজো বাজে জিনিষে সব ভর্ত্তি—ওঃ হো।” ও হেসে উঠল, “বুঝতে পেবেছি। সেই জন্তেই তুমি বুশনেলে ঢোকবার চেষ্টা কবছ, না? এইনকম অগোছাল বলেই?”

“মনের কথাটা ঠিক ধরে ফেলেছ” ও বলে। “তুমি ছাড়া আব কেউই ধরতে পাবত না। বুশনেলের জিষপত্রবগুলো দেখালে আমাদের হাত স্কড স্কড কবতে থাকে। জানলাটা যদি হাতে পাই। আচ্ছা ওখানে কাজেব চেষ্টা কব কি খুব বোকামি হবে?”

“আমার ত মনে হব খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে। মূবের দোকানে যতদূর হওয়া সম্ভব ততদূর হযেছে। আব দেখ ফ্র্যাঙ্ক

এখানে কিন্তু লজ্জা কোনো না। যা তুমি পাও তার চেয়ে তোমার দাম অনেক বেশী। গোড়ায় বেশী মাইনে চেয়ো।”

ওর ভরসায় উৎসাহিত হয়ে ক্র্যাঙ্ক মিঃ বুশ্‌নেলের সঙ্গে দেখা করলে। বুক ঠুকে সপ্তাহে ১০ ডলার চেয়ে বসল। বুড়ো যখন “বেশ তাই হবে। মাসের পয়সা থেকে কাজ শুরু কর” বললে তখন তার নিজের কানকেই বিশ্বাস হলো না।

অনেক আশা নিয়ে নতুন চাকরীতে ঢোকা হল বটে কিন্তু শেষে এটি অতি তিক্ত হতাশায় পরিণত হল। মিঃ বুশ্‌নেলের স্বভাব তিক্ত আর সন্দেহ বাতিগ্রস্ত। সকলকেই চোর মনে করেন। টাকা রাখার দেরাজটার ওপর নজর অতি তীক্ষ্ণ আর হরদম কর্মচারীদের সাবধান করে দেন যে দোকান থেকে নিজের ব্যবহারের জন্ত একটি পিনও কেউ নিতে পাবে না। তাঁর সবচেয়ে ভয় হল, যদি দোকান ভেঙ্গে চুরি হয়। গুদাম ঘরের ছোকরা হ্যারি মুডিকে সে ঘরেই ঘুমতে হয়। ক্র্যাঙ্কের জন্তে সেখানে আর একটা চোঁকির ব্যবস্থা হল। তাদের একটা মরচে ধরা পিস্তল দিয়ে বলা হল রাত্রে যে কোন লোককে ঢুকতে দেখলেই যেন গুলি চালান হয়।

তার দোকান সাজানর প্রস্তাব এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া হল। উল্লেখ্যার্থকে খালি মাল বিক্রি, স্টোভ আর বাতির তদারক আর চোর এলে পাহারা দিতে হবে। আর কিছু করতে হবে না। আর যদি ব্যবসাসংক্রান্ত বিষয়ে তার পরামর্শের দরকার হয় ত মিঃ বুশ্‌নেল তখন তা চেয়ে নেবেন।

“তোমায় গেঁথেছে,” হ্যারি মুডি ক্র্যাঙ্ককে সোজাসুজি বললে। “সপ্তাহে দশ ডলারের লোভ দেখিয়েছে শুধু মূরের ওখান থেকে ভাঙিয়ে আনার জন্তে। ওর ধারণা ওদের খন্দের কিছু তুমি ভাঙিয়ে আনতে পারবে। তবে পার আর নাই পার শীগগিরই দেখো ও

তোমার মাইনে কাটতে শুরু করবে। শেষে দেখবে মূরের ওখান থেকেও কম মাইনে হয়ে গিয়েছে। দেখে নিও, এবার যে কোন দিনই কমান শুরু হয়ে যাবে।”

তা ঘটল কয়েক সপ্তাহ বাদেই। মিঃ বুশনেল ক্র্যাঙ্কে একদিন ধমকে বললেন তার মাইনে মাসিক মাল সে বিক্রি করতে পারছে না। এখন থেকে তার মাইনে হবে আট ডলার।

“গ্রীষ্ম নাগাদ ৬ ডলারে দাড়াবে,” হ্যারি ভবিষ্যদ্বাণী করে। “ওই তাবেই কমায়, একটু একটু করে। ওঃ ব্যাটা ভীষণ কিন্নো! আগেই বলা উচিত ছিল। আমি ত যেদিন পারব সেবে পড়ব। আর তোমার যদি কোন বুদ্ধিগুদ্ধি থাকে ত তোমারও আর থাকা উচিত নয়।”

ক্র্যাঙ্কে থাকতে হল, কারণ তার কোন উপায় ছিল না। দশ ডলার মাইনের ভরসায় সে জেনী ক্রাইটনের কাছে বিবেচনা প্রস্তাব করেছে ফেলেছে। বাগদত্ত লোক হিসেবে অল্প একটি চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত এ চাকরী সে ছাড়তে পারে না। সংসার পাতার মত প্রয়োজনীয় টাকা জমা না হওয়া পর্যন্ত জেনী অপেক্ষা করতে রাজী আছে। এখন তো মনে হচ্ছে—স বেচারীকে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

দুশ্চিন্তা, পরিশ্রম, হতাশা আর মাটির নিচের ঠাণ্ডা স্নাতসেতে গুদামে ঘুমনোর ফলে ১৮৭৫এর শীতকালে ক্র্যাঙ্কের প্রথম কঠিন অসুখ দেখা দিল। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে হাবি মডি দেখে যে তার সঙ্গীটি প্রলাপ বকতে শুরু করেছে।

ক্র্যাঙ্কের মা ওয়াটারটাউনে ছুটে এলেন। এসে ক্র্যাঙ্কে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। কয়েক সপ্তাহ সে সাংঘাতিক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে রইল। মিসেস উলওয়ার্থ আগে ভেবেছিলেন

ক্ষেতের কাজ তাঁর ছেলের পক্ষে কষ্টকর হবে। এখন তাঁর মত সম্পূর্ণ বদলে গেল। দোকানের কাজেই ছেলেটার শরীর নষ্ট হয়েছে। সেয়ে উঠতেই তাব মার ঠিক কবলেন ফ্র্যাঙ্কে ও কাজ ছেড়ে আবার ক্ষেত খামার হাত লাগাতে হবে।

জেনী প্রায়ই তাকে দেখতে আসত। সেও আগে খামারে কাজ করেছে। ফ্র্যাঙ্কেব মতই তারও সে কাজে অনিচ্ছা ছিল। কিন্তু গাঁবেব জল হাওয়া আব খাওয়াদাওয়াব ফ্র্যাঙ্কেব শরীর সেয়ে খাওয়ায সে আব মিসেস উলওয়ার্থেব প্রস্তাবেব বিবোধিতা করলে না।

সাবা স্নাট ঘুরে ঘুরে এঁরা দুজন খবর পেলেন যে চার একর জায়গা নিয়ে একটা মূবগী প্রতিপালনেব খামার বিক্রি হবে। বড় খামাবেব সব একম কাজেব চেয়ে মূবগী পোষার খাটুনি অনেক কম। ওদেব দুজনেব নতুন সংসার পাওবাব জন্তে এই ব্যবস্থাই সব চেয়ে ভাল মনে হল।

মাব কথা জেনীও মেনে নিলে। ফ্র্যাঙ্ক অসুস্থের পর এত দুবল আব হতাশ হয়ে পড়েছিল, যে দুজনকে সে ভালবাসত ভাদেব বিকন্দে তর্ক করিবাব ক্ষমতাও তখন গাং তার ছিল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে তাব মনের বাসনা পরিত্যাগ করে মূগী পোষাব কাজ কবতে রাজী হল।

১৮৭৬ এব ১১ই জুন উলওয়ার্থের বাড়ীতেই ওদের বিয়ে হল। ওদের দুজনেব জমান টাকাষ খামাবেব প্রথম কিস্তিব টাকা দেওয়া হল। মূবগী দিলেন ফ্র্যাঙ্কেব বাবা।

এ ব্যবসা যতদিন চালালে সম্পূর্ণরূপে বিফল হত ততদিন অবশ্য চলেও নি, কিন্তু একে তাই বলে মোটেই সফল বলা চলে না। এই কাজ কবাব কলে মূবগীব প্রতি ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থেব

ଏমনି ବିତୃଷ୍ଣା ଏସେ ଯାଏ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତେ ଧାବାର ଟେବିଲେ ଆଉ କୋନଦିନ ସେ ମୁରଗୀ ଆନତେ ଦେଇ ନି ।

ଚାରମାସ ପରେ ମିଃ ମୁରର ଏକ ଚିଠିତେ ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ସଂବାଦ ଏଲ । କ୍ରାନ୍ତର ପୁରନୋ ମନିବଟି କାଠିଖୋଟା ହଲେଓ ତାର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲ । ଚିଠି ତିନି ଡାକ ଅଭାବସିନ୍ଧୁ କାଠିଖୋଟାଭାବେଇ ଅବିକାବ କଲେନ ଯେ କ୍ରାନ୍ତର ଅଭାବେ ଦୋକାନର ସାଜସଜ୍ଜାବ ବିଶେଷ ଅନ୍ତରାଳେ ହେଲେ । ଅଭାବଦାୟୀ ଦୋକାନର ଅସଜ୍ଜିତ ଦେଖତେ ଚାଏ । ଅନ୍ତ କୋନ କର୍ମଚାରୀର କ୍ରାନ୍ତର ମତ ସାଜାବାର କ୍ଷମତା ନେଇ । ସେ ଯଦି କିବେ ଆସେ ଓ ପୁରନୋ ଚାକର ତାର ଜନ୍ତେ ଧାଲି ବସେଇ । ମାଟିନେ ସମ୍ପ୍ରାହେ ୧୦ ଡାକ ଆବ ଘରଦୋର ପରିକାବର କାଜ ତାକେ କରତେ ହବେ ନା ।

ଚିଠିଟା ପେସେ କ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ତରାତେ ଲାକ୍ଷ୍ମି ଉଠଲ । ବାବର ଓ ଯା ଚେଷେ ଏସେଇ ଶେଷକାଳେ ମିଃ ମୁର ତା ମେନେ ନିଲେନ । ଓବ କାଜଟାବ ତାହଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ର ଆଲେ । ଏକ୍ସନ ସମସ୍ତ ଦିତେ ପାରଲେ ତାବ ଅନେକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପରିକଳ୍ପନାକେ ସେ ରୂପ ଦିତେ ପାବବେ । ଚମତ୍କାବ । ଜେନୀକେ ନା ଜ୍ଞାନାତେ ପାବଲେ ଅସ୍ତି ହେଲେ ନା । କିନ୍ତୁକ୍ଷଣ ମୈତ୍ରୀ ଧବେ ଧାକତେ ହଲ କାବଣ ଜେନୀ କିନ୍ତୁ ଡିମ ନିଷେ ଯାବ କାହେ ଗିରହେଇ । ଅପେକ୍ଷା କରତେ କବତେ ଏଦିକେ ଯାବ ଉତ୍ତେଜନା କମେ ହେଲେ । ମୁରଗୀର କଥା ସେ ଭୁଲେଇ ଗିରହେଇ । ଏଇ ମୁରଗୀର ବାବର କାଜେ ନାମବାବ ଆଗେ ଯଦି ମିଃ ମୁର ଏକଥା ଜାନତେନ । ଏକ୍ସନ କି କବେ ସେ କାଜ ଆବାର ନେବେ ?

ଜେନୀ କିରତେଇ ଚିଠିଟା ଓ ଦେଖାଏ । ବିଷୟଭାବେ ବଲେ “ବଡ଼ ଦେବୀତେ ଚିଠିଟା ଏଲ ।”

ଚିଠିଟା ସେ ପଢ଼ଲେ । ଚୋଖ ହୁଟୋ ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉ ଉଠଲ । “ଦେବୀ—ଯୋଟେଇ ଦେବୀ ହସନି କ୍ରାନ୍ତ ! ମିଃ ମୁରର ଚାକରୀ ହୁଦ୍ଧି



নেবে। কেন, উনি ত ঘরদোর পরিষ্কারের কাজ থেকে তোমার রেহাই দিচ্ছেন আব স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিচ্ছেন। এতদিন ধবে তাইত চেয়েছ? আর দশ ডলার! তোমারই ত জিং ফ্র্যাক! যা আমবা আগেই জানতাম, এতদিন পরে উনি তা বুঝতে পেরেছেন। নিশ্চয়ই এ কাজ তুমি নেবে।

“কিন্তু, মুরগীগুলো?” ও আপত্তি তোলে।

“সে জগ্রে ভাবতে হবে না। যতদিন না এসব বেচতে পাবি ততদিন আমিই এখানে থেকে মুরগী দেখাশোনা করব। তুমি দোকানে যাও। ওই তোমাব যাযগা।”

অতএব সেই ব্যবসাই হল। ফ্র্যাক ওষাটারটাউনে আগে যে যাযগাখ থাকত সেখানে গিয়ে উঠল। সপ্তাহেব শেষে জীকে সে দেখতে আসত। প্রায় এক বছর জেনী এই খামার দেখাশোনা কবলে, শেষে এক প্রতিবেশী ওটা ভাড়া নিতে চাইলে আব মুরগীগুলোর বদলে একটা সেলাইখের কল দিলে। নিজেব একটা সেলাইখের কল হওয়ায শহবে জেনীর কিছু উপবি রোজগাবেব সম্ভাবনা হল। ব্যাপারটা ও একবার খান্ডডীব সঙ্গে আলোচনা কবতেই তিনি তখনি সব চুকিয়ে ফলে ওকে ওর স্বামীর কাছে যেতে বললেন।

“ফ্র্যাকি কোন দিনই স্বচ্ছায ক্ষেত খামারেব কাজ কববে না,” মা বললেন। “ওকে জোব কবা আমারই অন্তায ইয়েছে। মুরগীগুলো ও হুচক্ষে দেখতে পাবত না। তোমাবও তা বিশেষ ভাল লাগে না বাছা। এ ব্যাপাবে তোমরা আমার কথা না গুনলেই ভাল করতে।”

জেনী বললে, “না মা তুমিত ভাল মনে করেই বলেছিলে। আর আমিও ত তখন তাই ভেবেছিলাম। তবুও আমি মনে মনে

জানতাম দোকান ছেড়ে ক্র্যাঙ্কের মোটেই ভাল লাগবে না।  
ওটাই তার একমাত্র চিন্তা।”

“জানি জানি,” দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বুদ্ধা বলেন। “ওই ওর  
ধরণ। ওকে বদলাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। আর যেন  
কখনো তা করা না হয় জেন্নী। কখনো না।”

“কখনো না,” জেন্নী বললে।

হুজনেই তাঁদের প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। মা, এই সংগ্রাম  
বা তার পুরস্কার কোনটাই দেখে যেতে পারেন নি। নব দম্পতি  
ওয়াটারটাউনে তাদের ছোট কুটিরটিতে গুছিয়ে বসবার কয়েক মাস  
পরেই জরুরী খবর পেয়ে তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে ছুটে আসে।  
অনবরত পরিশ্রমের ফলে শরীর ভেঙে পড়ায় সাতচল্লিশ বছর বয়সেই  
ক্যানী ম্যাকব্রায়ার উলওয়ার্থ মারা যান। ১৮৭৮ এর বসন্তে তাঁর  
প্রথম নাতনী হেলেনার জন্মও তিনি দেখে যেতে পারেন নি।

মিসেস উলওয়ার্থের মৃত্যুর ফলে বাড়ীর খামারে নানা পরিবর্তন  
ঘটল। মা মারা যাওয়ার পর ছোট ছেলে চার্লি কিছুতেই আর  
সেখানে থাকতে রাজী হল না। দাদার মত সেও ক্ষেত খামারের  
কাজ হুচক্ষে দেখতে পারত না। দাদার মত সেও শহরে গিয়ে  
তার ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে। খামারটা বেচে দেওয়াই তার  
কাছে সবচেয়ে ভাল বলে মনে হল। বাবা, ফ্র্যাঙ্ক আর জেন্নীর  
সঙ্গে থাকলেই পারেন। বাবা রেগেমেগে সেরকম কিছু করতে  
একেবারেই রাজী হলেন না। ছেলেদের ভাল না লাগলেও এই  
তাঁর ভাল লাগে। এই তাঁর বাড়ী আর এখানেই তিনি থাকবেন।

সব কথা ধীরে স্তব্ধে শুনে ফ্র্যাঙ্ক একটা উপায় বার করলে।  
চার্লিকে মূরের দোকানে একটা চাকরী জুটিয়ে দেওয়া যাবে বলে  
তার মনে হল। বাড়ীঘর সামলান আর বাবাকে দেখা শোনা

করার মত কাজের কোন মেয়ে যদি পাওয়া যায় ত দেখতে হবে। তার জন্তে আর চার্লির বদলে একটা ঠিকে লোকের জন্তে দুজনেই নিজেদের মাইনে থেকে কিছু কিছু পাঠান স্থির করলে।

এ ব্যবস্থায় ফল খুব ভালই হল। মিঃ উলওয়ার্থ অবশেষে স্বর সংসার দেখাব সেই মেয়েটিকে বিয়ে করেন এবং দীর্ঘকাল—সেই খামার বাড়ীতেই বাস করেন। শেষ জীবনে তিনি শহরের বাড়ীতে ছেলেদের দেখতে আসতেন বটে তবে বেশী দিন থাকতেন না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেননি যে উলওয়ার্থ বংশের ছেলেদের কিকরে শহরে বাস করতে ভাল লাগে।

চার্লি উলওয়ার্থ মূরের দোকানে কাজ শুরু করে এবং কাজে খুব সুনাম হয়। ভাইয়ের মত তার সাজানোর সূক্ষ্ম রুচি না থাকলেও সেল্‌স্‌ম্যান হিসেবে সে আরো ভাল ছিল। মিঃ মূর উলওয়ার্থ ভাইদের কাজে এতই সন্তুষ্ট ছিলেন যে ব্যবসায় দুঃসময়ে কোন কোন লোককে ছাড়িয়ে দিলেও তাদের তিনি ছাড়ান নি।

## “যে কোন জিনিষ—পাঁচ সেন্ট”

১৮৭৮ এর গ্রীষ্মকালে ব্যবসায় অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ল। কিছুদিন বেশ ভাল যাবার পর এমন মন্দা পড়ল যে ব্যবসায় ভাষণ পাবার হতে লাগল। দেশের অন্যান্য ব্যবসাদারদের মত ওয়াটারটাউনেও ব্যবসাদারবাণ্ড খুব ক্ষতিগ্রস্ত হল। বিকি পত্র কমাগত কমতে দপে মিঃ মুর এমন চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে শেষে এক অসম্মান সলসম্মানের পৰ্য্যায় গুনতে হল।

লোকটো তাঁকে বলে যে কোন কোন শহরে দোকানদাররা পবিদ্রাব টানবার জন্তে নতুন এক কাষদা করেছে। পাঁচ সেন্ট দামের জিনিষ দিবে সস্তামালের একটি টেবিল সাজিয়ে বাধে। লাভ অবশ্য এতে বিশেষ কিছু হয় না, কিন্তু লোকে দোকানে আসতে থাকে। দোকানে একবার ঢুকলে কমাচারীরা তখন তাদের বেশী দামের জিনিষ কেনবার জন্তে চেষ্টা করতে পারে।

পবিকল্পনাটা ঠিক নুনের তেমন পছন্দ হল না। তিনি দামী জিনিষের কারবার করেন বলে সবদাই একটু অহঙ্কার বোধ করতেন। কিন্তু কিছু একটা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নিউ ইয়র্কে

গ্রীষ্মেব বাজার করতে শাবাব সময় তিনি একশো ডলারের মত পাঁচসেন্ট দামেব মালের অর্ডার দিবে এলেন। মাল এসে পৌঁছলে ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের ওপর সন্তানের ভাব দেখা হল।

“এ মাল আমি তোমাব জিন্মায় দিলাম,” তিনি বললেন। “তুমি এসব একটা আলাদা টেবিলে সাজাও। আমাদের নিষিদ্ধ খরিদ্ধান যাবা তাবা অবশ্য এসব বিশেষ পছন্দ কববে না। সুতরাং জিনিষগুলো খুব বেশী চোখে পড়ে এমন ভাবে সাজিও না। এক যদি গাঁয়ের শোকোকা সস্তায় কিছু কিনতে চায় ত সেজন্তে আসবে।” হীঘ নিঃশ্বাস ফেলে মিঃ মূব বললেন, “কোন দিন চিন্তাও কবিনি যে এসব সস্তা মালের কারবার আমাদের কবতে হবে।”

ফ্র্যাঙ্ক মনে মনে হাসল। “সস্তা মালের কারবারেব ওপর মিঃ মূবেব অপবিসীম অবজ্ঞা। নিজেব দোকানে তা দেখতে তাঁর খুব খবাপ লাগছে। ফ্র্যাঙ্কেব কাছে এটা স্বপ্নেব কাজ মনে হয় না। অল্প পয়সাওয়ালা অনেক লোক যদি অল্পদামেব মাল কেনে, ত বেশী দামেব অল্প খরিদ্ধাবের চেখে সেটা কম কিসের?”

এস আব চার্লি যে দিন মাত্র পাঁচপেন্নী হাতে কবে এই দোকানেই ঢুকেছিল সেদিন তাবা ছিল সস্তামালের খদ্দেব। তখন সে বলেছিল কিছু খরিদ্ধাব হল খরিদ্ধাব। এখন সেই কথাই তার মনে হল। মিঃ মূব যখন তার হাতেই এটা ছেড়ে দিয়েছেন তখন এই পাঁচ সেন্টেব কাউন্টার, ‘কটা গোটা দোকান চালাবার মত কাষদাতেই চালিয়ে দেখিয়ে দেবে। জেলাব মেলাব সময় এক সন্তাহেব জন্তে এই সস্তাব মাল বিক্রিব ব্যবস্থা হল। বিক্রিব আগের দিন, সাবা বাত ধবে ফ্র্যাঙ্ক আব চার্লি দুজনে মিলে টেবিল সাজালে।

মারখান দিয়ে দুটো লম্বা টেবিল জোড়া দিয়ে বসান হল।

ককরকে লাল কাপড় নিয়ে ওপরটা ঢেকে চার পাশে মালার বসন করে কুলিয়ে দেওয়া হল। এই ঢাকার ওপর ফ্র্যাঙ্ক, জিনিষগুলো একটু ফাঁক ফাঁক করে সাজিয়ে রাখলে যাতে প্রত্যেকটা জিনিষ ভালো ভাবে দেখা যায়। নিব, পেঙ্গল, স্কেটিপিন, বোতাম-ছক, কলারের বোতাম, ধোয়াব জুতা টিনেব পাত্র আব মগ, লপার প্যাড আর কিছু লাল রংএর তোয়ালে।

এ ধরনের জিনিষ সুন্দর কবে সাজান শক্ত। সিন্ধ, লেস, এই সব জিনিষ সাজাতেই সে অভ্যস্ত। এগুলো এমনিতেই সুন্দর। কিন্তু নিত্য ব্যবহারের এই জিনিষগুলিকে কোনমতেই সুন্দর বলা চলে না। সে কিন্তু যথাসাধ্য করলে আব সাজানো শেষ হলে দেখতে তার খুব কিছু খারাপ লাগল না। একটা কার্ডে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলে, “যে কোন জিনিষ—পাচ সেন্ট।”

পরদিন সকালে দোকান খোলবার সময় ফ্র্যাঙ্ক কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক কিছুই করবার নেই। কয়েক জন ভদ্র মহিলা দোকানে ঢুকলেন, নিত্য যেখানে জিনিষপত্র কেনেন সেখান থেকেই কিনলেন আর সস্তা মালের টেবিলের দিকে একটু কোতুলকের সঙ্গে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু মিঃ মুর যেমন বলেছিলেন সেই রকম ভাবে তাঁরা কিছু না কিনেই বেবিয়ে গেলেন।

বাইরে মেলায় আগ ৩ চাষী আব তাদের পরিবাববর্গে স্বেচ্ছায় তখন ভর্তি হয়ে উঠেছে। ফ্র্যাঙ্ক খালি ভাবতে লাগল, যদি মিঃ মুর একবারটা জানলায় একটা বিজ্ঞপ্তি দিতে অস্বস্তি দিতেন। কি করে যে এই চাষীরা এব খববটুকু জানতে পারবে সে এ খরণায় আনতে পাবে না।

খবরটা তারা পেল বেলা বাড়বার পর। ক্যালিকো পরা

একটি মেঘে এসে টিনের পাত্রের দাম জানতে চাইলে, “পাঁচ সেন্ট ম্যাডাম” ক্র্যাঙ্ক মিষ্টি করে বললে। “এ টেবিলের সব জিনিষেরই তাই দাম। সব পাঁচ সেন্ট, ভালো কবে দেখে যা ইচ্ছে আপনাত বেষ্টে নিন। সব কিছু পাঁচ সেন্ট কবো।”

তার পাঁচ সেন্টের জিনিষের বোনি করাব এমন ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কবেছে গোটা দোকান চালাবার মতন কবে এই কাউন্টার সে চালাবে। তাব মত হল বিন্দ্যাববেই জিনিস পছন্দ করতে দেওয়া। কাজে কাজেই সে আব .বান কবা না বলে চুপ কবে দাড়িয়ে বইল। মেয়েটি টেবিলের একোন থেকে ও কোণ পর্যন্ত ঘুরে দেখল। একটি একটি কবে জিনিস তুলে দেখে আব নামিয়ে রাখল। শেষে তার পুরণো ব্যাগটা বার কবে সমস্তে পরামগুলি গুললে। তারপর আবাব ক্র্যাঙ্ক কবেছে যিবে হল। “টিনের পাত্রটা নেব আর ব্যাগে জন্মে এই পেনসিল আব প্যাডটাও। আব এই দুটো।” কাজ কবা কক্ষ হাতে সে লাল টকটকে সুন্দর জাপকিনগুলোর ওপর হাত বোলায়।

দান্স তার কাছ থেকে পরমা নিয়ে জিনিষগুলো মুড়ে দিল। খুব ভাল কবে প্যাক কবলে না। স্টোয়ারে ফেরাব সময় যাকে একটু লাল কাপড় আব চকচকে টিনটা দেখা যায়।

এব কোন দরকাব ছিল না। পরের ঘটনা ঘটনাটুকু সে দরজা দিয়েই দেখতে পেল। কবেকজন বন্ধুব সঙ্গে দেখা হতেই মেয়েটি কাগজটা খুলতে আবিস্ত কবলে।

আর উত্তেজিত কণ্ঠসব শোনা গেল, “পাঁচ সেন্ট—মাত্র পাঁচ সেন্ট। গোটা একটা টেবিল ভাঁগে জিনিষ রয়েছে ওখানে। কোনটাই পাঁচসেন্টের বেশী নয়—বিশ্বাস কবা।”

দেখতে দেখতে খবর হুড়িয়ে পড়ল। দুপুরেব আগেব যে ভীড় হল, মুর অ্যাণ্ড স্মিথের দোকানে তেমন ভীড় কোনদিন কেউ দেখেনি। আর সকলেব নজর ওই সস্তাব কাউন্টারেব ওপর। এসব দেখে মিঃ মব হতাশ হলেন। বন্ধ হবার সময় মাল পড়ব সব শেষ হবে গেল। উল্লেখ্যার্থকে ওয়েষ্টার্ন ইউনিয়নে পাঠান হল নতুন মাল আনবার জন্তে তাব কবতে। ভোরের ট্রেনে য় মাল এল তা সে খালাস কবতে ছুটল। পনের দিন খবিদ্ধাবেব ভীড় আরো বেগী হব। সে জন্তে সে আগে থেকেই কাউন্টার সাজিয়ে রাখলে।



মেলাব সপ্তাহে মুর অ্যাণ্ড স্মিথের পাঁচ সেক্টের কাউন্টারই প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়াল। প্রথম দিনের পর বিক্রী শুধু গাঁয়ের লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বইল না। ওয়াটারটাউনেব জনকণেক ভক্তমহিলাকেও সস্তা৷ জিনিষের জন্তে চারীবাঁদেব সঙ্গে ভীড় করতে দেখা গেল। এই পরিস্থিতি দেখে মিঃ মুরের বিবক্তি আর



চাপা রইল না। এই নতুন পবিদ্ধারবা সস্তাষ মাল পেষে আব কিছুই কিনলে না। এদিকে ওই সস্তার কাউন্টারটা তাঁব নিত্যকার ব্যবসার পক্ষে ক্ষতিকব। জঙ্গ সাহেবেব গিন্নীকে পঁচিশ সেন্টের সেকটিপিন আব বেচা যাবে না—এ সেগুলো এর চেষে অনেক ভাল হলেও না। একই বকম দেখতে জিনিষ যদি পাঁচ সেন্টে পাওয়া যায় তাহলে কি আব তিনি ওনব কিনবেন?

তবু সস্তাহেব শেষে ঢাকা পয়সা মিলোতে নাম মিঃ মুরকে স্বীকার কবতেই হল যে, এই সস্তাব কাউন্টারে লাভ বেশ একটু হয়েছে। কিন্তু উল্লেখ্যত যখন তাকে তত্ত্বাবধ কবলে যে এটা স্বাধীভাবে বাখা হোক এখন তিনি মাখা নাড়লেন।

“ওসব আমি ভালবাসিনা ফ্র্যাঙ্ক।” তিনি গুম্বে গঠেন। “এ আমার আদপেই পছন্দ নষ। দোকানের কোন ইজ্জৎ থাকেনা। লাভ হয় অস্বীকার কবি না। কিন্তু আমাদের মত দোকানে ওসব চলে না।”

“আপনি হযত ঠিকই বলেছেন সাব” ফ্র্যাঙ্ক সাষ দিলে। “আমি কিন্তু একটা কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম—জানিনা কথাটা পাগলামি মনে হবে কি না। কিন্তু আমি গোটা একটা পাঁচ সেন্টের জিনিষেব দোকানের কথা ভাবছিলাম। গোটা একটা দোকান যেখানে কোন জিনিষেব দামই পাঁচসেন্টের বেশী নষ। আমার পয়সা থাকলে এই বকম একটা দোকান আমি করতাম।”

“পাঁচসেন্টেব দোকান?” ব্যবসায়ী ভদ্রলোকেব তীক্ষ্ণ চক্ষু আরো তীক্ষ্ণ হযে এলো। সামনেব লাভেব অঙ্কটাব দিকে একবার গাইলেন। মাত্র একটা পাঁচসেন্টেব কাউন্টারের লাভেব অঙ্ক।

“বুঝিটা ভালই ফ্র্যাঙ্ক” ধীবে ধীবে তিনি বলেন। “পাগলামির

মতই শোনায় বটে। কিন্তু, কি জানি। তোমার নিজের কোন পরস্যা নেই না?”

“না মি: মুব। তাই ও কথা ভেবে কোন লাভ নেই। কিন্তু এটা চলবে ঠিক। হ্যাঁ নিশ্চয়ই চলবে।”

“কোথায় আরম্ভ করবে চাও? এখানে এই ওষাটাব টাউনে?”

“না, ঠিক তা নয়। একটু বড় শহর দেখে কথা উচিত। যেখানে বেশ কাবখানা-টারখানা আছে, এই বকম আব কি। মিলেব কাবিগর, যাদেব একটু সস্তাব জিনিষেব দবকাব। দোকানটা সস্তার হবে স্ততরা” যত সস্তাব থান্দের পাওয়া যায় ততই ভাল।”

“ঠিক”। মি: এব একটা কাগজ টেনে নিষে হিসেব করিতে বসলেন। “গুরুতে গোমাব অস্ততঃ ৯ তিনেক ডলাব লাগবে, গোমার মামা ম্যাকব্রাসাবেব ও অনেক পরস্যা? গোমায় কিছু ধার দেবেন?”

ফ্যাক্স মাথা নাড়ল। “না তিনি দেবেন না। এস বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তবে একবার বলে দেখতে পারি। আচ্ছা মি: মুর কথাটা ভাল করে ভেবে দেখেছেন? এ কি সত্যি সম্ভব হতে পারে? আমার জীব সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, স ও আমাকে খুব উৎসাহ দেয়। কিন্তু ও সব তাহেই উৎসাহ দিয়ে থাকে—জানেন ও স্বীকৃতি স্বভাব? কিন্তু আপনি ত তা নয়। আপনি হলেন ব্যবসাদার। আপনার ঠিক কি মনে হয় বসুন।”

“সত্যি কথা বলতে কি; আমি ঠিক জানিনা। আমি সব সময়েই দানী জিনিষেব কাবকাব করেছি। বড়লোক, যারা দামের কোন পরোয়া করে না, তাদের কাছে দ্বিবিষ বিক্রি করেছি। কিন্তু আজকাল আর এমন লোক বেশা দেখা যায় না।” দুঃখের সঙ্গে তিনি মাথা নাড়লেন। “সস্তাব থান্দেরেব জন্তে সস্তা মালের

দোকান—হয়ত এখন যা দিনকাল পড়েছে তাতে তাই দরকার। তোমার পাঁচ সেন্টের দোকান খুব ভাল চলতে পারে ক্র্যাঙ্ক। আবার নাও চলতে পারে। ব্যাপারটা জুয়ো খেলার মত, কি হবে তা ঠিক করে বলা সম্ভব নয়।”

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে এ আলোচনা শেষ করলেন। “তবে তুমি একবার তোমার মামার সঙ্গে কথা বলে দেখতে পার ক্র্যাঙ্ক। কোন ক্ষতি ত নেই।”

ক্র্যাঙ্ক আনন্দে অধীর হয়ে বাড়ী ফেরে। গাড়ীওয়ালা খরিদ্ধার জ্ঞাড়া অত্র কোন খরিদ্ধারের ব্যাপারে মিঃ মূরের কোন উৎসাহই নেই। কিন্তু তিনি বাহু ব্যবসাদার। গাড়ী যাদের নেই তাদেরও যে জিনিষ কেনা দরকার সেটুকু তিনি জানেন। পাঁচসেন্টের দোকানের প্রস্তাবটা তাঁর মনে ধরেছে। এইটুকু উৎসাহ লাভই ক্র্যাঙ্কের পক্ষে যথেষ্ট।

অ্যালবন মামার কাছে টাকার কথাটা পাড়তে আর সে কালক্ষেপ করলে না, তবে সে যা ভেবেছিল—কোন দোকানে টাকা খাটানর প্রস্তাব তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। বিশেষ করে যে ধরনের দোকানের কথা কেউ কোন কালে শোনেওনি। ক্র্যাঙ্ক যদি ক্ষেত্র খামার কিনতে চায় ত আলাদা কথা। এসব পাগলামির জগ্রে তিনি তিন শ ডলার জলে ফেলতে রাজী নন।

এক হপ্তা বাদে ক্র্যাঙ্ক আর একবার তাঁর মালিকের সঙ্গে দেখা করলে। মামার ব্যাপারে বিফলতার কথা জানিয়ে সে একটু সাহস করেই মিঃ মূরের কাছে ধারে মালপত্র চেয়ে বসল।

সে সরাসরি বলে ফেললে, “মাল পত্রর যোগাড় করাটাই আমার সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনা। আপনার পাইকারী বিভাগ থেকে ধারে মাল পেলে আমি এগোতে পারি। ঘরদোর সাজান আর

বাড়ী ভাড়ার জন্তে কিছু টাকা আমার আছে—মানে খরচ যদি খুব বেশী না হয়। আর দোকান যতদিন না চাপু হয়, জেনী ততদিন সেলাই করেই তার আর বাচ্চাটার খরচ চালাতে পারবে। কিন্তু মাল পত্তর কেনবার জন্তে তিনশ ডলার তো মাথা খুঁড়লেও কোথাও জোগাড় করতে পারব না। এ ব্যাপারে আমার যদি একটু সাহায্য করতে পাবেন—”

ভদ্রলোকের রুক্ষ মুখের উপর একটা অনভ্যস্ত হাসির বেধা দেখা গেল।

“ও কথা আমি গোড়া থেকেই ভেবে এসেছি”, গম্ভীরভাবে তিনি বললেন। “তবুও মনে হযেছিল আগে একবার ম্যাকব্রাথারকে বাজিয়ে দেখা ভাল। বেশ, একটা দোকানঘর খুঁজে আগে সব সাজাও। তিনশ ডলারের মত মাল এখন জোগাড়েব চেষ্টা করা যাবে।”

## “উলওয়ার্থস্ ফাইভ অ্যাণ্ড টেন”

ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের বয়স এখন সাতাশ। বিয়ে হয়েছে। একটি বাচ্চা মেয়েও হয়েছে। লেখাপড়া তার অষ্টম শ্রেণী অবধি। আর জন্মস্থানের বাইরে কোথাও সে কখনো যায় নি। সব চেয়ে বেশী মাইনে সে যা পেয়েছে তা হল হুগ্‌স দশ 'ডলার। কাপড়-চোপড়ের দোকানে তার কাজের অভিজ্ঞতা ছ' বছরের। ২৫ ডলার নগদ টাকা আর অন্তরে এক পরিকল্পনা নিয়ে সে তার শৈশবের স্বপ্নকে রূপ দিতে চলল—তার নিজের দোকানের স্বপ্ন।

এর জন্তে সে নিউ ইয়র্কের উটিকা শহর বেছে নিলে। এখানে কলকারখানা আছে আর জায়গাটা ওয়াটারটাউনের প্রায় পাঁচ গুণ বড়। এখানে সূতির পোষাক আর বোনা গেঞ্জী ইত্যাদি তৈরী হয়। মিলের মজুরি খুব কম, স্ত্রতরাং প্রতিটি পয়সা লোকদের হিসেব করে খরচ করতে হয়। পাঁচ সেন্টের দোকানের জন্তে ক্র্যাঙ্কের উটিকাকেই সব চেয়ে উপযুক্ত মনে হল।

১৮৭৯র জানুয়ারীর শেষ দিকে সে শহরে পৌঁছল। ব্যাগটা স্টেশনে রেখে সুবিধেমত ভাড়ায় একটা স্থানিঘর পাওয়া যায় কিনা দেখতে বেরোল।

খুঁজতে গিয়ে তাকে হতাশ হতে হল, বড় রাস্তার ওপরে ভাড়া অসম্ভব বেশী। সারাদিন সে বরফ কাদা ভেঙ্গে ঘুরে বেড়ালে। বাড়ীভাড়ার অঙ্ক 'শোনে আর বেরিয়ে পড়ে অল্প একটা জায়গা দেখতে। দোকানের জায়গাটা ভাল হওয়া দরকার। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝলে যে সে লোভ তাকে ছাড়তে হবে।

শেষে একটা খালিঘর পাওয়া গেল। আগে সেটার এক মুঠোর দোকান ছিল। বড় ছোট ঘর, মাত্র তের ফিট চওড়া কুড়ি ফিট লম্বা, বড় রাস্তার পাশের একটা গলির মধ্যে ঘরটা। আশে পাশে অল্প কোন দোকান নেই। তবে শহরের অত্যন্ত প্রধান রাস্তা জেনেসী থেকে মাত্র একটা ব্লক ছাড়িয়ে।

জায়গাটা তার মনোমত হল না, কিন্তু ও তাবলে এতেই চালিয়ে নেওয়া যাবে। ভাড়া খুব বেশী নয়। পয়ত্রিশ ডলার 'আর সুবিধে এই যে দোকান চালু হওয়া অবধি বাড়ীওয়ালী প্রথম মাসের ভাড়ার জন্তে অপেক্ষা করতে রাজী।

সুখবর নিয়ে উল্লেখ্য ওয়াটারটাউনে ছুটল। দোকান ঘর পাওয়া গিয়েছে। এখন মিঃ মর মাল পাঠানোর ব্যবস্থা করলেনই হয়।

দুজনে মিলে অনেকক্ষণ ধরে মাল বাছাই করা হল, পাঁচ সেন্টের খরিদ্ধারদের মধ্যে বেশীর ভাগই হল মেয়ে। ক্র্যাঙ্ক সেট নজর করেছিল। সে চেষ্টা করলে ঘর গৃহস্থালীর জিনিস, যা কিছু বাড়ীর গিন্নীদের প্রয়োজনীয় তাই রাখতে। প্রথমেই নিলে বাসনকোসন, চাবুনি, স্টোভের ঢাকা খোলবার যন্ত্র, ক্রাটকাটা চুরি ইত্যাদি। আর সেই লাল ত্রাপকিন। সেগুলো খুব ভাল বিক্রি হয়েছিল। তারপর বাচ্চাদের জন্তে কিছু রাখা উচিত। প্যাড, পেনসিল, কালির বোতল এইসব।

খেলনা সে নিলেনা। প্রথম ফর্দে কেবল একান্ত প্রয়োজনীয় সব জিনিষ নেওয়া হল। গরীবরাও যে ক্ষমতায় কুলোলে ছোট-খাট সৌখীন জিনিষ কিনতে পারে সেটা ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের মাথায় আসেনি, পরে অবশ্য এটা আবিষ্কার করে তার খুব সুবিধেই হয়েছিল।

যতদিন না দোকানে লাভ হয় ততদিন উটিকায় পরিবার নিয়ে যাওয়া চলবে না। জেনী পোষাক তৈরী করে তার আর বাচ্চাটার খরচ চালাবার মত আয় করছিল। ফ্র্যাঙ্ক তাকে ওয়র্কটার টাউনে রেখে উটিকায় গিয়ে নিজের জুড়ে একটা সস্তার বোর্ডিং হাউস খুঁজলে। তারপর ঘটা করে দোকান খোলার ব্যবস্থা শুরু করলে।

প্রথমে সনস্কৃত ঘরদোর সাবান সোড়া দিয়ে পরিষ্কার করা হল। নতুন করে একবার চূণকাম করার ফলে জায়গাটা বেশ উজ্জ্বল আর একটু বড় দেখাতে লাগল। নতুন পাইন কাঠের তক্তা এনে ছুতোর দিয়ে কাউন্টার তৈরী করলে। সেগুলো ঢাকা দেওয়ার জন্তে পাঁচ গজ লাল ক্যান্থিক কিনলে। এটা একটু বেশী খরচ হল। তবে লাল রং তার সৌভাগ্যচক। আর সেট সৌভাগ্যের ওপর সে এখন একান্ত নির্ভরশীল।

হ্যাণ্ডবিল ছাপান ছিল তখন ভীষণ ব্যয় সাপেক্ষ; কিন্তু নতুন দোকানের খবর সারা শহরে তাকে ছড়াবার ব্যবস্থা করতে হবেই। আসে পাশের বাড়ীবাড়ী বিলি করবার জন্তে একটা বাচ্চা ছেলেকে পরমা দিয়ে লাগিয়ে দিলে। তিন ডলার খরচ করে এক রং মিস্ত্রীকে দিয়ে দোকানের সামনে লিখিয়ে নিলে, “দি গ্রেট ফাইভ সেন্ট স্টোর”। একফুট লম্বা অক্ষর। কারো নজর এড়াবে না।

ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে এক শনিবার সন্ধ্যায় দোকান খোলবার দিন ধার্য হল। শনিবার রাতেই মিল মজুররা কেনাকাটা সারে, কারণ সপ্তাহের মাঠিনে তারা সেদিনই পায়। একটু দূরে জেনেসীব দিকে তারা ছোটো। নিম্নরূপ ছোট্ট রিকার স্ট্রিটের দিকে বেশী লোক এলো না। কিন্তু প্রথম রাতেই ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের লাভ হল ২ ডলার। মাত্র দু ঘণ্টার পক্ষে মন্দ নয়। সোমবার দিনটা পুঝো পাওয়া যাবে। আর সোমবারেই সব ব্যাপার বোঝা যাবে।

সোমবারের বিক্রি খুব ভাল হল। প্রায় পঞ্চাশ ডলারের মত জিনিষ সেদিন বিক্রি হল। ফ্র্যাঙ্ক উচ্ছ্বসিত হয়ে একজন লোকটিকে রেখে ফেলে আব ব্যাঙ্কে একটা একাউন্ট খুললে। এত ভাল ব্যবসা হওয়ায় সে মিঃ হুবকে একটা চেক পাঠিয়ে দিয়ে আব এক দফা মাল পাঠাবার অর্ডার দিলে। সত্যিই মনে হল যে গ্রেট ফাউন্ড সেন্ট স্টার সাফলা লাভ কবেছে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে এইবকমই চলল। তারপর একটু একটু কবে বিক্রি কমতে শুরু করলে। গোড়াষ যারা এসেছিল তাবা আর কেউ আসে না, তার নতুন খবিস্তাবেব সংখ্যাও কমতে কমতে প্রায় শেষ হয়ে এল।

মে মাসের শেষের দিকে এক রাতে ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ দোকান বন্ধ করার পর হিসেবের খাতা নিয়ে বসল। নিজের কাছে সত্যি কথাটা এখন স্বীকার করাই ভাল। এত ভাল শুরু হওয়া সত্ত্বেও দোকান তার ফেল পড়েছে।

কেন? কেন? পরিকল্পনাটা ভালই এ সম্বন্ধে তার এখনো কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু কোথাও তার নিশ্চয় ভুল হয়েছে। কোনখানে? কেমন করে? সেটাই দেখতে হবে।



দোকানের অবস্থাটা অবশ্য খারাপ। সেটা সে জানত। কিন্তু আসল গলদ হচ্ছে মাল নিয়ে। পাঁচ সেটে বেচবার মত বকমাবী জিনিস বিশেষ কিছু নেই। আর যাও বা আছে, সেগুলো এমন ভালো কিছু নয়। তা এই দামে এর চেয়ে ভালই বা কি হতে পারে? উল্লেখ্যার্থে নিজেও জানত যে সব টেনের জিনিসগুলো কাগজেব মত পাতলা আর প্যাডের কাগজগুলো অতি বাজে গস গসে।

সস্তার খন্দেবেব জন্তে খেলো জিনিস। মিঃ মূব বলেছিলেন, জাঁ সেও তা মনে নিয়েছিল। পাঁচ সেটের দোকানের জন্তে এই ছিল তার আদর্শ। কিন্তু যদি সেটা ভুল হয়ে থাকে? সস্তার খন্দেবেব জন্তে ভালো জিনিস? সেইটাটা ভাল অনেক ভাল। কিন্তু তা কি দেওয়া সম্ভব? আর কি কবেই বা সম্ভব?

একটি মাল উপায় আছে। পাঁচ সেটে সব বসে দিলে চলবে না। কিংবা—হ্যাঁ, নয়ই বা কেন। সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। পাঁচ সেটের দোকান নয়, পাঁচ আর দশ সেটের দোকান। দশ সেটে সব খবিস্কারকে আবার শক্ত দেবে ঘোষান পাত্র দিতে পারে। আর স্টোভের ঢাকনা পাশাটাও অত সহজে দুমড়ে যাবে না। দশ সেটে আবার অনেক বকমের জিনিস দেওয়া যেতে পারে, পাঁচ সেটে যা সম্ভব হয় নি। পাঁচ তার দশ সেটের দোকান। হ্যাঁ এই হচ্ছে উপায়।

চতুর্দিক দিয়ে পবিকল্পনাটা সে বিচার করলে। না কোন ভুল নেই। এই একমাত্র উপায়। এ বিষয়ে সে প্রব নিশ্চিত। এখন কিভাবে একে কার্যকরী করা যায়। দশ সেটের মাল কি এখানেই পাঠাতে বলবে? না একটা নতুন শহরে গুণ্ডা কববে।

নতুন শহরই তার পছন্দ হল। একটা বড় গোছের দোকান ঘর চাই। উটিকার বড় ঘরের ভাড়া অত্যন্ত বেশী। তাছাড়া সে উটিকা আর তার বাসিন্দাদের সম্বন্ধে বড় হতাশ হয়েছে। এখানে তার বড় আশা ভঙ্গ হয়েছে। এ শহর ছেড়ে নতুন জায়গায় নতুন করে শুরু করাই ভাল।

তার বোডিং হাউসের আরেক বাসিন্দার কথা মনে হ'ল। ছেলেটি পেনসিলভ্যানিয়ার ল্যান্কাষ্টার থেকে এসেছে। তার মতে উটিকার চেয়ে ও জায়গাটা ব্যবসার পক্ষে অনেক ভাল। কাপড়ের কল ছাড়া ওখানে শোহার কারখানা, স্টক ইয়ার্ড আর একটা ঘড়ির কারখানা আছে। আর যে সব চাষীরা ওখানে কেনাকাটার জন্তে আসে, তাদের অবস্থা নিউ ইয়র্কের চাষীদের চেয়ে অনেক ভাল। পেনসিলভ্যানিয়ার ডাচেরা হিসেবী, আর পরসার উপযুক্ত জিনিস না পেলে খুসী হবে না। তাদের বাজে মাল পাচার করা চলবে না।

সে ত আরো ভাল--ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ ভাবলে। বাজে মাল বিক্রি করার পালা তার শেষ হয়েছে। সব কিছু এবার ভাল জিনিস হবে। যেগুলো পাঁচসেন্টে বেচলে লাভ থাকবে না তার জন্তে দশ সেন্ট নেবে। যে দামেই হোক তাকে জিনিসগুলো ভাল দিতে হবে।

“সস্তার খন্দের জন্তে ভাল জিনিস”, ই্যা কিন্তু দাঁড়াও “সস্তার খন্দের” কথাটার কেমন যেন একটা তাচ্ছিল্যের সুর আছে না? তার মনে পড়ল কর্ণার স্টোরের সেই লোকটার তাচ্ছিল্যের সুরে কথা। সে আর চার্লি তার ঘায়ে কেমন কুঁকড়ে গিয়েছিল। পরসার খরচ করতে যারা আসছে, ব্যবসাদার তাদের তাচ্ছিল্যের সন্ধে দেখবে কেন? খরিন্দার হল খরিন্দার। সস্তার খন্দের বলে কোন

কথা নেই। আছে শুধু খরিদার। আর তাদের নিয়েই দোকানদারের ব্যবসা। না, ও কথাটা সে আর ব্যবহার করবে না।

মন হাক্কা করে সে গুতে গেল। পরদিন, কেরানীর জিন্মায় দোকান রেখে সে ল্যাক্সারীর ট্রেন ধরলে। প্রায় একদিনের পথ।

শনিবার সন্ধ্যায় এসে সে পৌঁছল। তখন পুরোদমে কেনা বেচা চলছে। দোকান লোকে ভর্তি। ফুট পাথের লোকেদের চেহারা দেখে মনে হল এরা খায়দার ভাল। অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। পণ্ডিতের আলো দিয়ে সাজান রাস্তা আর সুসজ্জিত দোকানের চেহারা দেখে তার ভারি আনন্দ হল। এই যায়গাটাই যেন সে এতদিন ধরে খুঁজছিল।

পঞ্চাশ সেন্ট ভাড়ার এক হোটেলে রাত কাটিয়ে পরের দিন সে ঘর খুঁজতে বেরোল। ঘর পেতে বেশী কষ্ট করতে হল না। যায়গাটা বেশ ভাল। মোড়ের মাথায় ১৭০ বর্গ ফুট ইটে। ভাড়াও উটিকার চাইতে বেশী নয়। বাসনার টাকা জমা দিয়ে সে প্রথম টেনেই ফিরে এল। উটিকার শুধু মালের হিসেব নেবার জন্তে নামলে। তারপর সোজা চলল ওয়াটারটাউনের বাড়ীতে। সে না পৌঁছোন পর্যন্ত মিঃ মুর বা ভের্নী কেউই তার নতুন পরিকল্পনার খবর পায়নি।

মিঃ মুরকে বোঝান খুব শক্ত হল। উটিকার দোকান ফেল পড়েছে। যে সব মাল বিক্রি হয়নি, এখনো ক্র্যাঙ্কের কাছে তার দাম বাকী। এখন আগার আরো দূরে পেনসিলভ্যানিয়ায় নতুন দোকান খোলবার জন্তে ক্র্যাঙ্ক ধারে জিনিষ চাইছে। উটিকার যখন এইরকম অবস্থা হয়েছে তখন ওখানে যে সফল হবে তার প্রমাণ কি?

ক্র্যাক ধীরভাবে তার যুক্তি দিলে। উটিকার ব্যাপারে তার ভুল হয়েছিল। কিন্তু তার থেকে সে অনেক শিখেছে। আবার শেখ সেই একই ভুল করবে না। দশ সেক্টের মাল বেচবার এই নতুন ব্যবস্থায় তার ফেল পড়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

সে এত স্থির নিশ্চয় যে শেষে তার মনিবকে সে বুঝিয়ে ছাড়ল। মিঃ মুর আরো তিনশ ডলারের জিনিষের বুঁকি নিচ্ছে রাজী হলেন।

“কিন্তু জেনে রেখ, এই শেষ,” তিনি সাবধান করলেন। “তুমি খুব পরিশ্রমী, আর তোমায় আমি পছন্দ করি। যে কোন সময়ে তুমি তোমার পুরণো কাজে যোগ দিতে পার। কিন্তু তোমার পরিকল্পনায় এই আমি শেষ বারের মত পরসাদ খরচ করছি।”

“আর কখনো আপনার কাছে চাইব না,” ক্র্যাক কথা দিলে। “এবার যদি সফল না হয় ত এ আমি ছেড়ে দেব। কিন্তু বার্থ আমি হব না।”

জেনীকে বোঝাবার কোন দরকারই ছিল না। ক্র্যাকের ওপন্থ ওর একান্ত নির্ভরতা তার কাছে গভীর সান্ত্বনা আর আনন্দের বিষয়।

“নিশ্চয় তুমি সফল হবে ক্র্যাক,” ও বলে, “তুমি ঠিকই ধরেছ। তবে একটা কথা।” ওর মিল্ক নীল চোখ তার চোখের ওপর রাখলে। “এবার আমি তোমার সঙ্গে যাব। অনেক দিন আলাদা থাকতে হয়েছে। কতদিন সেই মুরগীর খামারে কেটেছে। আর এই কমাস—আমি কিরকম যে একা ছিলাম। আর হেলেনা। তুমি ঢোকবার সময় ও তোমায় চিনতেই পারেনি। সংসার এক জায়গাতেই রাখা উচিত। আমাদের ল্যাক্সাষ্টারে নিয়ে যাবে না?”

“তুমি যদি আস জেনী,” একটু ইতস্তত করে ও বলে, “বেশ কষ্ট হবে কিন্তু। খুব কম ভাড়ার ঘরে থাকতে হবে। কিন্তু আমারও

বড় একা একা মনে হয়েছে। আমার যা জুটবে তাই দিয়ে যদি তুমি চালাতে পার—”

“ওতেই চলবে” ও খুলী হয়ে বলে ওঠে। “এক সঙ্গে যদি থাকতে পাই ত আর কিছু আমি চাই না।”

“ধাঁচালে,” ফ্র্যাঙ্ক ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। “আমায় বিয়ে করে অবশি অনেক কষ্ট তোমায় সহিতে হয়েছে জেনী। কখনো কোন অভিযোগ তুমি করনি। তবে দুঃখের দিন শেষ হয়ে এলো। আমি জানি আমার মন বলছে ঠিক। ল্যান্ডল্যান্ডারেই ভাগ্য পরিবর্তন হবে। অ্যালবন আমার কথায় আমি এতদিন তোমায় বিশেষ ভরণ-পোষণ করতে পারিনি। কিন্তু তোমার যা পাওয়া উচিত তা এবার আমি তোমায় দেব জেনী। যখন—যখন—”

“যখন তোমার নিজের একটা দোকান হবে?” একটু ঠাট্টা-ছলে ও মুহু হাসলে। তাহিত এতদিন বলে এসেছে। কিন্তু এখন ত আর তা বলতে পারবে না, পারবে? এখন ত তোমায় নিজেরই দোকান হল। আমি উটকার কথা বলছি না। আমি এখন, মানে ল্যান্ডল্যান্ডারের কথাই বলছি। আমাদের যাতে বরাক্ত ফিরবে।”

“কি নাম দেবে ফ্র্যাঙ্ক?”

“এটার?” সে গম্ভীর ভাবে বললে “এর নাম হবে, উল্গার্মস্ ফাইভ অ্যাণ্ড টেন সেক্ট স্টোর। তুমি হয়ত ঠাট্টা করছ জেনী। কিন্তু আমি করছি না। এবার আমাদের ববাত ফিরবেই।”

## নতুন পথের যাত্রী

পৃথিবীর প্রথম যে পাঁচ আর দশ সেক্টের দোকানটি সফল হয় সেটি খোলার তারিখ হল ২১শে জুন ১৮৭৯। কয়েক সপ্তাহ বাদে উজ্জল এক রবিবার বিকেলে তার মালিক গাড়ী করে রেল স্টেশনে তার ভাইকে আনতে গেল।

“এই যে এই দিকে,” সে পথ দেখাল। “এই দিকে, আমার সঙ্গে একটা ঘোড়ার গাড়ী রয়েছে। চালি উলওয়ার্থ শিয় দিয়ে উঠল, “তোমার নিজের গাড়ী? এঁ্যা! ভোল কিবের গেল যে দাদা।”

“আম্ভাবলের ভাড়া গাড়ী,” উঠতে উঠতে ফ্র্যাঙ্ক বললে। “তবে শীগগীরই একটা কিনব ভাবছি। দোকানটা বাড়ী থেকে বেশ দূর। তাহলে একটু সকাল সকাল কাজে যাওয়ার সুবিধে হয়।”

“বাড়ীও করেছিস্?” চার্লি অবাক হয়ে গেল। “এরি মধ্যে নিশ্চয় বাড়ী কিনিস্ নি?”

“এখনো হয়নি। ভাড়া বাড়ীতেই আছি। এই গেল সপ্তাহে

এ বাড়ীতে উঠেছি। তবে যদি সুবিধে হয় ত বাড়ীটা কিনতে পারি। খুঁজে পেতে আর একটু বড় বাড়ীই দেখা যাবে।”

কিছুই যেন হয়নি এইরকম ভাবে ফ্র্যাঙ্ক কথা বলতে চেষ্টা করলে কিন্তু গর্বের ভাবটা একেবারে চাপা রইল না, “দোকানটা আগে একবার দেখাতাম চালি। কিন্তু জেনী বললে তাকে নিয়ে সোজা বাড়ী যেতে, যাতে এক সঙ্গে রাতের খাওয়াটা হয়। বাকগে, খাওয়ার পর দোকানে গেলেই হবে।”

“নিশ্চয়ই যাব, চালি বলে ওঠে।” তোর চিঠি আমি মিস মুরকে দেখালাম। উনি বিশ্বাসই করতে চাইলেন না। প্রথম দিনেই একশ ত্রিশ ডলার—আর সব পাঁচ আর দশ সেন্ট কুড়িয়ে। ফ্র্যাঙ্ক, বাড়িয়ে বলিস্ নি ত?”

“একটুও না। তারপরে আরো হয়েছে। গেল শনিবার দু’শ ডলার হয়েছে, কি রকম মনে হচ্ছে?” তারপর গম্ভীরভাবে বললে, আমি বলে দিছি চালি এবার ঠিক পথ ধরেছি। ওই দশ সেন্ট বলেই এটা হয়েছে।”

“কিন্তু এত তাড়াতাড়ি!” চালি বলে উঠল, “এত ম্যাজিকের মত ব্যাপার।”

“তাড়াতাড়ি। হবে হয়ত, কিন্তু সহজে নয় চালি। জীবনে আমি কখনো এত খাটিনি। আর এত হিসেব করতেও কখনো হয়নি। খরচ এখন একটু টেনে করছি। জানিস্, প্যাকিংএর জন্তে পুরণো খবরের কাগজ কিনে পাউণ্ডে প্রায় ছ সেন্ট করে সাশ্রয় হয়। আর লোক নেওয়ার ব্যাপারেও কিছু কিছু শিখেছি।”

“তুই লিখেছিলি যে অল্প বয়সের মেয়েদের কাউন্টারে কাজের জন্তে নিচ্চিস। বোধ হয় সস্তা হয়।”

ফ্র্যাঙ্ক মাথা নেড়ে সায় দিলে, “আমি এই দোকানের জন্তে

খুব অভিজ্ঞ পুরুষ কর্মচারীর দরকার হয় না। ভালো, সংস্কারের মেয়ে, যারা কখনো একাজ করে নি, তাদের দিয়েই চলে যায়,— আর মাইনে প্রায় অর্ধেক লাগে। তাও তারা বাড়ীর কাজ করে যা পায়, এ তার চেয়ে অনেক বেশী আর এ কাজ তাদের ভালও লাগে। আমার প্রয়োজনীয় লোকের চেয়ে বেশী দরখাস্ত পাইছি। এই যে, এসে গেছি। ওই ঝাঙ্ক হেলেনা জানলা দিয়ে দেখছে।”

জেনী সন্নেহে তার দেওরকে স্বাগত জানালে।

“খাবার দেওয়া হয়েছে। আর শোন, খাবার সময় দোকানের কথা বলা চলবে না। আমি ওয়াটারটাউনের সমস্ত খবর চাই ওখানে নতুন কি হ’ল না হ’ল তাও। আর হেলেনা তার কাকাকে দেখিয়ে দেবে, ও কেমন একা একা খেতে পারে। তারপরে প্রাণ ভরে তোমরা ব্যবসার কথা বলতে পার।”

“ভাবছিলাম চার্লিকে দোকানটা একবার দেখাব,” টেবিলে বসে ক্যাক বললে। “মানে একটু একা থাকতে তোমার যদি আপত্তি না থাকে জেনী।”

“আমার যদি আপত্তি না থাকে।” বিক্রপের সুরে ও জবাব দেয়। “জান চার্লি, বেশীর ভাগ দিনই সন্ধ্যাটা আমার একাই কাটে। ও যায়গাটা ছেড়ে আসতে ক্যাকের ভারী কষ্ট হয়। বুঝলে। হেলেনার জন্মের পর, ও আমার বলত যে বাচ্চাটা ছাড়া আর কোন কথাই না কি আমার মনে থাকে না। এখন এই দোকানটা হয়েছে ওর সন্তান, তাই অল্প কোন চিন্তা আর ওর মাথায় ঢোকে না।

ক্যাক ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে। “নেহাৎ মিথ্যে বলনি। তবে এই বাচ্চার দৌলতেই বুড়ো বয়সে গরীবখানায় যাওয়া থেকে উদ্ধার পাবে। আর একটু রোষ্ট দিই চার্লি?”



খাওয়া শেষ হতেই ক্র্যাক চার্লিকে নিয়ে বেরোল। গাড়ীটা বাইরে দাঁড় করানো রয়েছে। “আস্তাবল অবধি গিয়ে এটাকে ছেড়ে দেব,” ক্র্যাক বললে। “তুপা গেলেই দোকানটা। আজ রাত্রিটা বেশ সুন্দর। হেঁটে ফিরতে তোর নিশ্চয় কষ্ট হবে না। সারা সন্ধ্যা গাড়ী রাখলে আবার পঞ্চাশ সেন্ট বেশী দিতে হয়।”

চার্লি হাসলে। “আরে আমি ত স্টেশন থেকেই হেঁটে আসতে পারতাম। গাড়ীটা একটু দেখবার জন্তে ভাড়া করেছিলি ত ?

“হয়ত তাই,” ক্র্যাক একটু হেসে স্বীকার করলে। “মা ত সব সময়ই বলত, আমাব একটু বাড়াবাড়ি কবা স্বভাব আছে। মনে পড়ে ? মা যদি আজ এখানে থাকত। দোকানটা তাকে একবার ভাল করে দেখতাম।”

“সত্যি।” চার্লি মিনিটখানেক চুপচাপ রইল। তারপর হেসে বললে, “আসলে কাকে দেখান উচিত জানিস ? অ্যালবন মাথাকে। সেদিন উনি শহরে এসেছিলেন। আর আমি তোর চিঠিটা দেখালাম। মুখের চেহারাটা যা হয়েছিল না—দেখবার মত।”

ক্র্যাক হেসে উঠল। “কিন্তু ক্ষেতের কাজ ছেড়ে যে ভাল করেছি, তা উনি কিছুতেই স্বীকার করবেন না। তা কি বললেন ?”

“বিশেষ কিছু নয়। কেবল বললেন; দপ্ কবে জলে উঠেই আবার নিবে না যায। এইটা বুঝি আস্তাবল ?”

“হ্যাঁ, আব দোকানটা ওই মোড়ের কাছে।”

ঘোড়ার গাড়ীটা ছেড়ে দিবে ওরা হেঁটে চলল।

মোড়ের মাথায় একটা উঁচু বাড়ীর একতলায় অন্ধ্রেক নিয়ে দোকান ঘর। কুইন ষ্ট্রিটের দিকে দুটো বড় জানলা। মোড়ের দিকের খালি দেওয়ালটার জল জল করছে লেখাটা, “উলওয়াথস্ ফাইভ অ্যাণ্ড টেন সেন্ট স্টোব।” দামনের ডানানাহলোর সন্দেহও সইবকম আব

একটা লেখা। দরজার ওপর আবার আর একটা সাইনবোর্ডে লেখা “দি গ্রেট ফাইভ সেন্ট স্টোর।” এটা উটিকার দোকান থেকে নিয়ে আসা। এর জন্তে তিন তিনটে ডলার খরচ হয়েছে। সুতরাং এটি ফেলে দেওয়া চলে না।

“যা ব্যবস্থা করেছিস তাতে কি ধরনের দোকান তা আর কারো বুঝতে ভুল হবার যো নেই।” চার্লি বলল।

চাবিটা হাতড়াতে হাতড়াতে ক্র্যাঙ্ক বললে, “তা করতেই হবে। খবরের কাগজে বা ছাণ্ডবিল ছেপে বিজ্ঞাপন দেবার পরস্যা ত আমার নেই। উটিকার আমার ওই ভুল হয়েছিল। পরস্যা কুড়িয়ে যেখানে লাভ, টাকা খরচ করে সেখানে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলে না। বিজ্ঞাপনটা তাই দোকানের গায়েই লাগাতে হয়। ভাবছি সামনেটা লাল রং করে দেব। তাতে লেখাগুলো আরো খুলবে।”

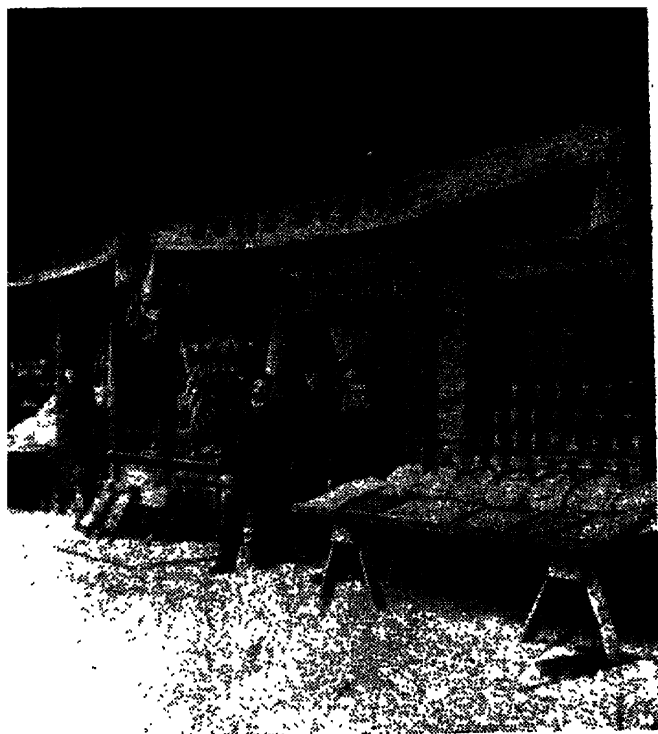
তেতরে নিয়ে গিয়ে ও একটা তেলের বাতি জালিয়ে ডেস্কের ওপর রাখলে।

“এ আলোতে বোধহয় সব কিছু দেখতে পাচ্ছিস। পেট্রোল নষ্ট করে লাভ নেই। বাতি যদিও অনেকগুলোই আছে। রাত্তিরে যখন দোকান খোলা রাপি তখন বেশ করে আলো জ্বালান হয়। আর একটা জিনিস দেখেছি, যে দোকানটা বেশ স্বকবকে আর আলো করে রাখলে লোক বেশী আসে। আর জিনিসগুলোও বেশ ভাল দেখায়। এই ত হল বাপার। এখন কি মনে হচ্ছে?”

দাঁড়া, আগে বেশ ভাল করে চারদিকটা দেখি।” চার্লি এ কাউন্টার ও কাউন্টার ঘোরাঘুরি করে।

“খুবই ভাল মনে হচ্ছে।” ডেস্কের কাছে ফিরে এসে ও বলে “এখন কাজের কথায় আসা যাক?”

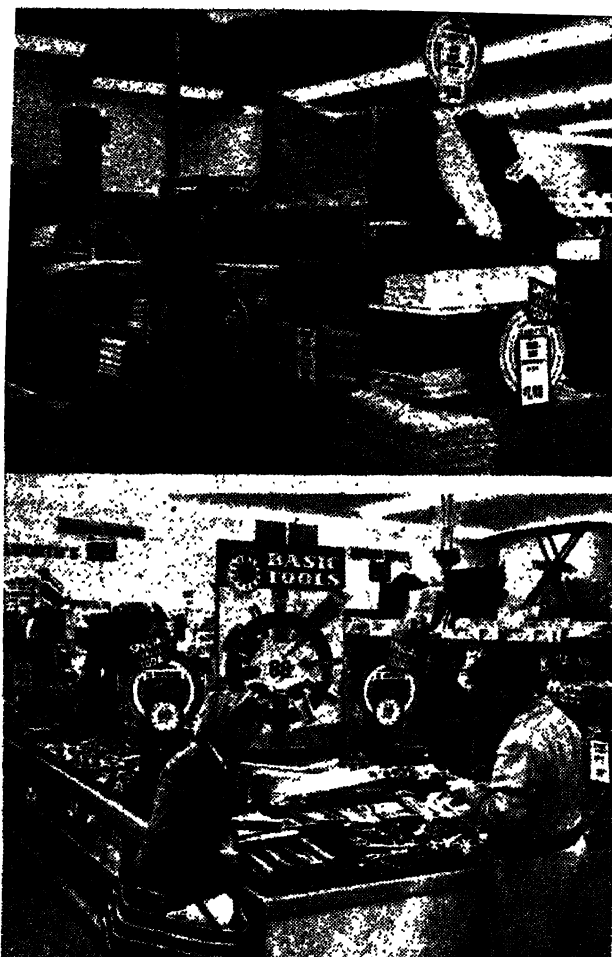
“তুই যদি তৈরী থাকিস ত বল।” ক্র্যাঙ্ক একটা চেয়ার



## বিখ্যাত উলওয়ার্থস্ “ফাইভ অ্যাণ্ড টেন্”

উলওয়ার্থের দোকানে কেনাকাটা—যা আজ আমেরিকা আর অন্যান্য নয়াট দেশে নৈমিত্তিক ব্যাপার—তার শুরু হয় ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে। ওই বছর ২৭ বছরের উলওয়ার্থ পেনসিলভ্যানিয়া রাজ্যের ল্যাক্সটারে ছোট একটি দোকান খোলে। সেখানে কোন জিনিষের দাম পাঁচ সেন্টের বেশী ছিল না। আজকে যে বিরাট বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ৩০০০ শাখা দশটি দেশে ছড়িয়ে আছে, এ ছিল তারই পূর্বগামী। উলওয়ার্থের দোকানগুলি লন্ড্যান্শ বিভাগের ভিত্তিতে স্থানীয় লোক দিয়ে চালান হয় এবং বিক্রির অধিকাংশ জিনিষই হল যে যেখানে দোকানগুলি অবস্থিত সেখানকার উৎপন্ন দ্রব্য।

এই ছবি নেওয়া হয় ১৮৮০-র গোড়ার দিকে। তখন পেনসিলভ্যানিয়ার ল্যাক্সটারে উলওয়ার্থের প্রথম দোকানের বৃদ্ধি হয়েছে আর এর জিনিষের দামও ১০ সেন্ট পর্যন্ত বাড়ান হয়েছে।



## বিখ্যাত উলওয়ার্থস্ “ফাইভ অ্যান্ড টেন্”

এত বছর ধরে উলওয়ার্থ স্টোরে যে সব নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করা হয়েছে, তার ছুটির সন্মোহন নিতে খরিদারদের দেখা যাচ্ছে। জিনিষের সর্বোচ্চ দাম আর ইচ্ছামত বেঁধে দেওয়া হয়নি। আর অনেক দোকানেই আজকাল খরিদার নিকেই জিনিষ বেছে নিয়ে নেয়।

দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলে। “তোকে তাড়াহড়ো করে কিছু করতে বলছি না। মূর অ্যাণ্ড স্মিথে তোর ভাল চাকরি রয়েছে। এখন কত দিচ্ছে,—আট ডলার? অত আমি দিতে পারব না। তবে এ কাজে নামলে যা হতে পারে, মূর অ্যাণ্ড স্মিথে সারা জীবনেও তত পাবি না। তবে হবার সম্ভাবনার কথাই বলছি। ব্যবসায় নিশ্চিতভাবে কোন কথাই বলা যায় না। সেই জন্তেই ভেবে দেখতে বলছিলাম।”

চার্লি ঘাড় নাড়লে। “তুই ত হারিসবার্গে একটা দোকান খোলার কথা ভাবছিলি। আমার ওটা তোর হয়ে চালাতে হবে। এই ত তুই বলতে চাস?”

“ঠিক তাই। সম্ভাব্য একটা ব্যয়গা পাওয়া যাচ্ছে। ব্যয়গাটা খুব ভাল নয়, আর ঘরটাও ছোট। কিন্তু ভাড়া অসম্ভব সস্তা। সম্ভাহে তোকে সাত ডলার করে দিতে পারি—চালু হলে আরো বেশী। কি বলিস?”

ছোট ভাই আর ইতস্ততঃ করে না।

“আমার ত কোন ক্ষতি হচ্ছে না।” আনন্দের সঙ্গেই সে বলে ওঠে।

“যদি নাই চলে ত অল্প কোন দোকানে চাকরি আমি পাবই। এই প্রথম আমি জেফারসন কাউন্টির বাইরে এসেছি। পেনসিলভ্যানিয়া আমার ভালই লাগছে। এখানে থাকতে আমার খারাপ লাগবে না।”

ব্যাপারটা স্থির হয়ে গেল। দু সপ্তাহ পরে পেনসিলভ্যানিয়ার হারিসবার্গ সহরে চার্লস উলওয়ার্থ ছোট্ট একটা দোকান খুলে। আট মাস ধরে সে এর পেছনে পরিশ্রম করলে। শেষে তার দাদা এটি বন্ধ করে দেওয়াই স্থির করল। এপ্রিলে সে আবার

ইষর্ক শহরে চেষ্টা কবল। এটি টিকল মোটে তিন মাস। শেষে ১৮৮০র গ্রীষ্মে চার্লি ল্যান্ডস্টাভে ফিবে এল।

ফ্র্যাঙ্ক সাদরে তাকে গ্রহণ কবে।

“তোব কোন দোষ নেই চার্লি। দোকানে প্রথম কথাবার্তা সব সময় ও বললে। “আমাবই ভুল হয়েছিল। সব কথা আবার ভেবে দেখে আমার নিজেকেই চড়াও হচ্ছে কবছিল। ছাবিসবার্গ আব ইষর্কে আমাদের এই স্মৃতিটা হ্যাঁ কেন জানিস? উটিকাষ যা হয়েছিল ঠিক সেই জন্মে। একটা বাঁধে বাস্তাষ ছোট্ট একটা দোকান। সমস্ত মালপত্র এক সপ্তে জুড় কবা। সাজিসে দেখাবাব জন্মে কোন ঘাষণা নেই। ওভাবে হয় না। উটিকাষেই ও দেখেছি। তা সন্তুষ্ট আবাব সেই ছুপটাই কবলাম? আব দু-দুবাব?”

চার্লি হতাশ মুখখানা উজ্জল হয়ে উঠল।

“আমি খালি ভাবছিলাম যে আমাবই কোরাস নাম হয়ে থাকবে। কিন্তু আমার যত্নে সত্যি জান এ কবেছি।”

“আমিও তাব চেয়ে ভাল কিছু কবতে পারতাম না।” এর দাদা বললে। “উটিকাষও এর চেয়ে বেশী কিছু কবিনি। তাপাব হচ্ছে কি, চিন্তিও ভাবে সে বলে উঠল, “এ একদম নতুন ধরণের ব্যবসা। ও পুণেও ধরণের কাপড়ের দোকানের মত কবে এই ফাইভ অ্যাণ্ড টেন চালান যায না। এর সব কিছুই ভিন্ন ধরণের। আনাদের অবস্থাটা—ওই যে পশ্চিমে দাঁড়া প্রথম বসবাস শুরু কবে তাদের জানিস হ্যাঁ? তারা যেনন দেখেছিল ক্যানসাসে ঠিক হার্কের কাষনাষ চাস কবা চলে না। ওয়া যেন নিজেদের কি নাম দিষেছে।

“পরিষ্কৃতের কথা বোঝি?”

“হ্যাঁ ঠিক ঠিক আমরা হলাম পরিষ্কৃত। নতুন পথে চলেছি।

কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল পথ তা দেখিয়ে দেবার জন্তে কেউ নেই। সব রকম ভাবে চেষ্টা করে দেখতে হবে, যতক্ষণ না ঠিক রাস্তা পাওয়া যায়। ভুল হলে ফের গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। বাস।”

“সত্যি ক্র্যাক! সবই তুই হিসেব করে দেখেছিস। জারিস-বার্গে আর ঈয়কে কিছু হল না। এই ন্যাঙ্কাস্টারে একটা দোকান নিয়তে কি থাকবি?”

“ক্র্যাক মাথা নাড়লো।” আমার এখনো ধারণা, আমাদের আরো দোকান খোলা দরকার। যত শাখা হবে তত বেশী জিনিষ কেনা যাবে। আর বেশী মাল এক সঙ্গে কিনতে পারলে পাইকারী দামের সুবিধে বেশী পাওয়া যাবে। এই পাঁচ আর ৮শ সেন্টের অনেকগুলো দোকান হওয়া দরকার। তাই আমাদের চাই আব তাই আমাদের অপেক্ষে হবে।

“আমাদের বলছিস কেন?” চার্লি বলল, “কত। ত তুই আমি ত চাকরী করছি। এখন আমার চাকরীটাও গেল।”

“মোটাই নয়,” ক্র্যাক সম্মুখে তার কাছে একটা চাপড় মারে। “আমার সঙ্গে এক সঙ্গেই তোর ব্যবসা—বদি ওই চাস। জানি, হাতে তোর পয়সা নেই, কিন্তু মাথায় বুঝি ত আছে। সেটাই মূলধন। এখন যে কথা বলছিলাম। এই গ্রীষ্মে আমি একটু ঘুবে দেখব। যতক্ষণ না আর একটা দোকান করার জন্তে মনের মত জায়গা পাচ্ছি ততক্ষণ যাবতে হবে। আবাব ভুল করলে চলবে না। যাওয়া পেনে ত্রোফেই চালাতে হবে। ততদিন পর্যন্ত এখনটা দেখাশোনা কর। সুস্থিতে আট ডলার কবে দিচ্ছি। রাজী?”

“তা আর বলতে,” চার্লি হাসলে। সেই লোকটা যার কথা

তুই বলতিস, মনে পড়ে? সেই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট! সেই যে বড় হয়ে উঠতেই ভায়েদের জন্তে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। তুই একেবারে তার মত আরম্ভ করলি যে?”

ক্র্যাঙ্ক হেসে বললে, “তাকে যে শেষে জেলে যেতে হল রে। অতদূর আমি যেতে রাজী নই। তবে লোকটার মধ্যে কিছু একটা ছিল, যা আমার খুব ভাল লাগত। একটা হল আপনার লোকেদের জন্তে কিছু করা। তাহলে তাই ঠিক রইল। তুই এখানে কাজ আরম্ভ করছিস। আর আমি ছুটি নিয়ে একটু ঘুরে আসি।”

ল্যাক্সার্টারের দোকান বেশ ভালই চলতে লাগল। প্রায় এক বছর হয়ে গিয়েছে। দোকানের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন নেই। একমাত্র খরিন্দারের জন্তে কিছু কিছু নতুন ধরনের জিনিষ যোগাড় করাই সমস্যা।

কেবলমাত্র দরকারী জিনিষ বেচার নীতি উল্লেখ্যার্থকে ছাড়তে হল। লাট্টু আর রবারের বলের বিক্রী এত ভাল হ'ল যে তার নজর গিয়ে পড়ল ছোট ছেলেদের খেলনার দিকে। বাহারে চিরুণী আর চুলের কিতেও বেশ ভাল চলতে লাগল।

সবচেয়ে ভাল হল যে এই সব নতুন জিনিষগুলো বারবার বিক্রি হতে থাকে। বাড়ীর গিন্নী একটা হাতুড়ি হয়ও জীবনে একবার মাত্র কিনবেন। কিন্তু মেয়ের জন্তে এ হুপ্পায় লাল রিবণ কিনলে ও হুপ্পায় নীল রিবণের জন্তে আসতে হবে। বল আর মারবেল ত হরদমই হারায়। বছরের শেষে দেখা গেল, বিক্রির অধিকাংশই হল এই সব “বিলাস দ্রব্য।” নতুন জিনিষের জন্তে উল্লেখ্যার্থ বাজারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলে।

আর এদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ওর ভাই। তাদের



ল্যাক্সার্টারের খরিদারের অনেকেই হল ছোট ছেলে। তার একটা কারণ আছে। দোকানে সকলের দিকেই নজর দেওয়া হত। কাউকেই জোর করে জিনিষ কেনান হত না। পকেটে পাঁচ সেন্ট নিয়ে, লাজুক স্বভাবের কোন ছেলে হয়ত পাঁচ সেন্টের কাউন্টারে যতক্ষণ ইচ্ছা দাঁড়িয়ে থাকতে পারত। সব কিছুই সামনে সাজান থাকত। কিছু জিজ্ঞাসা করবারও দরকার ছিল না। কিনতে চাইলে বয়স্ক খরিদারদের মতই তার দেখাশোনা করা হত। উল-ওয়ার্থের দোকানে কোন বিশেষ বড় খন্ডের ছিল না। সকলেই সন্মান ছিল আর সমান ভাবেই তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হত। ল্যাক্সার্টারের ছেলেদের এটা খুব ভালো লাগত। ফলে এখানেই তাদের হাত খরচের পয়সা তারা খরচ করে যেত।

১৮৮০-র হেমস্তের শেষে ক্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ ফিরলে। ক্র্যানটন যায়গাটা তার পছন্দ হয়েছিল। উত্তর পূর্ব পেনসিলভানিয়ার কয়লাব খনির কেন্দ্র।

পেন এভিনিউয়ে যে দোকান ঘর সে ঠিক করে এসেছে। সেটা ল্যাক্সার্টারের ডবল মাশেব। দীর্ঘ মেসাদী লীজ নেওয়ায ভাড়ার অঙ্কটাও কম হয়েছে।

“এবাব আর কিন্তু ফেরাব পথ বইল না।” দোকান খোলাব সময় চার্লিকে সে সাবধান করলে। “হয় ভাসলাম নয় ডুবলাম। এখানে অন্ততঃ বছর কয়েক আমাদের চালাতেই হবে। কি বলিস চার্লি পারবি ত?”

“নিশ্চয়ই পারব।” চার্লি নিশ্চিত হয়ে বলে! শহরটা আমার বেশ ভালই লাগছে। এর আগে যেসব যায়গায় থেকেছি তার চেয়ে অনেক ভাল। মনে হচ্ছে এখানেই বোধ হয় আমার বরাত খুলবে।”

“খুললেই ত ভাল,” দাদা বলে। “একটু চমকে দেবার জন্তে আসল কথাটা চেপে রেখেছিলাম। তবে, এখন বলে ফেলাই ভাল।”

“তুই এর কিছু অংশের মালিক হলি চার্লি। আমি দোকানের অর্ধেক তোকে দিলাম। না না কোন কথা শুনব না। তোর কাজের জন্তেই দিয়েছি। হারিসবার্গ আর ইয়র্কে তুই অনেক খেটেছিস। আর এই বিপদে ফেলার জন্তে আমায় একবারও কিছু বলিসনি। এখানে কিন্তু সেরকম হবে না। মনে হয় সব কিছুই তোর স্বপ্নে। চালাতে পারবি বলেছিলি না? ঠিক আছে, এখন পাটনার চালাও।”

## ঋণ শোধ

১৮৮৫ সাল। ল্যান্সাস্টার বাবার ছ'বছর পরের কথা। উলওয়ার্থরা ছুটি কাটাতে নিজেদের পুরণো খামারে এল। অবশ্য এই প্রথমবার নয়। তবে ওরা কচিৎ কখনো আসে, আর এলেও বেশী দিন থাকে না। ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ ত ব্যবসায় এত ডুবে থাকত যে ছুটি নেবার সময়ই পেত না। এতদিনেও তার বাবা তাঁর সব চেয়ে ছোট নাতনীটির মুখই দেখেন নি। দুটি নাতনী হয়েছে এত দিনে। হেলেনা আর এডনা।

বৃদ্ধ ট্রেনের জন্তে ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে। দলবল শুদ্ধ ওদের ট্রেন থেকে নামতে দেখে সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। আর হবার মতও বটে।

জেনী বেশ ফ্যাসান দরলু সাজ করেছে। ঘোর সবুজ পোষাকের সামনেটার হুখের মত সাদা লেস। কোঁকড়া চুলের ওপর ছোট্ট ইটালীয়ান স্ট্র হ্যাট, তার ভেলভেটের রিবন পেছনে উড়ছে। সাদা চামড়ার দস্তানায় ঢাকা হাতে সাদা একটা সোঁখীন ছাতা।

গোলাপ ফুলের মত মেয়ে দুটোর পরণে একই ধরনের সাদা সুইস্‌ এমব্রয়ডারী করা পোষাক, চণ্ডা ফিতের কোমর বন্ধ মাথায় ফুল বসান টুপি।

সুসজ্জিত পাকা ব্যবসাদারের মত সাজে ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ নামলে। খুব দামী কাপড়ের প্রিন্স অ্যালবার্ট কোট। চণ্ডা টাইয়ের আড়ালে শার্টের শক্ত করে ইঞ্জি করা সামনে দিকটা প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। কাণ পর্যন্ত উঁচু কলার। বিরাট একজোড়া গোল্ডের দুই প্রান্ত সযত্নে পাকান। আর মাথায় উঁচু ডাবি টুপি।

স্টেশনের আড্ডাধারীরা এদের নামতে দেখেই সচেতন হয়ে উঠল। আর তাদের দেখে সকলেই যে বেশ সচকিত হয়েছে সেটা ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থও বেশ আনন্দের সঙ্গেই উপভোগ করছিল। এক দিন এখানে সে বড্ড গরীব ছিল। ওয়াটারটাউনের কেউই কোন দিন চিন্তাও করেনি যে উলওয়ার্থ ছেলেটা কখনো একটা কেউ কেটা হয়ে উঠবে। তাদের চোখে আঙুল দিয়ে তাদের ভ্রাস্তি দেখিয়ে দিতে পারার মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তি আছে বৈ কি।

বাবা ছেলের মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারেন। গাড়ীতে তুলবার সময় বললেন, “তুমি কি শহরে কোথাও থাকতে চাও? নূর বা বুশনেলের দোকানে হয়ত একবার দেখা করতে যাবার ইচ্ছে হতে পারে।”

“না বাবা আজ থাক,” ফ্র্যাঙ্ক বললে। “কাল এসে না হয় কয়েকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা যাবে। কেবল স্কয়ারের তেতর দিয়ে যেও। শহরের চেহারাটা একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।”

“নিজের চেহারাটাও শহরকে একবার দেখিয়ে দিয়ে যাবে— তাই তো?” বৃদ্ধ হেসে উঠলেন। “তাই হবে। পরে অবশ্য

অনেক সময় পাবে। যদিও কালকে তোমার আসা হবে না। তোমার অ্যালবন মামা সবাইকে তাঁর ওখানে নিয়ে যেতে বলেছেন।”

“তাই না কি?” ক্র্যাঙ্ক হাসলে। “তা গোড়ায় যখন দোকান করবার জন্তে কিছু ধার চেয়েছিলাম, তখন ত এত উৎসাহ দেখিনি।”

“দেখ ক্র্যাঙ্ক,” বাবা এবার ধমক দেন, “ওকে তাঁর জন্তে দোষ দিলে চলবে না। সে এখন তোমার জন্তে রীতিমত গর্ব বোধ করে। তবে আসল কথাটা, আমার মনে হয়, ওর ছেলে এডুইনকে ও তোমার কাজে ঢোকাতে চায়। তোমার এসম্বন্ধে কি মনে হয়?”

“তা এড্ যদি কিছু টাকা ঢালতে রাজী থাকে ত ভালই হয়। তুমি ত জান ইতিমধ্যে আমি অ্যানি নক্স মাসীর বড় ছেলে সীমুরকে ট্রেন্টনএর দোকানে বসিয়ে দিয়েছি। সব কটা দোকান আমার পক্ষে একা দেখাশোনা করা সম্ভব নয়। আমার ম্যানেজারের দরকার। আর কোন ম্যানেজার যদি কিছু টাকা ঢালে ত তার কাছ থেকে ঠিক সেই পরিমাণে কাজ পাওয়া যায়। এড্ও তাহলে সীমুরের মতই করতে পারে। অ্যালবন আমার সঙ্গে এসম্বন্ধে কথা বলে দেখব।”

“তাই কোরো। এখন তবে সবগুচ্ছ কটা দোকান হয়েছে।”

“চারটে,” ক্র্যাঙ্ক বললে। “স্ক্যানটনেরটা বাদ দিয়ে। চার্লি তোমায় লেখেনি যে আমার অর্দেক অংশ ও কিনে নিয়েছে? এত লাভ হল যে প্রথম বছরেই ওর কেনার টাকা জমে গিয়েছিল। জায়গায়টা ওর খুব ভাল লেগেছে। বলে, ওখান থেকে ও আর নড়ছে না।”

“হ্যাঁ, চার্লি একেবারে স্ক্যানটন বলতে পাগল। তোমাদের নতুন মা'কে নিয়ে একবার আমার ঘুরে আসার জন্তে বলেছিল।

কিছু ঠিক করিনি। আমার আবার এই ক্ষেত্রে খামার ছেড়ে যেতে ভাল লাগে না। তোমার চারটে দোকান যেন কোথাক কোথায়—মানে ল্যান্ডস্টার ছাড়া?”

“রীডিং, পেনসিলভ্যানিয়া, আর হারিসবার্গের বড় নতুনটা, আর নিউ জার্সির ট্রেন্টনে একটা, তবে এত সব স্বরূপ বাবা আসছে বছর”—পেছনের সীট থেকে জেনীর ছাতার তীক্ষ্ণ খোচা ঘেঁষে হঠাৎ তাকে থামতে হল।

“সব সময় কেবল দোকান আর দোকান” ও এক ধমক দেয়। “আমরা এখন ছুটি কাটাতে এসেছি, মনে থাকে যেন। দেখ মেয়েরা গ্রেটবেণ্ডে এসে গেছি। ওই স্কুলে তোমাদের বাবা পড়ত। আব ওই গিজার গানের দলে গান গাইত। সে গল্পটা ওদের একবার বল ফ্র্যাঙ্ক।”

মেয়ে দুটো খিল খিল করে হেসে উঠল। কারণ বাবা গান বতই ভালবাসত গলা দিয়ে সুব তার বেবোয়না। আর বাবাও যে তা না জানে তা নয়। একবার ইস্টাবের সময় কিভাবে দল গুলু ছেলেদের সুবেব গোলমাল করে দিবেছিল তাব এক মজাব কাহিনী শুরু করলে।

অ্যালবন মামাব ওখানে দুদিন কাটল। অনেক দূর থেকে আত্মীয় স্বজন সবাই এসে জড় হুবেছিল। সপ্তাহের শেষের দিকে ফ্র্যাঙ্ক ওয়াটারটাউনে বাবার সুযোগ পেলে।

আদালত বাড়ীর রেলিংএ ঘোড়া বাধবাব সময় চেনা গলায় তার নাম শুনতেই সে ফিবে তাকাল। গাছের তলায় একটা বেঞ্চে মিসেস কুন্স বসে। সেট মিলিা কর্মচারী, কর্ণাব স্টোবে তার প্রথম বন্ধু। হাত বাড়িয়ে সে তাঁর দিকে ছুটল।

“খাবাব সময়টা একটু ছায়াতে বসে কাটাচ্ছি।” তিনি বললেন।

“এক মিনিট বসে দুটো কথা বল না। দোকানে একবার নিশ্চয়ই যাচ্ছ। মিঃ মুরের সঙ্গে দেখা করবে তো?”

“নিশ্চয়” ও জবাব দেয়। “কেমন আছেন তিনি মিসেস কুনস? বাবার কাছে গুনলাম ইদানীং না কি তাঁর চেহারা খারাপ হচ্ছে গিয়েছে।”

“শরীর ঠর ভালই আছে, কিন্তু বড় দুশ্চিন্তায় আছেন। দোকানের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। শুনেছ ত মিঃ স্মিথ দোকান ছেড়ে দিয়ে পশ্চিমে চলে গিয়েছেন? তিনি বলেন ওয়াটারটাউনে আর এ ধরনের দোকান চলবে না। কিন্তু মিঃ ব্রুস চালাবার জন্তে খুব পরিশ্রম করছেন। বলা উচিত নয়, কিন্তু শহর শুদ্ধ সবাই জানে যে কর্ণার স্টোর উঠে যাবার মত হয়েছে। এই হল অবস্থা। এখন ত সব গুনলে?”

“হু গুনলাম,” ও বললে। “আগেই শুনেছিলাম যে ঠর অবস্থা ভাল যাচ্ছে না। তবে এতটা খারাপ তা জানতাম না। কিছু যদি করতে পারতাম। হাতে যদি কিছু টাকা আমার থাকত—কিন্তু কিছুই এখন নেই। নতুন কবে কয়েকটা দোকান খোলার ব্যবস্থা করছি। যা কিছু ছিল সব কুড়িয়ে বাড়িয়ে মালপত্র কেনার জন্তে বায়না দিয়ে দিয়েছি। তবুও—” মিনিট বানেক্স জকুচকে চুপ করে কি যেন ও ভাবলে।

মিসেস কুনস আস্তে ওর হাতের ওপর একটি হাত রাখলেন। “ও নিয়ে মন খারাপ কর না ফ্র্যাঙ্ক। পারলে তুমি নিশ্চয়ই সাহায্য করতে, তা সবাই জানে। তোমার বো বাচ্চাদের খবর কি বল। তুমি যেদিন এসে পৌঁছলে, সেদিন একবার মাত্র জেনী আর মেয়েদের দেখতে পেয়েছিলাম। আমার ওখানে ওদের নিয়ে আসছ কবে?”

ওরা গল্প করতে থাকে। কোর্টের ঘড়িতে একটা বাজল।

মিসেস কুন্স্ আবার কাজে চললেন। ক্র্যাক তাঁর সঙ্গে কোয়ার পার হল।

মিঃ মুরকে পেছন দিকে তাঁর সেই অফিসে পাওয়া গেল। চেহারাটা ধরাপ হয়ে গিয়েছে। তখন তিনি মধ্যবয়সী লোক, অথচ কাঁধ দুটো বুড়ো মামুষের মত মূরে পড়েছে। কিন্তু ওকে দেখেই তিনি খুসী হয়ে উঠলেন।

“বোসো ক্র্যাক বোসো। ভাবছিলাম আবার কবে তুমি এখানে আসবে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সময়টা তোমার বেশ ভালই যাচ্ছে।”

“এ সব বাইরের সাজসজ্জা মিঃ মুর” ক্র্যাক হাসতে হাসতে বলে। “জানিলা সাজানর ব্যাপারে আমার মত কেউ যে নেই সে ত আপনি জানেন। আর আপনিই ত বলেছিলেন যে ধারের কোন দরকার নেই, এই রকম একটা ভাব করতে পারলেই সহজে ধার পাওয়া যায়। মালপত্তর যারা তৈরী করে তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় এ কথাটা সর্বদাই মনে রাখি। আপনার কাছে অনেক কিছু শিখেছি স্থার।”

“বলছ, তা এ হল তোমার ভদ্রতা মাত্র।” তিনি ক্লান্ত ভাবে ক্লবাব দেন। “ও সব বিত্তে পুরণো হয়ে গিয়েছে ক্র্যাক। অন্ততঃ আমার আর আজকাল ও কায়দায় কিছু হচ্ছে না।”

ক্র্যাক ইতস্ততঃ করে। মিঃ মুরের আত্মসম্মান জ্ঞান অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তাঁর দুরবস্থার কথা তাঁর প্রাক্তন কেরাণীটির কাছে স্বীকার করতে তাঁর মনে আঘাত লাগার কথা। সে সব কথা ওঠার আগেই ক্র্যাক তাড়াতাড়ি বলতে সুরু করে।

“মিঃ মুর আমার একটা কথা ছিল। আপনি উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু একবার ভেবে দেখলে ভাল হয়।”



“কর্ণার স্টোরকে পাঁচ আর দশ সেক্টের দোকান করে ফেললে কেমন হয়? দাঁড়ান। আমি জানি যে আপনি সর্বদা ভাল জিনিষের কারবার করে থাকেন। তা অল্প দামের জিনিষের মধ্যেও ত ভাল জিনিষ আছে। মানে ভাল জিনিষের কথাই যদি বলেন, আর আমরা তাই খারণা। আপনার এইসব লিয়ন ভেলভেটের চেয়ে আমার দশ সেক্টের ডিম ঘোঁটাবার কল তার দামের তুলনায় খারাপ জিনিষ নয়। কথাটা বুঝতে পারছেন?”

“অ্যা, হ্যা, তাইত। ভাল ডিম ঘোঁটাবার কলের পক্ষে দশ সেক্ট ত ভালই দাম। তবে আমি এসব জিনিষের কারবার ত কখনো করিনি; তা ত জানই।”

“জানি। আমি শুধু বলতে চাইছি যে, যে কোন জিনিষই যদি ভাল দরের মাল হয় ত সেটা ভাল জিনিষ। আপনি দামী জিনিষ বেচতেন কারণ সে সব তৈরী করতেই অনেক খরচ পড়ে। এখন যদি এমন সব ভাল জিনিষ পান যা তৈরী করতে খরচ কম পড়ে, তা হলেও ত আপনি ভাল জিনিষের ব্যবসাই করবেন—নয় কি? আপনাকে নীচে নামাতে হবে না মিঃ মুর। সেই এক ভাল জিনিষই বেচবেন মিঃ মুর কেবল নতুন ধরনের জিনিষ।”

মিঃ মুর কেমন খেন খতমত হয়ে গেলেন। “ব্যাপারটা এদিক দিয়ে কখনো-ভাবে দেখিনি ক্যান্ডি। তবে তুমি ঠিকই বলেছ। তাহলে কি করতে বল? কর্ণার স্টোর কিনে সেটাকে ফাইভ অ্যাণ্ড টেন করতে চাও?”

না, আমি না মিঃ মুর, আপনি। আমি কিছুই চাইছি না। এমন কি লাভের কোন অংশও নয়। এটা মূবস্ ফাইভ অ্যাণ্ড টেন হবে, উলওয়াথস্ নয়। ওয়াটারটাউন শহরটা বেশ ভালই—মানে এখন যা অবস্থা দেখছি। বাড়ীটা ত আপনার রয়েছে

আর সুনামও আপনার আছে। আপনার এখানকার স্টক যা আছে সে সব বেচে দিয়ে ভাল পাঁচ আর দশ সেন্টের জিনিষ কেনা মোটেই মুশ্কিল হবে না।”

তিনি কথা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ক্র্যাঙ্ক বলে চলল, “কোথা থেকে পাব জিজ্ঞাসা করছেন ত? আমার কাছ থেকে পাবেন। যা আপনার দরকার হবে, আমি আপনাকে দিতে পারব মিঃ মুর। স্বখন ইচ্ছে আমার শোধ করবেন।”

এবার সে একটা জবাব পাবার আশায় খামল। কোন উত্তর এল না। মিনিটখানেক বাদে একটু কিন্তু কিন্তু হয়ে ক্র্যাঙ্ক বললে, “বোধহয় এই ধরনের জিনিষ আপনার ঠিক পছন্দ নয়। আমার যদি আর কিছু টাকা থাকত তবে অবশ্য অণু ধরনের প্রস্তাব করতাম। কিন্তু জিনিষ পত্র কেনার ব্যাপারে সব টাকা পয়সা আটকে গিয়েছে। অতএব বুঝতেই পারছেন—”

“বুঝতে ঠিকই পারছি” আশ্বে আশ্বে তিনি বলে ওঠেন। “নতুন একটা ব্যবসা শুরু করবার জন্তে আমার কিছু ধার দিতে চাও। এক কথায় বলতে গেলে তাই দাঁড়াচ্ছে, নয়?”

ক্র্যাঙ্ক ঘাড় নাড়লে। “আপনি আমার জন্তে যা করেছিলেন তার বদলে আশা করি এটুকু আমার করতে দেবেন মিঃ মুর। আমার ওপর যদি আপনার বিশ্বাস না থাকত ত আজ আমি কোথায় থাকতাম? এবার আমার পালা। আমার কথায় একটু অবাক হয়েছেন নিশ্চয়। কিন্তু বিষয়টা একটু ভাল করে ভেবে না দেখে উড়িয়ে দেবেন না।”

মিঃ মুর দোকানের ভেতর দিকটায় একবার তাকালেন। কাউন্টারের মানের পথগুলো ঝাঁক। অলস কেরাণীরা কাউন্টারের শেফনে বসে হাই তুলছে। ব্যবসার অবস্থা খারাপ ছিল, আরো

স্বরাপ হচ্ছে। তাঁর এই প্রাক্তন কর্মচারী দয়াপরবশ এ কথাটা চেপে গেলেও বুঝতে ঠিকই পেরেছে। সে জানে যে সাবেকী চালে কর্ণার স্টোরকে আর বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যাবে না। এখন সে দয়া করে, সম্মানে এবং স্নর্কোশলে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার একটা উপায় করে দিচ্ছে।

ফ্র্যাঙ্ক উঠে দাঁড়াল। “আমি আরো কিছুদিন আমাদের খামার বাড়ীতে আছি মিঃ মুর। এ সম্বন্ধে কখন কি স্থির করবেন তা কি ইতিমধ্যে জানতে পারব?”

মিঃ মুর তার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর নুনে পড়া কাঁধ দুটো সোজা হয়ে উঠল। অনভ্যস্ত একটা হাসিতে তাঁর মুখের ক্লান্ত রেখাগুলো মুছে এল।

“ভাবছি এখনই স্থির করে ফেলব ফ্র্যাঙ্ক। কিসের মধ্যে তুমি আমার নিয়ে যাচ্ছ বুঝতে পারছি না। বলছিলে আমি তোমায় নাকি ব্যবসা শিখিয়েছি। এ ব্যবসাটা এবার আমার একটু তোমায় শেখান দয়াকর। তা যদি কর, আমি যদি তোমার পরামর্শের ওপর নির্ভর করতে পারি”—জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন। “তা হলে আমি তোমার প্রস্তাব নেব আর এর জন্তে তোমায় ধন্যবাদও দেব।”

“না না ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই।” ফ্র্যাঙ্ক প্রতিবাদ করে। “আমার জন্তে আপনি যা করেছেন, সে তুলনায় আপনার জন্তে আমি কিছুই করছি না। পাঁচ সেন্টের দোকান আদৌ চলবে কি না তা তখন আপনি জানতেন না; কিন্তু এখন আমি সেটা জানি। আজকের জন্তে আপনাকে আপশোধ করতে হবে না মিঃ মুর।”

উইলিয়াম মুরকে এর জন্তে কোন দিন আপশোধ করতে হয়নি।

নতুন কর্ণার স্টোর গোড়া থেকেই সাফল্য লাভ করে এবং একান্ত তাঁরই সম্পত্তি হয়ে থাকে। কয়েক বছর পরে এটি বিখ্যাত উলওয়ার্থ চেন্ এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এর ফলে উলওয়ার্থের যে অংশ তিনি পান তাতে মিঃ মুর রীতিমত ধনবান হয়ে পড়েন। শেষ বয়সে তিনি ওয়াটার টাউনের একজন বর্জিষ্ণু নাগরিক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। আর তাঁর “উটু দরের” ঝালের জুনাঘের কোন দিন হানি হয়নি।

## একশ শহরে

ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের গোড়ার দিকের যে সহযোগীরা তাঁদের ভাগ্যোন্নতির জন্যে তার কাছে ঋণী, মিঃ মূব তাঁদের মধ্যে একজন মান। দোকানের সংখ্যা বাড়তে থাকায়—উলওয়ার্থ এক বাস্তবদের মধ্যে নিভবযোগ্য লোকেব সম্মান কবতে থাকে। যারা তার বিশ্বাসভাজন হল তারা পবে পূবস্বাধ হিসেবে কোম্পানীর অংশীদার হয়। কেউ কেউ মান পথে পিছিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাবা ছিল তাবা অবিশ্ব'স্ত একম স্বচ্ছলতার মধ্যে জীবন কাটায়।

এদের মধ্যে একজন হল ছোট ভাই চার্লি। আর হল সিমুর নক্স আর আলবন মামার ছেলে এডুইন। বুশনেলের দোকানের ছারি নুডি, কর্ণার স্টোরের মিসেস কুন্স, এইসব পুরোণ বন্ধুরা এই বিরাট প্রতিষ্ঠানে স্থান পেলে। ব্যবসা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কাস'ন সি, পেক উলওয়ার্থের দক্ষিণ হস্ত হযে উঠল। কাস'ন, বুশনেলে উলওয়ার্থের পরে চাকরী নিয়েছিল।

যেখানে তার প্রথম প্রচেষ্টা বিফল হয় সেই উটকার নতুন স্থপ হল সত্যি—৭

দোকানকে সকল করাষ কাস'ন উলওয়ার্থের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। নিউ ইষর্কে যখন মাল কেনবার জন্তে একটা অফিস খোলা হয়—উলওয়ার্থ তখন তাকে সঙ্গী হিসেবে নিয়ে যায়। পেকের পরামর্শ অনুযায়ী দোকানগুলোষ মিষ্টি সাজিয়ে রাখা স্থির হয়। পরে এতে প্রচুর লাভ হতে থাকে। উলওয়ার্থ তার কাছেই সব প্রথম একটা মণলবের কথা খুলে বলে।

“আমি ইষোবোপ যাচ্ছি,” একদিন সকালে সে তাকে বললে। “এখানকার ব্যবসা মাস দুষেকেব মত চালাতে পাববে?”

পেক মাথা নাডল। “কেনাকাটা'ব ওন্তে নিশ্চয। অনেকদিনই বলতে শুনেছি বটে যে এই বিদেশী কোম্পানীদের সঙ্গে সবাসনি মাল কেনার বন্দোবস্ত কবা ইচ্ছে। খুব ভাল। কি কিনবে?”

“এই ধর, খেলনা। সব ভাল ভাল খেলনাই জামানিতে তেবী হয়। যাবা আমদানী কবে তাদেব লাভেব অংশ দিসে শেষে জিনিসেব দাম যায় অসম্ভব বেড়ে। যদি কিছু ভাল পুতুল সোগাড কবতে পারি আর খেলাব চাষেব সেট্...।”

পেক হাসল। “ছোট মেষেটাকে নিয়ে ওমা'ব তিনটি মেষে হল না? তা অনেকেব আবার ছেলেও আছে, সেটা ভুলে যেও না যেন।”

“তা ভেবোনা, ছেলেদেব ব্যবস্থাও কববো। সব বাচ্চাদেব জন্তে ক্রীস্‌মাস ট্রী সাজানব জিনিষ। তা ছাড়া মাষেদেব জন্তে কাচের বাসন বাষেদেব প্যাণ্টে'ব সাসপেন্ডা'ব, আবো কত কি? দেখি কিরকম জিনিষপত্র আছে আর কি কি কেনা যায়। কি হবে তা ঠিক জানি'না অবস্থা। এবাং এখানকার কোন ভাষাই ত জানিনা।”

“ওবে ভালই”, পেক আশ্বাস দেষ। “কেনবার জন্তে যাচ্ছ ত? টাকার ভাষা সবাই বোঝে।”

১৮২০ এর চার মাস উলওয়ার্থ, ইংল্যান্ড, ক্র্যাঙ্গ, জার্মানি আর অস্ট্রিয়ায় কাটালে। বেড়ানর সবটাই ব্যবসার কাজে কাটার নি। একটু দেশ দেখার জন্তেও সে কিছু সময় দিয়েছিল। বিশেষ করে তার ছেলেবেলার আদর্শ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সঙ্গে যুক্ত স্থানগুলি দেখবার জন্তে। এই সব সময়ে জেনী আর মেঘেদের সঙ্গে নিয়ে আসেনি বলে তাব ভারি আফশোষ হত। পরে অবশ্য অনেকবার সে সপরিবারে ইয়োরোপ বেড়াতে গিয়েছে।

তবে এই প্রথমবাবের ভ্রমণে তাব আনন্দ করবার সময় বিশেষ ছিল না। একটির পর একটি কারখানা তাকে দেখতে হয়। হাতে টাকা থাকায় অনেক লাভ বেখে সে কেনা কাটা করতে পারে। অনেক খরচ করে কয়েক বছর আগাম দিয়ে সে কনট্রাক্ট করে নিলে।

বহু দামী দামী খেলনা, জেনীর জন্তে প্যারিসের সুন্দর পোষাক আসাক, মাথায় অনেক নতুন চিন্তা নিয়ে আর অনেক নতুন ধরনের মালপত্রর কেনার জন্তে টাকা লাগিয়ে সে দেশে ফিরল।

“এখন একমাত্র চিন্তা হল,” পেককে সে বললে, “যে সব মাল আমাদের আসছে সেগুলো রাখবার মত অতগুলো দোকান আমাদের নেই। সে ব্যবস্থা ত করতে হয়। মজাটা দেখেছ। এক সময়ে ভাবতাম আমার নিজের যদি একটা দোকান হয় এ আমি খুশী। এখন কুড়িটা দোকান হল কিন্তু তৃপ্তি হয় নি। কুড়িতেই বা থামব কেন? এখন মনে হচ্ছে ছোট বড় একশটা শহরে উলওয়ার্থ স্টোর হলে আমার শান্তি হয়।”

“ছোট বড় একশটা শহরে।” সেদিন ৬ তাই বলেছিল।

জুনে পেক আশ্চর্য হযে চোখ কপালে তুললে। এতকাল উলওয়ার্থ বড় শহরগুলো এড়িয়ে এসেছে। তার বখেই বাসন

ছিল—অন্ততঃ তাই তার মনে হয়েছিল। বড় শহরের ভাড়া, মাইনে আর প্রতিযোগীতার ফলে যে অল্পবিধে হতে পারে তার ঝুঁকি সে নিতে চায় নি। কিন্তু এবার বাইরে থেকে ঘুরে আসার পর সে আর কোন দ্বিধা করলো না।

“হ্যাঁ বড় শহরে।” পেকের অবাক হওয়া দেখে সে আবার বললে, “বড় বড় শহরগুলো বিদেশী লোকে ভর্তি পেক। আর আমি নিজে ত একদিন তাদেরই একজন ছিলাম। এখন বুঝতে পারি তাদের অবস্থাটা। প্যারিসে দাড়ি কামাবার সাবান কেনার সময় আমার অবস্থাটা যদি দেখতে। কেরানীটা নিশ্চয় আমাকে বোকা হাঁদা কিছু একটা ঠাণ্ডে ছিল। আর আমারও নিজেকে বড় বোকা বোকা ঠেকছিল। কিন্তু ওকে ফরাসীতে কি বলে তা ভ জানিনা। যদি একটা উল্লেখ্য স্টোরে ঢুকতাম ত কিছু জানবাব দরকার করতো না। কাউন্টার থেকে ভুলে ধরলেই হত। এখন ব্যাপারটা বুঝলে?”

“খুব বুঝেছি, চমৎকার!” পেক উত্তেজিত হয়ে টেচিয়ে ওঠে। “দ্যারে, এটা আমাদের মাথায় এতদিন আসেনি কেন?”

কেন? কেন? পরেও তারা একাধিকবার পরস্পরকে এই প্রশ্নই কবেছিল। এই সময় বাইরে থেকে বহুলোক আমেরিকায় আসছিল। আইরিশ, পোলিশ, জার্মান, ইটালিয়ান সবাই একটু ভালভাবে থাকবার জন্তে এই স্বাধীনতার রাজ্যে দলে দলে আসতে থাকে। কন্ট্রাক্টাররা ওভারটাইম কাজ করে এদের থাকার জন্তে বাড়ী তৈরী করতে লাগল। এরা যেখানে পারত কাজ খুঁজে নিত বেশীর ভাগই দিন-মুজুরী করত। এদের মাইনে ছিল কম কিন্তু পবিবার ছিল বড়।

আর এরাই হল উল্লেখ্যের মনের মত খরিন্দার। শাল জড়ান



কোন বিদেশিনীর পক্ষে উলওয়ার্থের দোকানে ঢুকে অস্বস্তি বোধ করবার কোন কারণই ছিল না। জিনিষ পত্র সব খোলা কাউন্টারে সাজান। ফ্রাউংপ্যানকে ইংরেজীতে কি বলে না জানলেও কোন ক্ষতি নেই। ফ্রাউংপ্যানের চেহারাটা তো অচেনা নয়। আর পাঁচ কিস্বা দশ সেন্ট গুণে দেওয়া ও অতি সহজ।

“তার ওপর ওবা এখানে সংসার পাতছে। ওদের ত সব কিছুবই সরকার। কাস’ন পেক যোগ দেয়। ওদের বিছানাটা ছাড়া আর ত কিছুই সঙ্গে করে আনতে দেখিনা। সত্যি মিঃ উলওয়ার্থ এবার একেবারে সোনার খনি পাওয়া গিয়েছে। তা এই নিউ ইয়র্কেই খুলবে?”

“না, ফ্রকলিনে” উলওয়ার্থ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়। পেক হাসে। নিউ ইয়র্ক আর ফ্রকলিন এই দুটো শহর এখনো যুক্ত হয়নি। তাদের মধ্যে তখন তীব্র প্রতিযোগিতা। উলওয়ার্থের অফিস নিউ ইয়র্কে কিন্তু বাড়ী তার ফ্রকলিনে। ল্যান্কাষ্টার থেকে কবেক বছর আগে ওরা এখানে উঠে আসে, আর আয় বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটার পর একটা বাড়ী বদলাতে থাকে। ছোট্ট মেয়ে জেসী মে, ল্যান্কাষ্টারে জন্মালেও ফ্রকলিন ছাড়া অন্য কোন জায়গা তার মনেই পড়ে না। বড়রাও সগর্বে নিজেদের ফ্রকলিনের বাসিন্দা বলেই পরিচয় দিল।

ফ্রকলিনের প্রথম উলওয়ার্থের দোকানের জায়গা ঠিক করা হ’ল আর দোকান খোলবার জন্তে বিশেষ ব্যস্ততাও করা হল। এই দোকানেই প্রথম লালের ওপর সোনারলী দিগ্বে নাম লেখা হয়—ক্রমে এই ধরণটাই আর সব শাখায় ছড়িয়ে পড়ে। তবে বড় শহরে এটা তার প্রথম দোকান হল না। নানা কারণে দেরী হওয়ায় প্রথম দোকান খোলার সম্মান জোটে ওয়াশিংটনের ভাগ্যে। বড়

শহরে এই দোকান ছোটোই খুব ভাল চলে এবং এর ফলেই অত্যন্ত শহরে দোকান খোলা হয়।

পুরোন শতাব্দী শেষ হয়ে নতুন বিংশ শতাব্দী শুরু হল। আমেরিকার ব্যবসায়ের ওঠা পড়া হল। কিন্তু উলওয়ার্থের দোকানের বিক্রী ক্রমেই বাড়তে লাগল। দিন কাল ভাল থাকলে উলওয়ার্থের খরিদারদের হাতে পয়সা বেশী থাকে, আর সময় খারাপ পড়লে যাদের পয়সা কমে আসে তারা সবাই উলওয়ার্থের দোকানেই ভীড় করে।

অবশ্য দেশ জুড়ে এই পাঁচ আর দশ সেন্টের যত দোকান সবই উলওয়ার্থের সম্পত্তি নয়। এই পরিকল্পনার কোন পেটেপে ক্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের ছিল না। অল্প ব্যবসাদারবাণ্ড তার নকলে দোকান করতে শুরু করে। এদের কেউ কেউ আবার পুরোন বন্ধু। ক্র্যাঙ্কের ভাই চার্লি ক্র্যানটনের বাইরে নিজের দোকানেব একটি ছোট পাট চেন তৈরী করে। আর আশ্চর্য্য তার গোড়ার দিকের পাটনার সিমুং নক্সও তৈরী করে। পরে ওই দুই দোকান শ্রেণী আবার উলওয়ার্থ কোম্পানীর সঙ্গে মিশে যায়।

অল্প প্রতিযোগীবা বাইবেব লোক। মিডল ওয়েস্টে ম্যাকরি, পেনসিলভ্যানিয়ায় ক্রেসজ্জ দক্ষিণে ক্রেস্ আর আরো কেউ কেউ এই পাঁচ আর দশ সেন্টের দোকান খোলে। এদের একজন আবার একটু বদলে পাঁচ সেন্ট থেকে এক ডলার পর্যন্ত দামের জিনিষ দিবে থাকে। কলে অনেক বিভিন্ন ধরনের জিনিষ বিক্রি করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। উলওয়ার্থ নিজেও কয়েকবার দশ সেন্ট থেকে আবার বাড়ার কথা ভেবেছিল, কিন্তু শেষে তা না করার সিদ্ধান্ত করে। আর মৃত্যুর কিছুদিন পরে তার পরবর্তী লোকেরা এটি কবে। ক্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ বেচে থাকতে দশ সেন্টের বেশী দামের কোন জিনিষ দোকানে রাখেনি।

বিশ শতকের গোড়ায় ক্র্যাক উলওয়ার্থের ব্যবসা ভয়ানক রকম বেড়ে যায়। ১৯০৫ সালে একশো কুড়িটা শাখা হয়। ১৯০৯ এ উলওয়ার্থ ইংল্যাণ্ডে তিন পেনী আর ছ পেনীর দোকান খোলে। তিন বছরের মধ্যে ওখানে তার আঠাশটা দোকান হল। জার্মানীতেও কয়েকটি শাখা খোলা হয়। এদের সবগুলোই ভাল চলতে থাকে। কলে হেড অফিসের আয়ও বাড়ে।

এই সময়ে ব্যবসা এত বেড়ে যায় যে এক জনের পক্ষে তা চালান আর সম্ভব হয় না। ১৯০১ সালে এটিকে একটি করপোরেশন করে ক্র্যাক উলওয়ার্থকে তার প্রেসিডেন্ট করা হল। যেখানে তাঁকে একদিন রাতের পর জেগে প্রতিটি পেনী গুণতে হয়েছে, সেখানে এখন তার একদল এ্যাকাউন্টেন্ট লক্ষ লক্ষ ডলারের হিসেব রাখতে লেগে যায়।

কপর্দহীন এক চার্বার ছেলে হিসেবে বড় জোর নিজের একটা দোকানের স্বপ্ন তাঁর ছিল, কিন্তু এ অবস্থা যে তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। ক্র্যাক উলওয়ার্থ বর্তমানে লক্ষপতি। অচিরেই কোটিপতি হয়ে উঠলেন।

সারাজীবন তিনি হিসেবী। জেনীও তাই। যা কিছু তাঁর লাভ হয়েছে সব তিনি আবার ব্যয়মাত্রেই ঢেলেছেন। কিন্তু এখন একটু বিশ্রাম নেওয়া তাঁর উচিত। লক্ষপতি হলে লক্ষপতির মত থাকাকও চলে।

জেনী, ক্রকলিনের বাড়ীতে বেশ আরামেই ছিল, কিন্তু তার স্বামীই মনে হল এ তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ফিক্স এভিনিউএ তিনি একটা বাড়ী কিনলেন আর লং আইল্যান্ডের গ্লেন কোভএ একটা বাগান বাড়ী।

কয়েক বছর পরে গ্লেন কোভএর বাড়ী আগুনে পুড়ে যাওয়ায়

স্বেত পাথরের তিনি এমন এক বিরাট প্রাসাদ তৈরী করলেন যে তাঁর ইষোরোপের দেখা যে কোন রাজপ্রাসাদও হার মেনে যায়।

লং আইল্যান্ডের উইনফিল্ড হল দেখলে সম্রাট নেপোলিয়নও খুশী হতেন। বেশ আরামেই ফরাসী সম্রাট এখানে দিন কাটাতে পারতেন। তাঁর সাম্রাজ্যের যুগের কায়দায় উলওয়ার্থের শোবার ঘর সাজান হয়। লাল তেলভেটের চাঁদোয়া দেওয়া বিরাট বিছানাটি ছিল নেপোলিয়নের বিছানার নিখুঁত নকল—মায় রাজকীয় স্বর্ণ মুকুটটি পর্যন্ত। মার্বেলে মোড়া স্নানের ঘরের মেঝে আর সাজসরঞ্জাম, খাঁটি সোনার তৈরী জলের কল, দেওয়ালে আয়না, ঠিক ফরাসী সম্রাটের যেমনটি ছিল।

“ব্যবসার নেপোলিয়ন,” তাব সহকর্মীরা ফ্র্যাক উলওয়ার্থকে বলত। আধুনিক এই নেপোলিয়নটিব প্রাসাদ-সজ্জায এমন অনেক জিনিষ দিল যা সম্রাট নেপোলিয়নের আমলে ছিল অজ্ঞাত।

বিরাট মার্বেলের সিঁড়ির পাশে গুপ্ত লিফট বসান হল। বাস্প দিঘে ঘব গরম বাখা আব ইলেক্ট্রিক আলোর সুবিধে; সে সব সুবিধে সেকালের কোন বাজা রাজডাবও ছিল না। লক্ষ ডলার মূল্যের পাইপ অর্গানটির এমন ব্যবস্থা ছিল যে আপনা আপনাই বাজত। মাইনে করা বাজিষে একজন ছিল বটে। কিন্তু খেয়াল হলে উলওয়ার্থ তাকে হটিষে নিজেই কল টিপে বসলে তার আনাড়ী হাতেও অপূর্ব সব সুর বেজে উঠত।

ফিফথ এভিনিউএব বাড়ীটা যদিও মাপে ছোট কিন্তু উইনফিল্ড হলের মতই সুন্দর। ৬টো বাড়ীই হাতে সেলাই করা পারশুর পর্দা, ছবি, গালিচা আর ভারী ভারী রূপোর প্রেট এই সব জিনিষ দিয়ে সাজান। গাড়ী ঘোড়া ছাড়া একটি বিদেশ থেকে আমদানী করা মোটর গাড়ী আর একজন ফরাসী শোফারও ছিল। দামী

ফার, হীরে-জহরৎ, পাট্টি, নাচ-গান, ঘন-ঘন বিদেশ ভ্রমণ—এক কথায় পয়সা দিবে যা কিছু সম্ভব তা সব কিছু করেই বৌ মেয়েদের সুখ স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা হল।

জেনীর কিন্তু এষ্ট সব বিলাসে কোন উৎসাহ দেখা গেল না। চিরকালই সে একটু চুপচাপ, একটু লাজুক প্রকৃতিব। সে তাব সেকলে ধবণ-ধারণ আর সাদাসিধে কুচি ছাডলে না। এই সব দামী দামী উপহারের জন্তে স্বামীর কাছে সে কৃতজ্ঞ ছিল, কিন্তু ঝালি বলত যে যা পোষাক আর গয়না তাব আছে তান্টেই তার সাবা জীবন ফেলে ছডিষে চলে যাবে, আব কিসেব দবকাব। ষ তর্দিন যাষ ৩৩ই সে যেন নিউ ইষর্কেব সমাজ থেকে আন্তে আন্তে সবে আসে। সামান্দিকতা আব নিমন্ত্রণে যেতে চাইত না, বেকীর ভাগ সময়েই খেন কোভেব বাড়ীর বাবান্দাষ চেযাবে বসে ছলতে তার ভাল লাগত। একা থাকতে পেনেই সে যেন সুখী।

মেযেবা কিন্তু অণ্য ধবণেব। এই ঐশ্বর্যেব প্রাচুর্যে তারা খুব খুসী। মেযেগুলো দেখতে বেশ ভাল, বাবচাব ভদ্র আব নিউ ইষর্কেব উচ্চ সমাজে চলাফেবা কবতে কোন আডষ্টতা ছিল না। সুতবা অনেক পাণিপ্রাথীও তাদেব জুটে গেল। সকলেবই খুব ভাল বিধে হয়।

এই ফিফথ এণ্ডিনিউথেব বাড়িতেই ছেলেনাব বিবাহ উৎসব খুব সাডনবে হয়। একণ আইনজীবি চার্লস ম্যাক্যানকে সে বিয়ে করে। তিন বছব পবে শেষাব মার্কেটেব ালাল ফ্রাঙ্কলিন লস হাটন এব সঙ্গে এড্‌নার বিধে হয়। সব শেষে বিধে হল ছোট মেযে জেসীব, জেম্‌স পল ডোনাহ বলে এক আইমিশ আমেরিকানের সঙ্গে।

তিন মেযেরই ছেলে পিলেদেব ফ্র্যাক উলণ্ডার্থ অত্যন্ত ভাল-বাসতেন।

## বাণিজ্যের মন্দির

১৯১৩ সালের ২৪শে এপ্রিল রাতে, বিকেল হতে না হতেই নিউ ইয়র্ক সিটি হল পার্কে লোক জমা হতে শুরু হয়েছে। সূর্যাস্তের আগেই পার্কে আর তার আশে পাশে তিল ধারণের স্থান নেই। জন সমুদ্র রাস্তার ওপর উপচে পড়ে গাড়ী ঘোড়া চলাচলের ব্যাঘাত শুরু করলে।

দিনের আলো কমে এল, সন্ধ্যা ঘনিষে আসে। সমস্ত লোক এক দিকে তাকিয়ে। ওই ব্রডওয়ে, বার্কলে আর পার্ক প্লেনের মোড়ে ক্রমাক্রম আকাশের গায়ে আরো অন্ধকার কি যেন একটা দাঁড়িয়ে।

সিটি হল অঞ্চলের লোকেরা জিনিষটা প্রায় দু বছর ধরে দেখে আসছে। প্রথমে ছিল একটা ইম্পাতের কাঠাম। রোজ তারা আপিস থেকে বেরোবার সময় ওটাকে একটু একটু করে উঠতে দেখেছে। ক্রমে ওটা যেন আকাশে গিয়ে ঠেকল।

“ও পড়ে যাবে”, বিজ্ঞের মত তারা এতদিন ভবিষ্যদ্বাণী করে এসেছে। “ইম্পাতের কাঠাম হল এক কথা আর গোটা বাড়ী হল

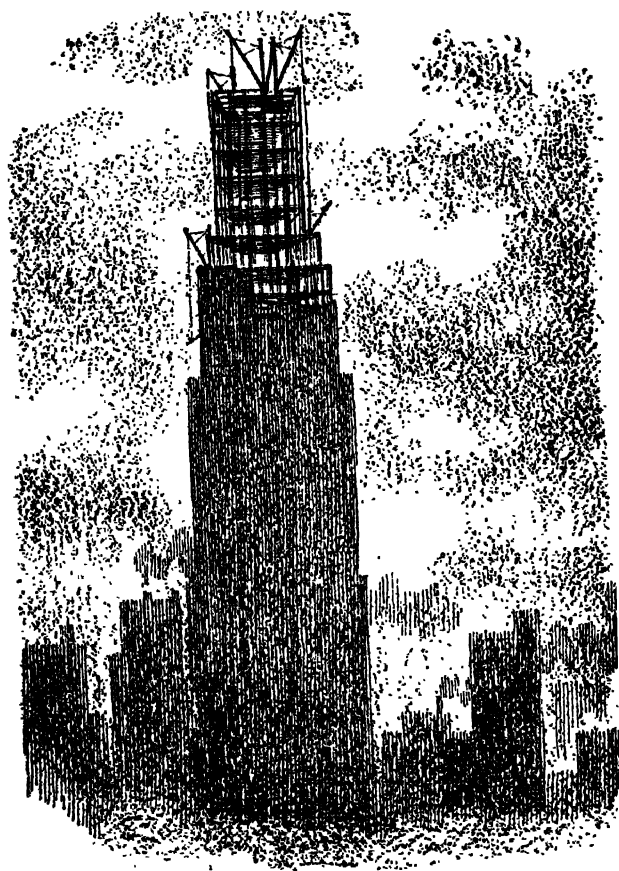
অন্ত কথা। ইট পাথর বসাবার সময় দেখে নিও। এত ভারী জিনিষ ঝাড়া রাখবার মত ভিন্ডি খোঁজা যায় না। আন রহু হলো? দেখবে জোব একটা ঝাপটা এলেই খড়াম কবে সব চুবসার হয়ে যাবে। আশে পাশে সব কিছু শেষে চাপা পড়বে। দেখে নিও।”

কেবল সাধারণ লোকেই মনেই এসব সন্দেহ ছিলনা। ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি এনাও মাথা নেড়ে বললেন যে এ অসম্ভব।

কিন্তু সম্ভব হলোও কবা উচিত? নম্ব। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাড়ী এ নিউ ইয়র্কে বয়েউছে, আকাশ ছোঁয়া মেট্রোপলিটান টাওয়ার। টাওয়ার তৈরী হওয়ার সময়ও এই বকম নানা কথা উঠেছিল, কিন্তু শুই ত সেটা দিব্যি দাড়িয়ে, কিছুই হ হয়নি। সহবেও গণের আকাশ গাকে যেন গবভবে ধরে বেখেছে। তবে ওটার চেয়ে উঁচু কবরার দবকার কি বাপু? তুমিযার সবচেয়ে উঁচু বাড়ীর চেয়েও উঁচু চাই—না সাকটাব একেবারে মাথা গাবাপ।

ক্যাদি উলগুযাপেব ও চাক, আর মাথা গাব মারুই গাবাপ নম্ব। এব আগে ছিল সিঙ্গার বিল্ডিং। ওর যলে গিঙ্গার সেলাই কলেব কোম্পানীর মিথবচাব লক্ষ লক্ষ টাকার বিতাপন হয়েছ। তাবপব যখন মেট্রোপলিটান টাওয়ার ওব চাইতেও উঁচু হয়ে উঠল, তখন এই ইনাসওয়েল কোম্পানীর নান ছাবন মোলকর্ড মাবকব সাবা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। এনব সকলেব চেয়ে উঁচু উলগুয়ার্ব বিল্ডিং। নউ ইয়র্কেব বিশেষ দ্রষ্টব্য হবে। সহবেব বাসিন্দাই হোক আন বাবোশাই হোক কাবো নজব এডাবে না। গই ছিল তাব মতলব। আব কবদোও সে তাই।

ইয়া সে তাই কবল আব এসমস্তই হল ওব ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কর্পোরেশনেব অত্যাণ্ড ডিরেকটবরা এই ধরণের বাপাবে কোম্পানীর





পরমা খরচ করতে নারাজ হল। “বহুত আচ্ছা” ক্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ সোৎসাছেই বললে, “তাহলে আমার পকেট থেকেই খরচ করব।” মোট খরচ ১৩,৫০০০,০০০ ডলারে সমস্ত টাকাই তার নিজের পকেট থেকে হল। হুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু আর সব চেয়ে সুন্দর আগিস ক্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের একার সম্পত্তি হল।

প্রথমে ১২০ ফুট থাম মাটিতে পৌঁতা হল। তারপর তিন বছর ধরে কাজ চলল। এতদিনে কাজ শেষ হয়েছে। তার প্রথম ছোট্ট দোকানটি ষোলবার সময় ক্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ যেমন যত্নের সঙ্গে সব বন্দোবস্ত করেছিল, তার জীবনের সবচেয়ে বড় দোকানটির জন্তেও সেই রকম নিখুঁত বন্দোবস্ত করলে।

খোলার সময় স্থির হয় সাড়ে সাতটায়। ততক্ষণ এই বিরাট বাড়ীটা সম্পূর্ণ অন্ধকার করে রাখা হয়। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটা বাজতেই ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন্ একটি বোতাম টিপলেন।

হাজার হাজার জানলা থেকে উজ্জ্বল ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলে উঠল। টাওয়ারের ওপরটা যেন হীরে জহরৎএ সাজান। বিরাট ভ্রোঞ্জের দরজার ঠিক ভিতরে ব্যাণ্ডে জাতীয় সঙ্গীতের সুর বেজে উঠল।

সঙ্গীতের শেষ পর্যন্ত জনতা স্তব্ধ হয়ে রইল। ওপর তলায় আলোগুলো যেন তারার গায়ে ঠেকেছে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে দর্শকদের ঘাড়ে ব্যথা ধরে গেল। এমন অপূর্ব দৃশ্য অনেকে জীবনে দেখেনি। পোড়া মাটির দেওয়ালে যেন পরীর দেশের আলো পড়ে সাদা দেখাতে থাকে। তার ওপর লেসের মত সূক্ষ্ম খোদাই। হাজার মণের ইস্পাত আর ইঁটের তৈরী বাড়ীটাকে মনে হয় হাক্সা যেন বাতাসে ভাসছে।

## স্বপ্ন হল সত্য

সারারাত ধরে আলো জালা থাকে। সারারাত শ্রোতের পর তে জনতা এসে বাড়ীটা দেখে যায়। আসল উদ্বোধন উৎসব গীর ভেতরে চলতে থাকে। ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের নিমন্ত্রিত অতিথিরা ঠাট ভোজের টেবিলের চারিদিকে জড়ো হয়।

বড় বড় ব্যবসাদার, ব্যাঙ্কার, রাজনীতিবিদ, এঁরা সকলেই এসে নাটেন আর সকলেই উলওয়ার্থর বন্ধু বলে গর্বিত। স্থাপতি— মাস গিলবার্ট আর কনট্রাক্টর লুই হরোরিট্‌স তাঁদের কম্রীদের হয়ে উপস্থিত। এঁরা এই বাড়ী তৈরীর কাজে সহায়তা করেছেন তাঁদের চাইতেও নিকট সম্পর্কের অতিথি আছেন। যথা সময় তাঁদের কথা বলা হবে।

বিখ্যাত এক পুরোহিত ডিনারের আগে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন। বাড়ীটিকে তিনি “বাগিছার মন্দির” বলে অভিহিত করলেন। স্থপতি মিঃ গিলবার্ট কথাটা শুনে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়েন। সেই চেষ্টাই তিনি করেছিলেন। ইয়োরোপের ক্যাথি-ড্রালের গথিক রিনেসাঁস রীতিকে তিনি এমনভাবে ব্যবহার করেন যে প্রাচীন রীতির সমস্ত রূপ ও গান্ধীর্ষ্যই বজায় থাকে।

এ বাড়ী গিলবার্ট তাঁর জীবনের এক বিশেষ মুহূর্তে তৈরী করেন। এরপর তিনি বা আর কোন ব্যক্তি ঠিক এমনটি আর করতে পারেন নি। আজ নিউ ইয়র্কে এর চাইতেও উঁচু বাড়ী রয়েছে। তার কতকগুলি কুৎসিৎ দেখতে, কতকগুলি আধুনিক কাজ চালান রীতি অস্বাভাবিক। কিন্তু তাদের কোনটাই গীর্জার কথা মনে পড়িয়ে দেয় না। উলওয়ার্থ এর চোপ জুড়োন পাথরের স্মরণ কাজ খুব অল্প বাড়ীতেই দেখা যায়।

ক্যাভিয়ার, মাছ, কচ্ছপের মাংসের স্নপ, গিনি ফাউল, পাখী আর কাছিমের মাংস দিয়ে অতিথিদের খাওয়া সারা হল। তান-

পর হাতানা সিগার ধরিয়ে ধূমপান করতে করতে কিসের আশায়  
যেন তাঁরা আরাম করে হেলান দিয়ে বসলেন। এখন হল বন্ধুতার  
সময়।

বিখ্যাত সাহিত্যিক এক্, হপকিন্স স্মিথ হলেন প্রধান বক্তা।  
বহু সম্মানসূচক অভিধায় অভিহিত করে প্রথম বক্তা হিসেবে ক্র্যাক  
উলওয়ার্থকে উপস্থিত করলেন।

তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। একষটি বছর বয়স হয়েছে, কিন্তু  
শক্ত সমর্থ দেখতে। আন্তরিকতা পূর্ণ চেহারা। মাননীয় অতিথি-  
দের মুখের ওপর দিয়ে তাঁর নীলচোখ দুটি একবার ঘুরে গিয়ে  
ঝাঁকে খুঁজছিলেন তাঁর মুখের ওপর গিয়ে পড়ল।

ওয়াটারটাউনের উইলিয়াম মূর এখন ক্লীণ দেহ বুদ্ধ ভদ্রলোক।  
বন্ধুতা শোনবার জন্তে কানের যন্ত্রটা একবার লাগিয়ে নিলেন।  
গোড়াতেই তিনি শুনতে পেলেন তাঁর নিজের নাম। ক্র্যাক  
উলওয়ার্থ তাঁর শাস্ত সঙ্গদর কণ্ঠে পুরণো দিনের কথা বলতে থাকেন,  
যখন একজন মাত্র লোক তাঁকে বিশ্বাস করে—তাঁর ছোট্ট দোকানে  
ধারে জিনিষ দিয়েছিলেন। আর তাই থেকেই এই বিরাট বাড়িটি  
তৈরী হয়েছে। তার অনুরোধে বুদ্ধ টলতে টলতে উঠে দাঁড়ান।  
একটু অপ্রস্তুত ভাবে এত লোকের প্রশংসাস্বপ্নি শোনেন।

মিঃ মূর বসলে উলওয়ার্থ আরো লোকের পরিচয় দিয়ে চলেন।  
ঝাঁদের জন্তে এই উলওয়ার্থ বিল্ডিং তৈরী সম্ভব হয়েছে। চার্লির  
নাম করা হল সর্ব প্রথমে। তারপর বক্তা টেবিলের চার দিকে  
ঘুরে ঘুরে পূর্বজীবনের সঙ্গীদের বার করতে লাগলেন আর তাঁরা  
উঠে দাঁড়িয়ে সকলের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন। প্রধান বক্তা বাড়ীটিকে  
ক্র্যাক উলওয়ার্থের স্মারক বলে অভিহিত করলেন। কিন্তু তা নয়,  
এ হল একটা আদর্শের স্মারক। সে আদর্শ হল, যে কোন

ক্রেতা দামের বদলে ভাল জিনিষটি পেতে বাধ্য। তিনি এই আদর্শটিকে কার্যকরী করবার চেষ্টা করেছেন মাত্র। তবে এই বিশ্বাসী পুরণো বন্ধু ও সহায়কদের ছাড়া একাজ তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না।

এর পর তিনি স্থপতি ও গৃহ নির্মাণ কর্মী এবং তাঁদের সহ-কর্মীদের দিকে এগোলেন। উলওয়ার্থ যখন বসলেন রাত তখন অনেক। কিন্তু বক্তৃতা তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। একে একে সকলে প্রশংসা জানাতে উঠলেন, ব্যবসায়ী আর রাজনীতিকেরা। সারারাত ধরে তাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল সাবারাত আলোস্ত্রলো জ্বালা রইল আর সারারাত জনতা রাস্তায় চলাফেরা করতে লাগল।

অতিথিরা যখন বেরিয়ে এসে নিজের নিজের গাড়ীতে উঠলেন তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। ক্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ তার ভাই চার্লিস সঙ্গে বেরোতেই উচ্চ কণ্ঠে একবার জয়ধ্বনি উঠল। তিনি হাসিমুখে হাত নাড়লেন। কথা বলবার তখন আর শক্তি নাট।

“জীবনে কখনো এত ক্লান্ত বোধ কবিনি” ভাঙ্গা গলায় তাঁর সঙ্গীনের তিনি বললেন। “আর এত সুখীও কোনদিন নিজেকে মনে হবনি চান্দি। আজ আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন।”

## মৃত্যুর শাসনে

এপ্রিলের সেই সন্ধ্যায় নিজেকে যখন ক্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ সব চেয়ে সুখী বলে উল্লেখ করেন তখন কত বড় সত্যি কথাটা উচ্চারণ করেছিলেন সে ধারণা তাঁর ছিল না। তাঁর সুখের আর অতি অল্পই অবশিষ্ট ছিল। স্বাস্থ্য তাঁর কোনদিনই খুব ভাল ছিল না আর এখন তা ক্রমেই ভেঙে পড়তে থাকে। ডাক্তারের পরামর্শে ব্যবসা ছেড়ে দীর্ঘকাল বিশ্রামের জন্তে তিনি ইয়োরোপ যাত্রা করেন। জেনেভায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। মিসেস উলওয়ার্থ আর তাঁর বোন তখনি তাঁর কাছে ছুটলেন। তাঁরা এসে পৌঁছতে পৌঁছতে তিনি অনেকটা সেরে ওঠেন।

সেরে উঠে তিনি এঁদের নিয়ে মোটরে সুইজারল্যান্ড আর ফ্রান্সে বেড়াতে বোরোলেন। এবারে আরার নেপোলিয়নের স্মৃতি চিহ্ন সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ বেড়ে উঠল। উলওয়ার্থ বিল্ডিংএ তাঁর খাস কামরা তখনো শেষ হয়নি। তখন তাঁর মাথার ঢুকল ঘরটাকে সম্রাটের খাস দরবারের মতন করে সাজাতে হবে।

অপ্ত হল সত্যি—৮

প্যারিস আর নিউ ইয়র্কের গৃহসজ্জাকারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে করতে তাঁর শারিরীক দুর্বলতা যেন চলে গেল বলে মনে হল। মার্বেল ঢাকা দেওয়াল, ডেস্ক, চেয়ার, চুল্লীর ওপরের তাকের সাজসজ্জা সবই নকল করান যায়—যদিও দাম পড়ে সাংঘাতিক। তাতে কি। নিখুঁতভাবে সেগুলি নকল করান হল একেবারে তুচ্ছতম পেরেকের মাথা আর গালিচার নক্সাটি পর্য্যন্ত। তাঁর লোকেরা নেপোলিয়নের ব্যবহৃত কতকগুলি আসল জিনিষও যোগাড় করলে। এদের মধ্যে প্রধান হল একটি ঘড়ি। সেটা নাকি রাশিয়ার জারের উপহার।

আগের দিন হলে উলওয়ার্থ এই রাজকীয় পরিবেশে ছেলে মানুষের মত আনন্দে আত্মহারা হতেন। কিন্তু এখন আর এতে কোন সুখ নেই।



নতুন আগিস তৈরী শেষ হবার আগেই এক দারুণ সত্যের মুখোমুখি হতে হল তাঁকে। অনেকদিন ধরেই তাঁদের ডাক্তার অবশ্য

এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে আসছিলেন। জেনী যে সর্বদা দূরে দূরে সরে থাকে তার মূলে অস্বাভাবিক কিছু রয়েছে বলে মনে হল। অবশ্য চিরকালের মতই এখনো সে অতি শাস্ত আর স্বভাবও তার মিষ্টিই আছে। কিন্তু অনেক কিছুই আজকাল যেন সে আর ধারণার আনতে পারে না। মেয়েরা বড় হয়ে যাবার পর আজকাল প্রায়ই সে তাদের চিনতে পাবে না। করুণভাবে সে তার শিশুসন্তানদের ডাকে। যে সব বি চাকর আজীবন তার কাজ করে এসেছে তাদের সকলকে অপবিচিত বলে মনে হয়।

ডাক্তার বললেন এ বান্ধিক্যের জন্তে নয়। জেনীর বয়স এই বাট বাকিট্ট হবে। মনে হচ্ছে অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাবে। এক কথায় এ হল মানসিক ব্যাধি। মিসেস উলওয়ার্থের শারীরিক অবস্থা ভালই। আরো অনেকদিন তিনি বাঁচবেন, কিন্তু তাঁর মাথা ধরাপ হয়ে গিয়েছে। আব সে যুগে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা এত উন্নত হয় নি।

ক্যাক উলওয়ার্থের মানসিক যন্ত্রণা কল্পনা কবা যায় না। জেনী, এত সহিষ্ণু, এত পরিশ্রমা, চল্লিশ বছর ধরে তাঁর পাশে একভাবে দাঁড়িয়ে; জীবনে প্রথম ও শেষবার এক তাঁকেই তিনি ভাল বেসেছেন। শেষ পাই পয়সা খরচ করেও তাকে বাঁচাতেই হবে। সব বিশেষজ্ঞদের তিনি ডাকলেন। আমেরিকায় কিছু না হলে হাইডেলবার্গ আব ভিয়েনা থেকে ডাক্তার আনাবেন। কেউ না কেউ জেনীকে ফিরিয়ে আনতে পারবেই।

পাগলের মত শত চেষ্টা করেও তেমন কাউকে পাওয়া গেল না। সব রকম সুস্থ স্বাচ্ছন্দ্য আর সেবা যত্নের মধ্যে স্বপ্নাচ্ছন্নর মত জেনী দিন কাটতে লাগল। কচিং কখনো সে কথা বলে। বেশীর ভাগ সময়ই তার দোলানো চেয়ারটিতে বসে বসে দুলাতে

থাকে। বহির্জগতের ঘটনার কোন সম্বন্ধই সে করতো না। হাট ভাব তার ধীর, স্বভাব শান্ত—অসুখী সে নয়। স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ বছর পর গ্লেন কোভএ ১৯২৪ সালে তার মৃত্যু হয়।

স্বামী জেনীর এই জীবনমৃত অবস্থাকে সহ্যে নেবার চেষ্টা করছেন এমন সময় এল নতুন আঘাত। বাদেই তিনি সবচেয়ে ভালবাসতেন তাদের ওপরই যেন মৃত্যুর আক্রোশ পড়তে লাগল। কাসার্ন শেক আর সিমুর এক সপ্তাহের আগে পরে মারা গেল। দুটি মৃত্যুই আকস্মিক, কেউ ভাবতেও পারে নি। বৃদ্ধ মিঃ মুর, সেই ভোজের সময় বাকি বেশ ভাল দেখা দিয়েছিল তিনি হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে মারা গেলেন। এই পুরণো বন্ধনগুলিই ছিল ক্র্যাক উলওয়ার্থের অবলম্বন। এগুলি একে একে ছিন্ন হয়ে যাওয়া বড় দুঃখের, বড় কষ্টের। তারপর এল সবচেয়ে গভীর আঘাত।

মেজ মেয়ে এডনা উলওয়ার্থ হাট্‌ন, তার স্বামী আর ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে হোটেল প্রাজার থাকত। কাণের ব্যর্থতার কিছুদিন যে ভুগেছিল কিন্তু পরে সেসব সেরে যায়। হোটেলের ঝি একদিন তার ঘরে ঢুকে বিছানায় তার মৃতদেহ দেখতে পায়।

জীবন অবস্থা, বন্ধুদের অভাব, প্রিয় কস্তার মৃত্যু—যে ভাগ্য ক্র্যাক উলওয়ার্থের ওপর এতকাল সুপ্রসন্ন ছিল সে কোথায়? তার ব্যবসার ক্রমাগত উন্নতি হচ্ছিল। উলওয়ার্থ ভবন জগৎ বিখ্যাত হয়ে উঠল। কিন্তু এখন এসব কত ছোট বলে মনে হয়। এ সবের যেন কোন মূল্যই নেই। আরো দীর্ঘ সময় তিনি নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখেন, কিন্তু যে কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন সে কাজেও আর তাঁর এখন মন বসে না।

১৯১৯ এর এপ্রিলের এক শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি আপিস বন্ধ করে সপ্তাহ শেষের ছুটি কাটাতে গ্লেন কোভে এলেন। শরীরটো



বিশেষ ভাল ছিল না। অবশ্য বিশেষ কিছু নয়, ঠাণ্ডা লেগে একটু গলাটা ব্যথা করছিল। পরদিন অবস্থা ধারাপ হয়ে উঠল। পারিবারিক চিকিৎসক তাড়াতাড়ি বিশেষজ্ঞদের ডাকলেন। দেখা গেল দীর্ঘকালব্যাপী কতকগুলি রোগে তিনি ভুগছেন আর গলা ধারাপ হওয়ার ফলে সেগুলি বেড়ে উঠেছে।

বতদূর সম্ভব সবই করা হল। বয়স তাঁর তখন মোটে সাতষট্টি। উলওয়ার্থ পরিবার দীর্ঘায়ু কিন্তু তিনি এখন ক্লান্ত আর বড় দুঃখী। বেঁচে থাকবার অবলম্বন বলতে বিশেষ কিছুই নেই। ৮ই এপ্রিল ১৯৯৭ শাস্ত্রভাবে (হয়ত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েই) তিনি প্রাণ-ত্যাগ করেন।

উডলন গোরস্থানে তাঁর বিরাট সমাধিতে কেবল নাম আর তারিখ দেওয়া আছে। ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ যদি নিজের স্মৃতিস্তম্ভের লেখা চাইতেন তবে বোধহয় “নিউ ইয়র্ক সান” এর কথাটাই তাঁর পছন্দ হত।

“বেশী দামের অল্প জিনিষ বিক্রির বদলে অল্প দামে বেশী জিনিষ বিক্রী করেই তিনি লক্ষ্মীলাভ করেন।”